এইচ এস সি যুক্তিবিদ্যা

অধ্যায়-৩: যুক্তির উপাদান

প্রশ্ন ▶১ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ডিসেম্বর মাসে উৎসব পালন করে। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের লোক এ উৎসবের অংশগ্রহণ করে। উৎসব দেখার সময় সুবর্ণা পাশের একজন সাদা রঙবিশিষ্ট লোককে দেখলেন। তিনি ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন, ভাই আপনি কি 'ভারতবাসী না অ-ভারতবাসী'। লোকটি উত্তরে বলেন যে, আমি ভারতবাসী নই অস্ট্রেলিয়াবাসী। আমার নাম ওয়ার্ন।

[চা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদ কী? ১

খ. একটি পদ কেন অব্যাপ্য হয়? ২

গ. উদ্দীপকে সুবর্ণার বক্তব্যে কোন পদের বিশ্লেষণ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যুক্তিবিদ্যার আলোকে সুবর্ণা ও ওয়ার্নের বক্তব্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে পদ বলে।

খ একটি পদ আংশিক ব্যক্ত্যর্থে কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অব্যাপ্য হয়।

কোনো পদ একটি যুক্তিবাক্যে কতটুকু ব্যক্ত্যর্থের ভিত্তিতে প্রকাশিত হলো তার ওপর নির্ভর করে পদটির ব্যাপ্যতা নির্ধারিত হয়। যখন একটি পদ তার সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থের ভিত্তিতে কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন পদটি ব্যাপ্য হয়। আর যখন একটি পদ কোনো যুক্তিবাক্যে আংশিক ব্যক্ত্যর্থে প্রকাশিত হয় তখন সেটিকে অব্যাপ্য পদ বলে। সুতরাং আংশিক ব্যক্ত্যর্থে কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে একটি পদ অব্যাপ্য হয়।

গ উদ্দীপকে সুবর্ণার বক্তব্যে বিরুদ্ধ পদের বিশ্লেষণ ঘটেছে।

যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে সে শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে যুক্তিবিদ্যায় পদ বলে। যুক্তিবিদ্যায় পদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ভিন্ন অর্থবোধক যুগল পদকে সম্বন্ধের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যার মধ্যে একটি হলো বিরুদ্ধ পদ। যদি পরস্পর বিরোধী দুটি পদ এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যে তাদের দ্বারা নির্দেশিত বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করে তবে পদ দুটিকে পরস্পর বিরুদ্ধ পদ বলে। যেমন- 'সাদা' ও 'অ-সাদা' এই শব্দ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। এখানে প্রথম পদটি সাদা রংকে এবং দ্বিতীয় পদটি সাদা ব্যতীত অন্যান্য সকল রংকে নির্দেশ করে।

উদ্দীপকে সুবর্ণা তার বক্তব্যে যে দুটি পদের উল্লেখ করেছে তা হলো- ভারতবাসী ও অ-ভারতবাসী। এই শব্দ দুটিও পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। সুতরাং সুবর্ণার বক্তব্যে বিরুদ্ধ পদের বিশ্লেষণ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের সুবর্ণার বক্তব্যে বিরুদ্ধ পদ এবং ওয়ার্নের বক্তব্যে বিপরীত পদের প্রকাশ ঘটেছে।

পদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তবে দুটি ভিন্ন অর্থবোধক পদের পাশাপাশি উপস্থিতির ভিত্তিতে পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. বিপরীত পদ ও ২. বিরুদ্ধ পদ। বিরুদ্ধ পদ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং ঐ পদ দুটি মিলিতভাবে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করে। যেমন- 'সবুজ ও অ-সবুজ' মিলিতভাবে সম্পূর্ণ রং-এর ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করে। তাই পদ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। অন্যদিকে, বিপরীত পদ একটি অন্যটির বিপরীত কিন্তু এর দ্বারা কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয় না। তাই বলা যায়, যদি দুটি পরস্পরবিরোধী পদ এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যে এদের দ্বারা কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয় না, তাহলে পদ দুটিকে পরস্পর বিপরীত পদ বলে। যেমন- 'লাল ও নীল'-এই পদ দুটি রং শ্রেণির সম্পন্ন ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে না। তাই পদ দুটি পরস্পর বিপরীত পদ।

উদ্দীপকের সুবর্ণা যে দুটি পদের উল্লেখ করেছে সেখানে সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয়েছে। কেননা 'ভারতবাসী ও অ-ভারতবাসী' মিলে সকল মানব জাতির ব্যক্ত্যর্থকেই প্রকাশ করে। তাই পদ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। আবার ওয়ার্নের বক্তব্যে বিপরীত পদ প্রকাশিত হয়েছে। তার বক্তব্যে যে দুটি পদ প্রকাশিত হয়েছে তা হলো— 'ভারতবাসী ও অস্ট্রেলিয়াবাসী'। এই দুটি পদ দ্বারা সম্পূর্ণ মানব জাতির ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয় না। তাই পদ দুটি পরস্পর বিপরীত পদ।

সুতরাং, ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় বিরুদ্ধ ও বিপরীত পদ পদের সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি রূপ।

প্রশ্ন ▶২

চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

[চা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৪]

ক. যুক্তিবাক্য কী? ১

খ. সকল বাক্যকে যুক্তিবাক্য বলা যায় না কেন? ২

গ. চিত্র-১ এ কোন ধরনের বাক্যের প্রয়োগ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যুক্তিবিদ্যার আলোকে চিত্র-২ ও চিত্র-৩ এর পারস্পরিক সম্পর্কের তুলনা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি পদের মধ্যকার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিমূলক কোনো সম্পর্কের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতিকে যুক্তিবাক্য (Proposition) বলে।

খ যুক্তিবাক্যের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত না হওয়ার কারণে সকল বাক্যকে যুক্তিবাক্য বলা যায় না।

একটি যুক্তিবাক্যে দুটি পদ থাকে। যথা- ১. উদ্দেশ্য পদ ও ২. বিধেয় পদ। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ সংযোজকের দ্বারা যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্য গঠন করে। তাই যুক্তিবাক্য সবসময় 'উদ্দেশ্য-সংযোজক-বিধেয়' আকারে প্রকাশিত হয়। যেহেতু সকল বাক্য 'উদ্দেশ্য-সংযোজক-বিধেয়' আকারে প্রকাশিত হয় না, তাই সকল বাক্য যুক্তিবাক্য নয়।

গ চিত্র-১ এ সার্বিক সদর্থক বা A যুক্তিবাক্যের প্রয়োগ ঘটেছে।

যুক্তিবাক্য হলো দুটি পদের মধ্যকার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপক কোনো সম্পর্কের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি। যুক্তিবাক্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয় তার মধ্যে গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুযায়ী যুক্তিবাক্যকে চারভাগে ভাগ করা যায় যার মধ্যে প্রথমটি হলো সার্বিক সদর্থক বা A যুক্তিবাক্য। A যুক্তিবাক্য পরিমাণের দিক থেকে সার্বিক এবং গুণের দিক থেকে সদর্থক। অর্থাৎ, এই যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থকে স্বীকার করে। আর ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য, তাই A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্য হওয়ার কারণে A যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

উদ্দীপকে চিত্র-১ এ নির্দেশিত যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ অব্যাপ্য, যা সার্বিক সদর্থক বা A যুক্তিবাক্যের অনুরূপ।

ঘ চিত্র-২ এর মাধ্যমে সার্বিক নঞর্থক বা E যুক্তিবাক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং চিত্র-৩ এর মাধ্যমে বিশেষ নঞর্থক বা O যুক্তিবাক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চিত্র-২ সার্বিক নঞর্থক বা E যুক্তিবাক্যকে প্রকাশ করে। E যুক্তিবাক্য পরিমাণের দিক থেকে সার্বিক এবং গুণের দিক থেকে নঞর্থক। অর্থাৎ, এই যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছুকে অস্বীকার করে। ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক যুক্তিবাক্য হওয়ার কারণে E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। আর নঞর্থক যুক্তিবাক্য হওয়ার কারণে E যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য তাই ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক নঞর্থক বা E যুক্তিবাক্যের উভয় পদ ব্যাপ্য।

অপরপক্ষে, চিত্র-৩ বিশেষ নঞর্থক বা O যুক্তিবাক্যকে প্রকাশ করে। O যুক্তিবাক্য পরিমানের দিক থেকে বিশেষ এবং গুণের দিক থেকে নঞর্থক। অর্থাৎ, O যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করে। ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী O যুক্তিবাক্য বিশেষ যুক্তিবাক্য হওয়ার কারণে এর উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য। আর নঞর্থক যুক্তিবাক্য হওয়ার কারণে O যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য। তাই ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী O যুক্তিবাক্যের কেবল বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, E ও O যুক্তিবাক্য উভয়ই নঞর্থক কিন্তু একটি সার্বিক এবং অন্যটি বিশেষ। ফলে E যুক্তিবাক্যের উভয় পদ ব্যাপ্য কিন্তু O যুক্তিবাক্যের কেবল বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

প্রশ্ন ▶ ৩ **দৃশ্যকল্প-১:** আবিদুর রহমান একজন 'শিক্ষিত', 'সৎ' ও 'দয়ালু' ব্যক্তি। তার 'সৎ সাহসের' জন্য তিনি সর্বত্রই প্রশংসিত।

দৃশ্যকল্প-২:

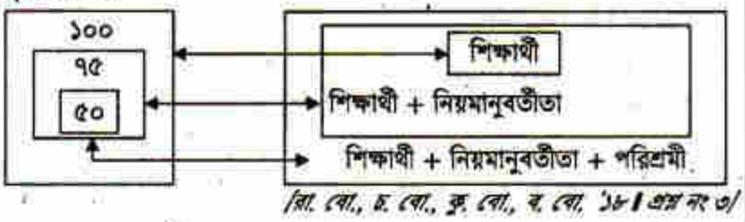

[রা. বো., চ. বো., কু. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদ কী? ১

খ. 'সব শব্দই পদ নয় কেন?' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ চিহ্নিত শব্দগুলো কোন ধরনের পদ তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ পদের যে সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে পদ বলে।

খ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়।

শব্দ হলো অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। কিন্তু পদ হলো কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি। শব্দের সংখ্যা অসংখ্য। অসংখ্য শব্দের মধ্যে যেসব শব্দ কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কেবল ঐসব শব্দকে পদ বলে। যেহেতু সব শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাই সব শব্দ পদ নয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর চিহ্নিত শব্দগুলো গুণবাচক পদ।

পদ হলো এমন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে। পদের বিভিন্ন রকম শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে গুণের দিক থেকে পদকে দুইভাগে ভাগ করা হয় যার মধ্যে একটি হলো গুণবাচক পদ। যে পদ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে কোনো গুণকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করে তাকে গুণবাচক পদ বলে। অর্থাৎ, গুণবাচক পদ কোনো বাস্তব বিষয়ের নির্দেশ না দিয়ে কোনো বিমূর্ত বিষয়কে প্রকাশ করে।

উদ্দীপকের শিক্ষিত, সৎ, দয়ালু ইত্যাদি পদগুলো বিমূর্ত বিষয়কে প্রকাশ করে। এগুলো প্রত্যক্ষ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। তাই এই পদগুলো গুণবাচক পদ। গুণবাচক পদ বিমূর্ত বিষয়কে প্রকাশ করে বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একে বিমূর্ত পদও বলা হয়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির, সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে।

একটি পদের দুটি দিক থাকে। একটি হলো ব্যক্ত্যর্থ বা সংখ্যাগত দিক এবং অন্যটি হলো জাত্যর্থ বা পরিমাণগত দিক। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে অপরিহার্য বা আবশ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে এই সম্পর্ক বিপরীতিমুখী। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতিমুখী সম্পর্কের চারটি দিক রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ যখন বৃদ্ধি পায় তখন পদটির জাত্যর্থ কমে যায়। যেমন— 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে 'জীব' হলে জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে কমে কেবল 'জীববৃত্তি' হয়। আবার, যখন কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যায় তখন পদটির জাত্যর্থ বৃদ্ধি পায়। যেমন— 'জীব' পদটির ব্যক্ত্যর্থ কমে যখন কেবল 'মানুষ' হয় তখন জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' হয়। জাত্যর্থের দিক থেকে যখন একটি পদের জাত্যর্থ বৃদ্ধি পায় তখন তার ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পায়। যেমন— 'মানুষ' পদটির জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে বাড়িয়ে 'জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষা' করা হলে ব্যক্ত্যর্থ কমে 'সকল মানুষ' থেকে কেবল 'শিক্ষিত মানুষ' হয়। আবার, যখন কোনো পদের জাত্যর্থ কমে যায় তখন পদটির ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পায়। যেমন— 'শিক্ষিত মানুষ' পদটির জাত্যর্থ কমিয়ে জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষা থেকে কেবল 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' করা হলে ব্যক্ত্যর্থ 'শিক্ষিত মানুষ' থেকে বেড়ে 'সকল মানুষ' হয়।

উদ্দীপকে ১০০,৭৫,৫০ সংখ্যা এবং শিক্ষার্থী, নিয়মানুবর্তীতা, পরিশ্রমী পদগুলো ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যকার এই বিপরীত সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, এদের একটির হ্রাস বা বৃদ্ধিতে অন্যটির বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ৪

[রা. বো., চ. বো., কু. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদের ব্যাপ্যতা কী? ১

খ. 'কোন যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পদের ব্যাপ্যতার দিক থেকে চিত্র-২ কোন ধরনের যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-৩ পরস্পর থেকে কীভাবে ভিন্ন? ব্যাপ্যতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদের ব্যাপ্যতা হলো পদের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি।

খ সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

ব্যাপ্যতার ২নং নিয়ম অনুযায়ী নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য। ব্যাপ্যতার এই নিয়ম অনুযায়ী কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য নয়। সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ সামগ্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আংশিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

পদের ব্যাপ্যতার দিক থেকে চিত্র-২ সার্বিক নঞর্থক বা E যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে।
সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য গুণের দিক থেকে নঞর্থক এবং পরিমাণের দিক থেকে সার্বিক। অর্থাৎ, এখানে উদ্দেশ্য পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়। ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী এই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ ব্যাপ্য। কারণ সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। আবার, যুক্তিবাক্য নঞর্থক বিধায় এই যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদও ব্যাপ্য।

উদ্দীপকের চিত্র-২ E যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। তাই ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা Eযুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ ব্যাপ্য।

চিত্র-১ ও চিত্র-৩ গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক থেকে ভিন্ন। এছাড়া এরা ব্যাপ্যতার দিক থেকেও ভিন্ন।
চিত্র-১-এর মাধ্যমে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বা A যুক্তিবাক্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। A যুক্তিবাক্য গুণের দিক থেকে সদর্থক এবং পরিমাণের দিক থেকে সার্বিক। আর ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক যুক্তিবাক্য যেহেতু তার উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্ত করে, তাই A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। আবার, সদর্থক যুক্তিবাক্য হওয়ায় অ যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য।
চিত্র-৩ বিশেষ নঞর্থক বা O যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। O যুক্তিবাক্য গুণের দিক থেকে নঞর্থক এবং পরিমাণের দিক থেকে বিশেষ। ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী নঞর্থক যুক্তিবাক্য যেহেতু তার বিধেয় পদকে ব্যাপ্ত করে, তাই O যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য। আর বিশেষ যুক্তিবাক্য হওয়ায় O যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, চিত্র-১ ও চিত্র-৩ গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক থেকে এবং ব্যাপ্যতার দিক থেকেও ভিন্ন। চিত্র-১ সার্বিক কিন্তু চিত্র-৩ বিশেষকে নির্দেশ করে। আবার চিত্র-২ সদর্থক এবং চিত্র-৩ নঞর্থককে নির্দেশ করে। আবার চিত্র-১-এর উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য কিন্তু চিত্র-৩-এর বিধেয় পদ ব্যাপ্য। তাই চিত্র-১ ও চিত্র-৩ গুণ, পরিমাণ ও ব্যাপ্যতার দিক থেকে ভিন্ন।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে বাবা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। গাড়ি থেকে নামতেই চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অয়ন বলে উঠল, "বাহ! কি চমৎকার পরিবেশ।" বাবা বললেন, "এখনো দেখার অনেক কিছু বাকি।" অয়ন আফসোস করল, "আহ! আরো আগে যদি আসতে পারতাম! *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. শব্দ কত প্রকার? ১
খ. ব্যাহতার্থক পদ কাকে বলে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাক্যগুলোতে চিহ্নিত শব্দগুলো পদ নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পদ ও শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

শব্দ তিন প্রকার। যথা- ১. পদযোগ্য শব্দ, ২. সহ-পদযোগ্য শব্দ ও ৩. পদ-নিরপেক্ষ শব্দ

ব্যাহতার্থক পদ (Privative Term) হলো এমন পদ যা কোনো গুণের অনুপস্থিতি প্রকাশ করে।
যে পদ দ্বারা কোনো বস্তুতে কোনো গুণের বর্তমান অনুপস্থিতি বোঝায়, অথচ বস্তুটি স্বাভাবিকভাবে ওই গুণের অধিকারী হতে পারে, সেসব পদকে ব্যাহতার্থক পদ বলে। যেমন— অন্ধ, কালা, বোবা, অচেতন ইত্যাদি। এ গুণগুলো দ্বারা একজন ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থার অনুপস্থিতিকে বোঝায়। তাই এগুলো ব্যাহতার্থক পদ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাক্যগুলোতে চিহ্নিত শব্দগুলো পদ-নিরপেক্ষ শব্দ (A-Categorematic Word)। তাই এগুলো পদ নয়।
যেসব শব্দের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। যেগুলো এককভাবে বা অন্য কোনো পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়েও কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, সেসব শব্দকে পদ নিরপেক্ষ বা পদ-অযোগ্য শব্দ বলে। যেমন— বাহ্, আহা, হায় হায়, সাবাস, হুররে ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দ বাক্যের অলংকরণে বা বাক্যের গুরুত্ব বোঝাতে অথবা মনের আবেগ প্রকাশের লক্ষ্যে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'বাহ্, কী সুন্দর দৃশ্য!' এ শব্দগুলো বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় গঠনে অপরিহার্য নয়। তাই এ শব্দগুলোকে পদ হিসেবে গণ্য করা যায় না।
উদ্দীপকের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত বাহ্, চমৎকার, আহ্ প্রত্যেকটি শব্দই পদ-নিরপেক্ষ শব্দ। তাই এগুলো পদ নয়।

নিচে উদ্দীপকের উল্লিখিত শব্দগুলো অনুসরণে পদ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হলো—
অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা অক্ষরসমষ্টিকে বলা হয় শব্দ (Word)। অপরপক্ষে, এক বা একাধিক শব্দ সমষ্টি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহারযোগ্য হলে হয় পদ (Term)। অর্থাৎ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়, যেহেতু সব শব্দ বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, 'কলমটি খুব সুন্দর' এ বাক্যটিতে 'কলমটি' এবং 'সুন্দর' শব্দদ্বয় পদ হলেও 'খুব' শব্দটি পদ নয়। কারণ এটি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় নি।
শব্দ যত বড়ই হোক না কেন, প্রত্যেক শব্দই একটি মাত্র শব্দ। পক্ষান্তরে, পদ একটি শব্দ দ্বারা গঠিত হতে পারে, আবার একাধিক শব্দের দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন- 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার' এটি একটি পদ, কিন্তু এখানে শব্দ আছে তিনটি।
পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট বলে কোনো পদের একাধিক অর্থ থাকতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে; যেমন- 'গজ' শব্দটির অর্থ একদিকে 'মাপের একক', অন্যদিকে 'গজ' শব্দের অর্থ 'হাতি'। অর্থাৎ পদের চেয়ে শব্দের ব্যাপকতা বেশি। কারণ পদের ব্যবহার কেবল বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভাষা ও চিন্তন ক্রিয়ার সব ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার চলে।
সুতরাং, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, প্রকৃতিগতভাবে পদ ও শব্দের মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও ব্যবহারের দিক থেকে এরা আলাদা।

কলেজে যেতে যেতে লিপি বিলের শাপলা ফুল দেখে বললো, বাহ! কি চমৎকার। লিপির বান্ধবী শিউলী বললো, 'কলেজের সামনের বাগানের ফুলগুলিও সুন্দর।' বান্ধবী রোশনী তখন বললো, 'কোনো ফুলই অসুন্দর নয়।' *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. পদ কাকে বলে? ১
খ. সকল শব্দকে পদ বলা যায় কি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে লিপির বক্তব্যে কোন ধরনের শব্দের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যুক্তিবাক্যের রূপান্তরের নিয়মের আলোকে শিউলী ও রোশনীর বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

যে অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে পদ (Term) বলে।

না, সকল শব্দকে পদ বলা যায় না।
আমরা জানি, যে শব্দ কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে পদ বলে। যেমন- 'ফুল হয় সুন্দর'। এ যুক্তিবাক্যে 'ফুল' ও 'সুন্দর' শব্দ দুটি যথাক্রমে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ। কিন্তু, 'হয়' উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ না হওয়ায় এটি হলো শব্দ। তাই সকল পদকে শব্দ বলা গেলেও সকল শব্দকে পদ বলা যায় না।

সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

যুক্তিবাক্যের নিয়মের আলোকে উদ্দীপকের শিউলীর বক্তব্যের রূপান্তর হবে "কলেজের সামনের বাগানের সকল ফুল হয় সুন্দর" এবং রোশনীর বক্তব্যের রূপান্তর হবে "কোনো ফুল নয় অসুন্দর।"

ভাষায় ব্যবহৃত যেকোনো বাক্যকে যুক্তিবাক্যের আকারে রূপান্তরিত করাকে যুক্তিবাক্যের রূপান্তর বলে। সাধারণত কোনো বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে হলে তাকে 'উদ্দেশ্য + সংযোজক + বিধেয়' এই আকারে সাজাতে হয়। যেমন— 'মানুষ ফেরেশতা নয়'। এর রূপান্তরিত যুক্তিবাক্য হবে— 'কোনো মানুষ নয় ফেরেশতা।' এখানে 'কোনো মানুষ' হলো উদ্দেশ্য, 'নয়' হলো সংযোজক এবং 'ফেরেশতা' হলো বিধেয়। তবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে রূপান্তরিত বাক্যের সাথে মূল বাক্যের যেন অর্থের পরিবর্তন না হয়। মূলবাক্যের গুণ ও পরিমাণ যেন রূপান্তরিত বাক্যেও অপরিবর্তিত থাকে।

উদ্দীপকে শিউলীর বক্তব্যে কলেজের সামনের বাগানের সকল ফুল সম্পর্কে সুন্দরের বিষয়টিকে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ তার বক্তব্যের রূপান্তর হবে 'কলেজের সামনের বাগানের সকল ফুল হয় সুন্দর।' এখানে, বিধেয় পদের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থকে স্বীকার করায় এটি একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। আবার, রোশনীর বক্তব্যে সকল ফুল সম্পর্কে অসুন্দরের বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ তার বক্তব্যের রূপান্তর হবে— কোনো ফুল নয় অসুন্দর। এখানে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করায় এটি একটি সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য।

সুতরাং, উদ্দীপকের শিউলী ও রোশনীর বক্তব্যের রূপান্তর করলে দেখা যায়— প্রথম জনের বক্তব্য সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য এবং দ্বিতীয় জনের বক্তব্য সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য।

প্রশ্ন ▶ ৭

চিত্র-১ চিত্র-২

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদ কী? ১

খ. শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? ২

গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ তোমার পাঠ্যপুস্তকের পদের কোন দিক নির্দেশ করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মধ্যে পারস্পরিক হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

খ শব্দ (Word) ও পদের (Term) মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যথা—

যে কোনো অর্থপূর্ণ বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে শব্দ বলে। পক্ষান্তরে, যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদ বলে।

যুক্তিবিদ্যায় শব্দ তিন প্রকার। যথা: ১. পদযোগ্য শব্দ, ২. সহ-পদযোগ্য শব্দ, এবং ৩. পদ-নিরপেক্ষ শব্দ। অপরদিকে, যুক্তিবিদ্যায় পদ দুই প্রকার। যথা— ১. উদ্দেশ্য পদ ও ২. বিধেয় পদ।

গ চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ পদের যে দিককে নির্দেশ করে তা হচ্ছে ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থ (Connotation)।

কোনো পদের সংখ্যার দিককে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। অর্থাৎ পরিমাণগত দিক থেকে একটি পদ যে সকল বস্তু বা ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হয় তাকে ব্যক্ত্যর্থ বলে। যেমন— 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল মানুষ।' অন্যদিকে, জাত্যর্থ হচ্ছে কোনো পদের গুণগত দিক। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আবশ্যিক ও সাধারণ গুণাবলিকে তার জাত্যর্থ বলে। যেমন: 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ হলো, জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি।

চিত্র-১ এ 'পেঁপে', 'মিষ্টি পেঁপে' এবং 'মিষ্টি লাল পেঁপে' দ্বারা ব্যক্ত্যর্থকে বোঝানো হয়েছে। চিত্র-২ এ মিষ্টিত্ব + পেঁপেত্ব + রং লালত্ব দ্বারা পেঁপের জাত্যর্থকে বোঝানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ককে চারভাগে প্রকাশ করা যায়। যথা—

ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। উদ্দীপকে মিষ্টি লাল পেঁপের সাথে যদি সকল পেঁপেকে যুক্ত করা হয় তবে এর ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে হয় 'সকল পেঁপে।' কিন্তু এতে করে মিষ্টি লাল পেঁপের জাত্যর্থ মিষ্টিত্ব + পেঁপেত্ব + রং লালত্ব থেকে মিষ্টিত্ব ও রং লালত্ব হ্রাস পেয়ে হয় কেবল পেঁপেত্ব।

ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। উদ্দীপকে পেঁপে শ্রেণি থেকে সকল অমিষ্টি ও অলাল পেঁপেকে বাদ দিলে এর ব্যক্ত্যর্থ কমে দাঁড়ায় মিষ্টি-লাল পেঁপে। অপরদিকে, পেঁপে শ্রেণির জাত্যর্থ বৃদ্ধি পেয়ে হয় মিষ্টিত্ব + পেঁপেত্ব + রং লালত্ব। এতে প্রমাণ হলো যে, ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে।

জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। পেঁপে পদের জাত্যর্থ হলো পেঁপেত্ব। এর সাথে মিষ্টিত্ব ও রং লালত্ব যোগ করলে জাত্যর্থ দাঁড়াবে মিষ্টিত্ব + পেঁপেত্ব + রং লালত্ব। অন্যদিকে, পেঁপে পদের ব্যক্ত্যর্থ থেকে অমিষ্টি ও অলাল পেঁপে বাদ যাওয়াতে ব্যক্ত্যর্থ কমে গিয়ে হবে মিষ্টি লাল পেঁপে।

জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে। উদ্দীপকে মিষ্টি লাল পেঁপের জাত্যর্থ থেকে মিষ্টিত্ব ও রং লালত্ব বাদ দিলে জাত্যর্থ কমে গিয়ে হয় পেঁপেত্ব। কিন্তু, জাত্যর্থ কমে যাওয়ায় ব্যক্তর্থ বৃদ্ধি পেয়ে হবে 'সকল পেঁপে' কারণ পেঁপেত্ব গুণটি সকল পেঁপেতেই বিদ্যমান।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৮

ফল	সব ফল
পেয়ারা	সব পেয়ারা
কাজি পেয়ারা	সব কাজি পেয়ারা

ছক নং-১

ফল	ফলত্ব
পেয়ারা	ফলত্ব + পেয়ারাত্ব
কাজি পেয়ারা	ফলত্ব + পেয়ারাত্ব + কাজি পেয়ারাত্ব

ছক নং-২

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. অবধারণ কী? ১

খ. সকল বাক্যকে যুক্তিবাক্য বলা যায় না কেন? ২

গ. ছকগুলোতে পদের কোন দিকের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ছকগুলোতে পদের যে দিক ফুটে উঠেছে তা কি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবধারণ হলো দুটি ধারণার মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্বীকার বা অস্বীকার করার মানসিক প্রক্রিয়া।

খ যুক্তিবাক্যের গঠন পদ্ধতি অনুসরণ না করায় সকল বাক্যকে যুক্তিবাক্য (Proposition) বলা যায় না।

একটি যুক্তিবাক্যে তিনটি উপাদান থাকে ১. উদ্দেশ্য, ২. বিধেয় ও ৩. সংযোজক। এই তিনটি উপাদান যখন একত্র হয়ে স্বীকৃতিসূচক বা অস্বীকৃতিসূচক সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তাকে যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'সকল ফুল হয় সুন্দর' এখানে 'ফুল' উদ্দেশ্য পদ, 'সুন্দর' বিধেয় পদ এবং 'হয়' সংযোজক। তাই এটি একটি যুক্তিবাক্য। সুতরাং সকল বাক্য উদ্দেশ্য + সংযোজক + বিধেয় এই আকারে গঠিত না হওয়ায় তাদেরকে যুক্তিবাক্য বলা যায় না।

গ ছকগুলোতে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থ (Connotation) দিকের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

কোনো পদের সংখ্যার দিককে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। অর্থাৎ, পরিমাণগত দিক থেকে একটি পদ যে সকল বস্তু বা ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হয় তাকে ব্যক্ত্যর্থ বলে। যেমন- 'মানুষ' পদটির ব্যক্তর্থ হচ্ছে 'সকল মানুষ' একটি পদ যে আবশ্যিক বা সাধারণগুণ বা গুণাবলি প্রকাশ করে সেই গুণ বা গুণাবলিকে উক্ত পদেয় জাত্যর্থ বলে। যেমন— মানুষ পদের জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে জাত্যর্থ হ্রাস পায়। আবার, জাত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পায়।

উদ্দীপকের ছকগুলোতে 'সব পেয়ারা' এবং 'সব কাজী পেয়ারা' বলতে 'পেয়ারা' এবং 'কাজী পেয়ারার' ব্যক্ত্যর্থকে বোঝানো হয়েছে। আবার, ফলত্ব + পেয়ারাত্ব দ্বারা 'পেয়ারা' পদের জাত্যর্থ এবং 'ফলত্ব + পেয়ারাত্ব দ্বারা 'পেয়ারা' পদের জাত্যর্থ এবং 'ফলত্ব + পেয়ারাত্ব + কাজী পেয়ারাত্ব' দ্বারা 'কাজী পেয়ারা পদের জাত্যর্থ বোঝানো হয়েছে।

ঘ উক্ত ছকগুলোতে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক ফুটেছে তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস বৃদ্ধির নিয়মটি গাণিতিক অনুপাতের বেলায় খাটে না। কারণ এ ধরনের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধি সব ক্ষেত্রে একই অনুপাতে ঘটে না। ঠিক কতটা জাত্যর্থ বাড়লে কতটা ব্যক্ত্যর্থ কমবে এ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেমন— মানুষ পদটির সাথে জ্ঞানী গুণটি যোগ করলে ব্যক্ত্যর্থ শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। কিন্তু মানুষ পদটির সাথে শ্বেতবর্ণ গুণটি যোগ করলে ব্যক্ত্যর্থ শতকরা ৯০ ভাগের বদলে মাত্র ৬০ ভাগ কমে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে কিন্তু জাত্যর্থ ঠিকই থেকে যায়। যেমন— একটি গ্রহে যদি হঠাৎ মানুষ আবিষ্কৃত হয় তবে এ যাবৎ আমরা মানুষের যে ব্যক্ত্যর্থ বা সংখ্যা জানি তা নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বেড়ে যাবে কিন্তু জাত্যর্থ বা গুণ একই থেকে যাবে।

একইভাবে কিছু ক্ষেত্রে জাত্যর্থ (গুণ) বাড়ে কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ (পরিমাণ) ঠিকই থেকে যায়। যেমন- গবেষণা দ্বারা সোনার মধ্যে অতিরিক্ত গুণ আবিষ্কৃত হলো। এখানে জাত্যর্থ বাড়ল। কিন্তু ব্যক্ত্যর্থের পরিবর্তন হলে সেই পদটি সম্পূর্ণ নতুন পদে পরিণত হয়। ফলে নিয়মটি সেখানে খাটে না, যেমন— মানুষ পদের জাত্যর্থ কমিয়ে শুধুমাত্র জীববৃত্তি করলে, জীববৃত্তি গুণ সম্পন্ন পদটি হবে জীব। ফলে মানুষ পদটির অবসান ঘটবে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকলেও এই সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে সত্য বলা যায় না। কেবলমাত্র ক্রমিকভাবে সাজানো জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্পর্কটি প্রযোজ্য হয়।

প্রশ্ন ▶ ৯

চিত্র-১:

কলেজের নাম	সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
'ক'	২০১৪	৭০০	৫০০
	২০১৫	৬৫০	৫৫০
	২০১৬	৬০০	৫৭০

চিত্র-২:

কলেজের নাম	সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
'খ'	২০১৪	৭৫০	৭০০
	২০১৫	৮২০	৬৫০
	২০১৬	৮৫০	৬০০

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদ কাকে বলে? ১

খ. সকল শব্দই কি পদ? ২

গ. উদ্দীপকে ১নং চিত্রে পদের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে ১ ও ২নং চিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ১নং চিত্রে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) এবং জাত্যর্থের (Connotation) দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।

কোনো পদের সংখ্যার দিককে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। অর্থাৎ, পরিমাণগত দিক থেকে একটি পদ যে সকল বস্তু বা ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হয় তাকে ব্যক্ত্যর্থ বলে। যেমন— সকল মানুষ। অন্যদিকে, জাত্যর্থ হচ্ছে কোনো পদের গুণগত দিক। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আবশ্যিক ও সাধারণ গুণাবলিকে তার জাত্যর্থ বলে। যেমন— মানুষ পদের জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি।

উদ্দীপকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত্যর্থকে নির্দেশ করা হয়। যেমন— ৭০০ জন, ৬৫০ জন, ৬০০ জন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বা পরিমাণকে নির্দেশ করে। আবার কৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বারা কৃতকার্যতা গুণকে বোঝানো হয় যা পরীক্ষার্থীর জাত্যর্থ। যেমন— কৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০০, ৫৫০, ৫৭০ যথাক্রমে জাত্যর্থের বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে।

ঘ সৃজনশীল ৭নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১০ সোহাগ জাকিরকে বললো, বাংলাদেশে দিন দিন বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বেকারের সংখ্যা কমাতে হলে দেশের শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। তখন জাকির সোহাগকে বললো, দেশে যতই শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে ততই বেকারত্ব হ্রাস পাবে। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; আহসান উল্লিন শাহ নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. একটি যুক্তিবাক্যের কয়টি অংশ? ১

খ. 'সকল শব্দ পদ নয়' — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে পদের কোন সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পদের যে দুই ধরনের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে তা কি একই প্রকৃতির? মন্তব্য দাও ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি যুক্তিবাক্যের (Proposition) তিনটি অংশ। যথা- উদ্দেশ্য (Subject), বিধেয় (Predicate) এবং সংযোজক (Copula)।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থের (Connotation) সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যক্ত্যর্থ ও জার্তথ্যের সম্পর্ককে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল মানুষ' এখন অন্যান্য প্রাণীকে এর সাথে যুক্ত করলে এর ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে দাঁড়াবে সকল প্রাণী। কিন্তু এতে করে মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ পড়ে সকল প্রাণীর জাত্যর্থ দাঁড়াবে শুধু জীববৃত্তিতে। কারণ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি নেই। আবার ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। মানুষ শ্রেণি থেকে অসৎ মানুষদের বাদ দিলে এর সংখ্যা বা ব্যক্ত্যর্থ কমে দাঁড়াবে সকল সৎ মানুষ। মানুষের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে আরেকটি জাত্যর্থ এসে যোগ হয়ে সকল সৎ মানুষের জাত্যর্থ হবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ জাত্যর্থ বেড়ে যাবে। এতে, প্রমাণ করা গেল যে, ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে।

মানুষ পদের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন এর সাথে সততা যোগ করলে জাত্যর্থ দাঁড়াবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। ফলে এ তিনটি জাত্যর্থধারী পদের ব্যক্ত্যর্থ হবে সকল সৎ মানুষ। আর এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে। কারণ এখানে অসৎ মানুষেরা বাদ পড়েছে। ফলে প্রমাণিত হলো যে, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে। মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিলে এর জাত্যর্থ দাঁড়াবে কেবল জীববৃত্তি। এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে গিয়ে সকল মানুষ থেকে সকল প্রাণীতে দাঁড়াবে। কারণ জীববৃত্তি নামক গুণটি সকল প্রাণীতেই বর্তমান। আর সকল প্রাণীর সংখ্যা সকল মানুষের চেয়ে বেশি। সুতরাং এতে প্রমানিত হলো যে, জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।
উদ্দীপকে শিক্ষার হার বাড়লে বেকারত্ব কমে। আবার শিক্ষার হার কমলে বেকারত্ব বাড়ে। অর্থাৎ শিক্ষার হারের সাথে বেকারত্বের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যা ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের অনুরূপ।

গ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। সংগতকারণে এই সম্পর্ক ভিন্ন প্রকৃতির।
কোনো পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের ওপর আরোপিত হয়, সে বস্তু বা বস্তুসমূহকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। আর কোনো পদ যে সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ বা গুণ সমষ্টিকে নির্দেশ করে, সেই গুণ বা গুণ সমষ্টি হলো ঐ পদের জাত্যর্থ। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি বাড়লে অন্যটি কমে, এবং একটি কমলে অন্যটি বাড়ে। নিচে এই বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখানো হলো—

পদের ব্যক্ত্যর্থ	পদ	পদের জাত্যর্থ
সকল জীব	জীব	জীববৃত্তি
সকল মানুষ	মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি
সকল সৎ মানুষ	সৎ মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা

ছক অনুসারে যদি মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থের সাথে অন্যান্য জীব যোগ হয় তাহলে ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে হয় সব জীব। কিন্তু জাত্যর্থ কমে হয় জীববৃত্তি। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। আবার যদি মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে সৎ মানুষ হয়। তাহলে জাত্যর্থ বেড়ে হয় জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে, যদি মানুষ পদের জাত্যর্থের সাথে সততা গুণটি যোগ করি তাহলে ব্যক্ত্যর্থ কমে যায়। কারণ অসৎ মানুষ বাদ পড়ে। অর্থাৎ, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার যদি মানুষ পদের জাত্যর্থ থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ দেওয়া হয় তাহলে জাত্যর্থ কমে হয় শুধু জীববৃত্তি। কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে হয় সব জীব। অর্থাৎ জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।
উদ্দীপকে দেখা যায় শিক্ষার হার বাড়লে বেকারত্ব হ্রাস পায়। আবার শিক্ষার হার হ্রাস পেলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
সুতরাং ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক একই প্রকৃতির নয় এদের সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

প্রশ্ন ▶ ১১ শামীম শাহীনকে বললো, বাংলাদেশে দিন দিন বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বেকারত্বের সংখ্যা কমাতে হলে দেশে শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। শামীমের বক্তব্য শ্রবণ করে শাহীন বললো, দেশে যতই শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে, ততই বেকারত্ব হ্রাস পাবে।
[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. যুক্তিবাক্য কাকে বলে? ১
খ. সকল শব্দই কি পদ? ২
গ. উদ্দীপকে পদের কোন সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পদের সম্পর্কের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি পদের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি মূলক সম্পর্কের বর্ণনাকে যুক্তিবাক্য বলে।

খ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ বিপ্লব স্যার ক্লাসে বললেন যে, বাজারে দ্রব্যের সরবরাহ বাড়লে দাম কমে যায়। আবার সরবরাহ কমলে দাম বাড়ে। তবে সবসময় এ নিয়ম সমানভাবে প্রযোজ্য হয় না। মাঝেমধ্যে সরবরাহ বাড়লে বা কমলেও দাম স্থিতিশীল থাকে। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. যুক্তিবাক্য কী? ১
খ. স্বকীয় নামবাচক পদগুলি কীভাবে জাত্যর্থক? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যতিক্রমের বিষয়টি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি পদের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি মূলক সম্পর্কের বর্ণনাকে যুক্তিবাক্য বলে।

খ স্বকীয় নামবাচক পদ একই সাথে সংখ্যা ও গুণ প্রকাশ করে তাই তা জাত্যর্থক।
ব্রিটিশ যুক্তিবিদ জেভন্সের মতে (William Stanley Jevons) স্বকীয় নামবাচক পদে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ই বিদ্যমান, তাই তারা জাত্যর্থক পদ। যেমন— আমরা যখন 'বাংলাদেশ' নামটি উচ্চারণ করি তখন এর ব্যক্ত্যর্থের পাশাপাশি এর অবস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি, অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, ব্যক্ত্যর্থের পাশাপাশি জাত্যর্থও ফুটে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করেই জেভন্স বলেন, স্বকীয় নামবাচক পদগুলো জাত্যর্থক।

গ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ নাহিদ ও লাবীব পার্কে বসে গল্প করছিল। পার্কের প্রায় গাছই ফুলে ফুলে ভরা। একপাশে বিশেষ ধরনের ফুল দেখে নাহিদ ভাবল, "কিছু ফুল খুবই সুন্দর।" নাহিদকে চিন্তামগ্ন দেখে লাবীব বললো, "আসলে সব ফুলই দেখতে সুন্দর।" *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. যুক্তিবাক্যে কয়টি অংশ? ১
খ. যুক্তিবাক্যে সংযোজকের ভূমিকা কী? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে লাবীবের বক্তব্যটি কোন ধরনের যুক্তিবাক্য? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নাহিদের ভাবনা এবং লাবীবের বক্তব্যের মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি যুক্তিবাক্যের তিনটি অংশ— ১. উদ্দেশ্য (Subject), ২. বিধেয় (Predicate) ৩. সংযোজক (Copula)।

খ যুক্তিবাক্যে সংযোজক বাক্যের পরিপূর্ণতা দান করে।
যুক্তিবাক্যে সংযোজকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো—
সংযোজক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সংযোগ ঘটায়। সংযোজক ব্যতীত যুক্তিবাক্য অর্থপূর্ণ হয় না। যেমন— 'মানুষ হয় মরণশীল' একটি অর্থপূর্ণ যুক্তিবাক্য।
একটি যুক্তিবাক্য সদর্থক হবে না নঞর্থক হবে, তা নির্ধারিত হয় সংযোজকের মাধ্যমে। সংযোজক 'হয়' হলে যুক্তিবাক্য সদর্থক এবং সংযোজক 'নয়' হলে যুক্তিবাক্য নঞর্থক হয়।

গ উদ্দীপকে লাবীবের বক্তব্যটি হলো সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Affirmative Proposition) বা A বাক্য।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয়কে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের বাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'সার্বিক' এবং গুণগত দিক থেকে 'সদর্থক' হয়ে থাকে। যেমন— 'সকল দার্শনিক হয় মরণশীল'। এখানে 'মরণশীল' বিধেয় পদকে 'দার্শনিক' উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই এটি একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। এরূপ বাক্যে পরিমাণসূচক শব্দ হিসেবে 'সব' বা 'সকল' এবং গুণ প্রকাশক শব্দ হিসেবে 'হয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে, লাবীবের বক্তব্যে বলা হয়েছে, আসলে সকল ফুলই দেখতে সুন্দর।' এর যৌক্তির রূপ হলো 'সকল ফুল হয় সুন্দর।' এখানে, বিধেয় 'সুন্দর' পদটিকে উদ্দেশ্য 'ফুল' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাই লাবীবের বক্তব্যটি হলো সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য।

ঘ উদ্দীপকে নাহিদের ভাবনা হচ্ছে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য এবং লাবীবের বক্তব্য সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- 'কিছু দার্শনিক হন কবি।' এখানে, বিধেয় 'কবি' পদকে উদ্দেশ্য 'দার্শনিক' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

আবার, যেসকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'সকল মানুষ হয় মরণশীল।' এখানে, বিধেয় 'মরণশীল' পদটিকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে, নাহিদের ভাবনা হলো— কিছু ফুল খুবই সুন্দর। এর যৌক্তিক রূপ হলো— 'কিছু ফুল হয় খুব সুন্দর।' যা একটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য। আবার, লাবীবের বক্তব্য হলো— আসলে সব ফুলই দেখতে সুন্দর। এর যৌক্তিক রূপ হলো 'সব ফুল হয় সুন্দর' যা একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য।

সুতরাং, নাহিদ ও লাবীবের বক্তব্য গুণগত দিক থেকে উভয়ই সদর্থক। কিন্তু, এদের পার্থক্য হলো পরিমাণের দিক থেকে। নাহিদের বক্তব্য হলো বিশেষ যুক্তিবাক্য অপরদিকে, লাবীবের বক্তব্য সার্বিক যুক্তিবাক্য।

প্রশ্ন ▶ ১৪

'ক' (i) 'খ' 'ক' (ii) 'খ' 'ক' (iii) 'খ'

'ক'-উদ্দেশ্য, 'খ'-বিধেয়,

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. নিরপেক্ষ পদ কাকে বলে? ১

খ. নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক কেন? ২

গ. চিত্র (ii)-এ কোন ধরনের বাক্যের প্রয়োগ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাপ্যতার আলোকে চিত্র (i) ও চিত্র (iii)-এর পারস্পরিক সম্পর্কের তুলনা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব পদের নিজস্ব অর্থ আছে এবং যেগুলোকে বোঝার জন্য অন্য কোনো পদের সাহায্য নিতে হয় না সেসব পদকে নিরপেক্ষ পদ (Absolute Term) বলে।

খ নামবাচক পদগুলোর কেবল ব্যক্ত্যর্থ আছে জাত্যর্থ নেই, তাই এগুলো অজাত্যর্থক পদ (Non – Connotative Term)।

যেসব পদের কেবল ব্যক্ত্যর্থ থাকে অথবা কেবল জাত্যর্থ থাকে, কিন্তু উভয়ই একসাথে থাকে না, সেসব পদকে অজাত্যর্থক পদ বলে। এরূপ পদ কেবল তার সংখ্যার দিক অথবা কেবল তার গুণের দিক প্রকাশ করে। যেমন— রনি, সুমন, কাকলি এগুলো নামবাচক পদ। এই পদগুলো কোনো গুণের নির্দেশক নয়, তাই এদের ব্যক্ত্যর্থ থাকলেও জাত্যর্থ নেই। আর জাত্যর্থ না থাকার কারণেই নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক পদ।

গ চিত্র (ii)-এ সার্বিক নঞর্থক বাক্যের (Universal Negative Proposition) প্রয়োগ ঘটেছে।

যেসব যুক্তিবাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্যের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়ে থাকে তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যগুলো পরিমাণগত দিক থেকে সার্বিক এবং গুণগত দিক থেকে নঞর্থক হয়ে থাকে। যেমন— 'কোনো মানুষ নয় নিখুঁত' এ বাক্যে বিধেয় ' নয় নিখুঁত' পদকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। সার্বিক নঞর্থক বাক্যে পরিমাণসূচক শব্দ হিসেবে 'কোনো' কথাটি ব্যবহৃত হয় এবং গুণ প্রকাশক শব্দ হিসেবে 'নয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে-সার্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং নঞর্থক বাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য হওয়ায় এই বাক্যের উভয় পদই ব্যাপ্য।

উদ্দীপকে চিত্র (ii)-এর নির্দেশিত বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য হওয়ায় এটি সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য।

ঘ চিত্র (i) সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য এবং চিত্র (iii) বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'সকল 'মানুষ হয় দ্বিপদী' এখানে 'দ্বিপদী' বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

আবার, যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'কিছু ফুল নয় লাল' এখানে 'লাল' বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্য 'ফুল' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। এখন আমরা জানি ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ এবং নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

উদ্দীপকে চিত্র (i) হলো সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য অর্থাৎ নিয়মানুসারে এর উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। অপরদিকে, চিত্র (iii) বিশেষ নঞর্থক বাক্য হওয়ায় নিয়মানুসারে এর বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

সুতারাং, ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য ও বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যের সম্পর্ক হলো উভয় বাক্যেই ব্যাপ্য পদ আছে। তবে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদ এবং বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বাবা বাজার থেকে এক ঝুড়ি আম কিনে আনলেন। ছেলে অমল বললো, বাবা আমগুলো দেখতে বেশ সুন্দর। মেয়ে অর্চনা বললো, কিন্তু কিছু কিছু আম ছোট। বাবা বললেন, তোমরা এক ধরনের গুণের কথা বলেছ, আর এক ধরনের পরিমাণের কথা বলেছ। গুণ ও পরিমাণ একত্রে বর্ণনা করোনি। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. যুক্তিবাক্য কী? ১

খ. যুক্তিবাক্য ও অবধারণের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? ২

গ. অর্চনার বক্তব্যে যুক্তিবাক্যের যে শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ হয়েছে, তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাবার বক্তব্য তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দেশ্য (Subject) এবং বিধেয় (Predicate) নামক দুটি পদের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপক কোনো সম্পর্কের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি হলো যুক্তিবাক্য।

খ যুক্তিবাক্য (Proposition) এবং অবধারণের (Judgement) মধ্যে পার্থক্য আছে।

দুটি ধারণার মধ্যকার কোনো সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি অথবা সংযোগমূলক মানসিক অবস্থা হলো অবধারণ। পক্ষান্তরে, দুটো পদের মধ্যে সম্পর্ক জ্ঞাপক ভাষায় প্রকাশিত রূপ হলো যুক্তিবাক্য। আবার, অবধারণ যুক্তির অংশ হতে পারে না। কেননা, তার অবস্থান মনে। সেটি অনুমানের বিষয় হতে পারে। কিন্তু যুক্তিবাক্য যুক্তির অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে অর্চনার বক্তব্যে পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্য দুই প্রকার— ১. সার্বিক যুক্তিবাক্য ও ২. বিশেষ যুক্তিবাক্য। যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'সকল দার্শনিক হয় বিচক্ষণ।' এখানে 'বিচক্ষণ' বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্য দার্শনিক পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। আবার, 'কোনো মানুষ নয় অমর' এখানে 'অমর' বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। অপরদিকে, যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে বিধেয়কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: 'কিছু ছাত্র হয় মেধাবী' এখানে 'মেধাবী' বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য 'ছাত্র' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। একইভাবে 'কিছু মানুষ নয় সৎ' এই যুক্তিবাক্যে 'সৎ' বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দীপকে অর্চনার বক্তব্যে বলা হয়েছে, কিছু কিছু আম ছোট। এখানে আংশিক আমের ক্ষেত্রে ছোট হওয়াকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। যা বিশেষ যুক্তিবাক্যের অনুরূপ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাবার বক্তব্যের বিষয় হলো গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিন্যাস।

গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে- যুক্তিবাক্যকে সার্বিক সদর্থক, সার্বিক নঞর্থক, বিশেষ সদর্থক ও বিশেষ নঞর্থক এই চারভাগে ভাগ করা যায়। এই চার প্রকার যুক্তিবাক্যকে যথাক্রমে A, E, I এবং O দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ (Predicate) উদ্দেশ্য পদের (Subject) সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Affirmative Proposition) বা A বাক্য বলে। যেমন- 'সকল মানুষ হয় মরণশীল।' এখানে বিধেয় পদ 'মরণশীল' কে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' এর সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Negative Proposition) বা E বাক্য বলে। যেমন- 'কোনো মানুষ নয় অমর' এখানে বিধেয় 'অমর' পদকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

আবার, যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Affirmative Preposition) বা I বাক্য বলে। যেমন- 'কিছু ফুল হয় লাল' এই যুক্তিবাক্যে 'লাল' বিধেয় পদকে 'ফুল' উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে, যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Negative Proposition) বা O বাক্য বলে। যেমন- 'কিছু মানুষ নয় সৎ' এই যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'সৎ' পদকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বাবার বক্তব্যে উল্লিখিত গুণ ও পরিমাণের একত্রে বর্ণনা উপরের গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিন্যাসের অনুরূপ।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, উপর্যুক্ত আলোচনাই হলো গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিন্যাসের বিশ্লেষিত রূপ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মা আট বছর বয়সের মেয়ে রুনাকে নিয়ে মার্কেটে গেলেন। দোকানে লাল ও অ-লাল রঙের পোশাক দেখিয়ে মা রুনাকে বললো, তোমাকে হয় লাল না হয় অ-লাল রঙের পোশাকটি নিতে হবে। মায়ের বক্তব্য শ্রবণ করে রুনা বললো, আমি লাল ও সাদা রঙের দু'টি পোশাকই নিব। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. পদ কাকে বলে? ১

খ. বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য কেন? ২

গ. উদ্দীপকে মায়ের বক্তব্যে কোন বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে রুনা ও মায়ের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাকে পদ (Term) বলে।

খ বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয় তাই এটি অব্যাপ্য।

কোনো যুক্তিবাক্যে একটি পদ তার আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে তাকে অব্যাপ্য পদ বলে। আবার, যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে। সুতরাং, আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশক পদকে যেহেতু অব্যাপ্য বলা হয়, সেহেতু বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অব্যাপ্য।

গ উদ্দীপকে মায়ের বক্তব্যে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের (Disjunctive Proposition) প্রতিফলন ঘটেছে।

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে দুই বা ততোধিক সরল যুক্তিবাক্য পরস্পর বিকল্প হিসেবে 'হয়-না হয়', 'বা', 'অথবা', 'কিংবা' ইত্যাদি জাতীয় অর্থ প্রকাশক শব্দ দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যে দুটি পৃথক বিকল্পের সম্ভাবনাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দুটি বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়। যেমন— লোকটি হয় সৎ না হয় অসৎ। এখানে লোকটি যদি সৎ হয় তবে সে অসৎ নয়। আবার যদি অসৎ হয় তবে সে সৎ নয়।

উদ্দীপকে, মা রুনাকে বলেন তার হয় লাল না হয় সাদা রঙের পোশাক নিতে হবে। এখানে দুটি বিকল্প আছে। একটি লাল রঙের পোশাক অন্যটি সাদা রঙের পোশাক। রুনা যদি লাল রঙের পোশাক নেয় তবে সাদা রঙের পোশাক নিতে পারবে না। আবার, সে যদি সাদা পোশাক নেয় তবে লাল রঙের পোশাক নিতে পারবে না। অর্থাৎ এখানে দুটি বিকল্প 'হয়-না হয়' শর্ত দ্বারা যুক্ত এবং এদের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে। তাই রুনার মায়ের বক্তব্য বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।

ঘ উদ্দীপকে রুনার বক্তব্য সংযৌগিক যুক্তিবাক্যকে এবং মায়ের বক্তব্য বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। এই দু'ধরনের বাক্যের তুলনামূলক সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হলো।

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে একাধিক বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ থাকে এবং এগুলো 'হয়-না হয়' কিংবা 'অথবা' এসব আকারে যুক্ত থাকে তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— সুমন হয় মেধাবী না হয় বোকা। আবার, যৌগিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি সরল বচন সদর্থক হলে তাকে সংযৌগিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: তাপস হয় সৎ ও বুদ্ধিমান।

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য এবং সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের সাদৃশ্য হলো এরা উভয়ই দুই বা ততোধিক সরল বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। উদ্দীপকে

মায়ের বক্তব্য 'বুনা হয় লাল না হয় সাদা পোশাক পাবে' বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যটির দুটি সরল বাক্য ১. বুনা লাল পোশাক পাবে ও ২. অথবা বুনা সাদা পোশাক পাবে এর সমন্বয়ে গঠিত। আবার, বুনার বক্তব্যের সংযৌগিক বাক্যটি 'আমি লাল ও সাদা রঙের দুটি পোশাকই নিব' দুটি সরল বাক্য- ১. আমি লাল রঙের পোশাক নিব, ২. আমি সাদা রঙের পোশাক নিব এর সমন্বয়ে গঠিত।

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য ও সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের বৈসাদৃশ্য হলো, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে দুটি বিকল্পের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়। যেমন— উদ্দীপকে মায়ের মতে, বুনা হয় লাল পোশাক পাবে নয়তো সাদা পোশাক পাবে। কিন্তু সংযৌগিক যুক্তিবাক্যে উভয় বিকল্পই একইসাথে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। যেমন— উদ্দীপকে বুনা লাল ও সাদা উভয় পোশাকই নিবে।

আবার, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে চিহ্ন হিসেবে অথবা, হয়-না হয় ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন— উদ্দীপকে বুনা লাল না হয় সাদা পোশাক পাবে। কিন্তু, সংযৌগিক যুক্তিবাক্যে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় ও, এবং ইত্যাদি। যেমন— উদ্দীপকে বুনা লাল ও সাদা উভয় পোশাকই নিবে।

সুতরাং, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য ও সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের তুলনামূলক আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি এদের মধ্যে সাদৃশ্যের ও বৈসাদৃশ্যের উভয় সম্পর্কই রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ **দৃশ্যকল্প-১ :** সকল মানুষ হয় দ্বিপদ।
কিছু ছাত্র হয় মেধাবী।
দৃশ্যকল্প-২ : কোনো ফুল নয় ফল।
কিছু ছাত্র নয় মেধাবী।

[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]

ক. যুক্তিবাক্যের অংশ কয়টি? ১
খ. কোন ধরনের বাক্যকে A যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করা হয়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ কোন নীতিতে গঠিত হয়েছে বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর পার্থক্য নির্দেশ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তিবাক্যের (Proposition) অংশ তিনটি।

খ যেসকল বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে সদর্থক সংযোজক দ্বারা সংযুক্ত করা যায় এবং যাদের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে থাকে না তাদের A বাক্য বা সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করা যায়।

এমন অনেক বাক্য আছে যেগুলোতে উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকলেও পৃথকভাবে কোনো সংযোজক থাকে না এবং পরিমাণের বিষয়টিও নির্দিষ্ট থাকে না। এক্ষেত্রে সংযোজক স্থাপনের মাধ্যমে এদের A বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন— সব মানুষ মরণশীল।

A বাক্য: সব মানুষ হয় মরণশীল। (রূপান্তরিত)

গ দৃশ্যকল্প-১ গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে গঠিত হয়েছে। এখানে, প্রথম যুক্তিবাক্যটি সার্বিক সদর্থক এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য।

যেসব বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্যের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয় সেসব বাক্যকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Affirmative Proposition) বলে। এরূপ বাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'সার্বিক' এবং গুণগত দিক থেকে 'সদর্থক' হয়ে থাকে। যেমন— ' সকল মানুষ হয় মরণশীল'— এ বাক্যে বিধেয় 'মরণশীল' উদ্দেশ্য 'মানুষ' শ্রেণির সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।

আবার, যেসব বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্যের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয় সেসব বাক্যকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Affirmative Proposition) বলে। এরূপ বাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'বিশেষ' এবং গুণগত দিক থেকে 'সদর্থক' হয়ে থাকে। যেমন— 'কিছু মানুষ হয় কবি', এ বাক্যে বিধেয় 'কবি' উদ্দেশ্য 'মানুষ' শ্রেণির আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।

উদ্দীপকে প্রথম বাক্যে 'সকল মানুষ হয় দ্বিপদ' এ 'দ্বিপদ' বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে তাই এটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। আবার, দ্বিতীয় বাক্য 'কিছু ছাত্র হয় মেধাবী' এ বাক্যে 'মেধাবী' বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য 'ছাত্র' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে তাই এটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য।

ঘ দৃশ্যকল্প-১ সদর্থক যুক্তিবাক্যকে এবং দৃশ্যকল্প-২ নঞর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। তাই এদের মূল পার্থক্য হলো গুণের দিক থেকে।

যেসকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'সকল মানুষ হয় দ্বিপদ'। আবার, যেসকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'কিছু ফুল হয় লাল'।

অপরপক্ষে, যেসকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'কোনো মানুষ নয় অমর'। আবার, যেসকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'কিছু ছাত্র নয় মেধাবী'।

উদ্দীপকে, দৃশ্যকল্প-১ এ উভয় বাক্যেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে স্বীকার করা হয়েছে তাই এরা সদর্থক। অন্যদিকে, দৃশ্যকল্প-২-এ উভয় বাক্যেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়েছে তাই এরা নঞর্থক।

সুতরাং, দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর প্রধান পার্থক্য হলো গুণের দিক থেকে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ১ম যুক্তিবাক্য ⟶ সব ফুল হয় লাল
২য় যুক্তিবাক্য ⟶ কিছু ফুল হয় লাল
৩য় যুক্তিবাক্য ⟶ কিছু ফুল নয় লাল

[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; রাজবাড়ী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৪; চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদের ব্যক্ত্যর্থ কাকে বলে? ১
খ. জাত্যর্থক পদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন যুক্তিবাক্যটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ৩টি যুক্তিবাক্যে 'লাল' পদটির ব্যাপ্যতার বিষয়টি তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি পদের সংখ্যা, ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতির দিককে ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) বলে।

খ যে পদের একই সাথে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ই আছে তাকে জাত্যর্থক পদ (Connotative Term) বলে।

জাত্যর্থক পদ দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তু একই সাথে তাদের সংখ্যা ও গুণ উভয়কেই প্রকাশ করে। যেমন- 'মানুষ' একটি জাত্যর্থক পদ। এর ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সব মানুষ' যা মানুষের সংখ্যার দিক এবং এর জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি', যা মানুষের আবশ্যিক গুণের দিক। অর্থাৎ, 'মানুষ' পদটি ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থ উভয়কেই প্রকাশ করতে পারে বলেই এটি জাত্যর্থক পদ।

গ উদ্দীপকে ১ম যুক্তিবাক্যটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। কারণ এর বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: সকল মানুষ হয় মরণশীল। এখানে বিধেয় 'মরণশীল' পদটিকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এরূপ বাক্যে পরিমাণসূচক শব্দ হিসেবে 'সব' বা 'সকল' কথাটি ব্যবহৃত হয় এবং গুণ প্রকাশক শব্দ হিসেবে 'হয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে 'সব ফুল হয় লাল' যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'লাল' পদ সম্পর্কে উদ্দেশ্য 'ফুল' পদটিকে সমগ্র ব্যক্ত্যর্থে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পরিমাণসূচক শব্দ হিসেবে 'সব' কথাটি এবং গুণ প্রকাশক শব্দ হিসেবে 'হয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ১ম যুক্তিবাক্যটি একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য।

খ উদ্দীপকে উল্লিখিত ৩টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে প্রথম দুটিতে 'লাল' পদটি অব্যাপ্য এবং তৃতীয় বাক্যে 'লাল' পদটি ব্যাপ্য।

ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে- সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য এবং নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় ব্যাপ্য হয়। কোনো যুক্তিবাক্যে একটি পদ তার সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে সেই পদটিকে বলে পূর্ণব্যাপ্য বা ব্যাপ্য পদ (Fully Distributed Term)। অপরদিকে, কোনো যুক্তিবাক্যে একটি পদ তার আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে তাকে অব্যাপ্য বা আংশিক ব্যাপ্য পদ বলে। যেমন— 'সকল মানুষ হয় মরণশীল।' এখানে 'মানুষ' পদটি সমগ্র ব্যক্ত্যর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে এবং সার্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য পদ হওয়ায় তা ব্যাপ্য। অন্যদিকে 'মরণশীল' পদটি সদর্থক বাক্যের বিধেয় হওয়ায় অব্যাপ্য।

উদ্দীপকে ১ম যুক্তিবাক্য 'সব ফুল হয় লাল' সার্বিক সদর্থক হওয়ায় এর উদ্দেশ্য ব্যাপ্য এবং বিধেয় অব্যাপ্য। অর্থাৎ ১ম যুক্তিবাক্যে 'লাল' পদটি অব্যাপ্য। ২য় যুক্তিবাক্য- 'কিছু ফুল হয় লাল' বিশেষ সদর্থক হওয়ায় এর উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্য। অর্থাৎ, ২য় যুক্তিবাক্যে 'লাল' পদটি অব্যাপ্য। ৩য় যুক্তিবাক্য- 'কিছু ফুল নয় লাল' বিশেষ নঞর্থক হওয়ায় এর উদ্দেশ্য অব্যাপ্য এবং বিধেয় ব্যাপ্য। অর্থাৎ ৩য় যুক্তিবাক্যে 'লাল' পদটি ব্যাপ্য।

সুতরাং, উদ্দীপকে প্রদত্ত তিনটি যুক্তিবাক্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে বলা যায়, ১ম ও ২য় যুক্তিবাক্যে 'লাল' পদটি অব্যাপ্য এবং ৩য় যুক্তিবাক্যে 'লাল' পদটি ব্যাপ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৯

(i)	|||||||||||||||||||||||||||	
(ii)	|||||||||||||||||||||||||||	|||||||||||||||||||||||||||
(iii)		

[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]

ক. একটি যুক্তিবাক্যের কয়টি অংশ? ১

খ. আহা, হায়! হায়!, মরি! মরি! শব্দগুলোকে পদ নিরপেক্ষ শব্দ বলা হয় কেন? ২

গ. চিত্র (i) কোন ধরনের যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র (ii) এবং চিত্র (iii) এ নির্দেশিত যুক্তিবাক্যদ্বয়ের পদের ব্যাপ্যতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি যুক্তিবাক্যের (Proposition) তিনটি অংশ থাকে। যথা- উদ্দেশ্য (Subject), বিধেয় (Predicate) এবং সংযোজক (Copula)।

খ আঃ, হায়! হায়! মরি! মরি! শব্দগুলো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তাই এদেরকে পদ নিরপেক্ষ শব্দ বলা হয়।

যেসব শব্দের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, যেগুলো এককভাবে বা অন্য কোনো পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়েও কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, সেসব শব্দকে পদ নিরপেক্ষ বা পদ-অযোগ্য শব্দ বলে। যেমন— বাহ্, আহা, মরি মরি, সাবাস, হুররে ইত্যাদি শব্দকে কোনোভাবেই উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাই এরা পদ নিরপেক্ষ শব্দ।

গ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ চিত্র (ii) সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য এবং চিত্র (iii) বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে।

যেসকল যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'কোনো মানুষ নয় নিখুঁত।' এখানে, 'নিখুঁত' বিধেয় পদটিকে 'মানুষ' উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। এ ধরনের বাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'সার্বিক' এবং গুণগত দিক থেকে 'নঞর্থক'।

আবার যে সকল যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'কিছু ফুল হয় সাদা।' এখানে, বিধেয় 'সাদা' পদটিকে উদ্দেশ্য 'ফুল' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। এ ধরনের বাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'বিশেষ' এবং গুণগত দিক থেকে 'সদর্থক।'

আমরা জানি, ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুসারে সার্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য পদ এবং নঞর্থক বাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়। উদ্দীপকে নির্দেশিত (ii) নং চিত্রের বাক্য যেহেতু সার্বিক নঞর্থক তাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য। পাশাপাশি, (ii) নং চিত্রের বাক্য বিশেষ সদর্থক হওয়ায় এর উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্য।

সুতরাং উপরের বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি, সার্বিক নঞর্থক বাক্যের উভয় পদ ব্যাপ্য এবং বিশেষ সদর্থক বাক্যের উভয় পদ অব্যাপ্য।

প্রশ্ন ▶ ২০

ক	খ	গ	ঘ

[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]

ক. পদ কী? ১

খ. 'কলম' শব্দটি কেন পদ? ২

গ. 'সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয়পদ অব্যাপ্য'— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক বেশ গভীর— আলোচনা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তাকে পদ (Term) বলে।

খ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতার জন্য 'কলম' শব্দটি পদযোগ্য শব্দ (Categorematic Word)।

যেসব শব্দ অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন— 'কলম হয় লেখার উপকরণ।' সুতরাং, 'কলম' শব্দটি যেহেতু যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তাই এটি একটি পদ।

গ 'সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য'— উদ্দীপকের উক্তিটি যথার্থ।

যে সকল যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাকে সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। সদর্থক যুক্তিবাক্য দুই প্রকার—১. সার্বিক সদর্থক এবং ২. বিশেষ সদর্থক। সকল মানুষ হয় 'মরণশীল' এটি একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। এখানে 'মরণশীল' বিধেয় পদটি কেবলমাত্র 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থের জন্য স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণীই মরণশীল। তাই 'মরণশীল' পদটি এখানে আংশিক ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করেছে। ফলে পদটি অব্যাপ্য। আবার, 'কিছু ফুল হয় সাদা' এটি একটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য। এখানে 'সাদা' বিধেয় পদটি 'ফুল' উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি, সাদা ফুল কেবলমাত্র

কিছু সংখ্যক ফুলকেই নির্দেশ করে তাই, 'সাদা' বিধেয় পদটি আংশিক ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে। আমরা জানি, যে সকল পদ আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করে তা অব্যাপ্য। তাই 'সাদা' বিধেয় পদটি অব্যাপ্য।
উদ্দীপকে 'ক' সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যকে এবং 'গ' বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। সুতরাং, উভয় সদর্থক হওয়ায় তাদের বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয়টি হলো পদের ব্যাপ্যতা। পদের ব্যাপ্যতার সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক বেশ গভীর— উক্তিটি যথার্থ।
কোনো পদ একই অর্থে যে বিশেষ বস্তু বা বস্তুসমষ্টির ওপর প্রযোজ্য হয়, সেই বস্তু বা বস্তুসমষ্টির সংখ্যা বা পরিমাণই হলো ওই পদের ব্যক্ত্যর্থ। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ হলো পদের সংখ্যা বা পরিমাণের দিক। যেমন— 'মানুষ' পদটি দ্বারা সমগ্র মানুষ শ্রেণির সংখ্যাকে বোঝায়। আবার আমরা যখন বলি 'কিছু ফুল' ফুল শ্রেণির একটি অংশকে নির্দেশ করে।
অপরদিকে, কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ তাদের ব্যক্ত্যর্থগত দিক থেকে ঐ বাক্যে যতটুকু বিস্তৃতি লাভ করে তাকেই পদের ব্যপ্তি বা ব্যাপ্যতা বলে। এক্ষেত্রে পদটি সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে তাকে পূর্ণব্যাপ্য বা ব্যাপ্য পদ বলে। যেমন— 'সকল দার্শনিক' আবার পদটি যদি আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয় তাকে আংশিক ব্যাপ্য বা অব্যাপ্য পদ বলে। যেমন— 'কিছু ফুল'। অর্থাৎ ব্যাপ্যতা হলো মূলতঃ ব্যক্ত্যর্থের পরিমাণ। ব্যক্ত্যর্থকে বাদ দিয়ে ব্যাপ্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে পদের ব্যক্ত্যর্থ নেই সেই পদ ব্যাপ্য হবে না। ব্যাপ্যতা যেহেতু ব্যক্ত্যর্থের পরিমাণের ওপর নির্ভর করেই নির্ধারিত হয়, তাই এদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।
সুতরাং, উদ্দীপকের আলোকে আমরা বলতে পারি, ব্যাপ্যতার সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক কেবল গভীর নয় বরং ব্যাপ্যতা নির্ধারণে ব্যক্ত্যর্থ অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ২১ রাকিব ক্লাসে লিখতে গিয়ে বুঝতে পারল তার কলমটি হারিয়ে গেছে। সে তার বন্ধু নাবিদের কাছ থেকে একটি কলম চেয়ে নিল। কলমটি পেয়ে রাকিব বললো, 'বা! তোর কলমটি খুব সুন্দর। আহা! আমার যদি টাকা থাকত তাহলে আমি এমন একটি কলম কিনতাম।' অতঃপর রাকিব খাতাখানি নিল এবং লিখতে শুরু করল।
[রা. বো. '১৬/। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সম্বন্ধ অনুসারে পদ কত প্রকার? ১
খ. নিরপেক্ষ পদ ও সাপেক্ষ পদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'কলম' 'কলমটি' 'বা!' 'সুন্দর' 'আহা!, 'খাতাখানি' কোন ধরনের শব্দ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শব্দগুলো অনুসরণে পদ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্বন্ধ অনুসারে পদ দুই প্রকার। যথা- ১. নিরপেক্ষ পদ (Absolute Term); ২. সাপেক্ষ পদ (Relative Term)।

খ যে পদের অর্থ বোঝার জন্য অন্য কোনো পদের সাহায্য নিতে হয় না অর্থাৎ যে পদ নিজে নিজেই তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে, তাকে নিরপেক্ষ পদ (Absolute Term) বলে। যেমন- মানুষ, গাছ, ফুল ইত্যাদি নিরপেক্ষ পদ। কারণ এদের অর্থ বুঝার জন্য অন্য কোনো পদের সাহায্য নিতে হয় না। অন্যদিকে যে পদের অর্থ বুঝতে হলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে সাপেক্ষ পদ (Relative Term) বলে। যেমন- স্বামী, শিক্ষক, প্রজা ইত্যাদি সাপেক্ষ পদ। কারণ স্বামী পদটি স্ত্রী পদের সাথে, শিক্ষক পদটি ছাত্রের সাথে, প্রজা পদটি রাজার সাথে সম্পর্কিত হয়ে অর্থপূর্ণ হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'কলম' ও 'সুন্দর' পদযোগ্য শব্দ (Categorematic Word); কলমটি, খাতাখানি, সহ-পদযোগ্য শব্দ (Syn-Categorematic Word); এছাড়াও 'বা!' ও 'আহা' পদ-অযোগ্য শব্দ (A-Categorematic Word) হিসেবে পরিগণিত।
যুক্তিবিদ্যায় শব্দকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা- পদযোগ্য শব্দ, সহ-পদযোগ্য শব্দ এবং পদ-অযোগ্য শব্দ। যে সকল শব্দ অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজেই নিজেই কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে, তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- মানুষ, কবি, ফুল ইত্যাদি। অন্যদিকে যে সকল শব্দ স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু অন্য শব্দের সাহায্যে বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয়, সে সকল শব্দকে সহ-পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- টি, টা, খানা, খানি ইত্যাদি। আবার, যে সকল শব্দ স্বাধীনভাবে অথবা অন্যের সাহায্যে, কোনো ভাবেই বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, সে সকল শব্দকে পদঅযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- বা!, আহা, হায় হায়, সাবাস ইত্যাদি।
উদ্দীপকে ব্যবহৃত 'কলম' ও 'সুন্দর' শব্দ দুটি পদযোগ্য শব্দ। কারণ অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়া শব্দ দুটি নিজে নিজেই কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। অপরদিকে 'কলমটি' 'খাতাখানি' শব্দ দুটির সাথে যুক্ত 'টি' ও 'খানি' শব্দ দুটি স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না কিন্তু কলম, এবং খাতা শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে বিধায় এগুলোকে সহ পদযোগ্য শব্দ বলা হয়। উদ্দীপকে ব্যবহৃত সর্বশেষ শব্দ 'বা!' 'আহা' পদ-অযোগ্য শব্দের উদাহরণ। কারণ স্বাধীনভাবে অথবা অন্যের সাহায্যে কোনো ভাবেই এরা বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না।

ঘ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ 'মানুষ' পদের অর্থকে দু'ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন— সংখ্যাগত ও গুণগত। সংখ্যার দিক থেকে বলা যায়-সকল মানুষ আর গুণের দিক থেকে-বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'হায়! হায়!!' কী ধরনের শব্দ? ১
খ. 'বিপরীত' পদ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদের দু'টি দিকের সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদের দু'টি দিকের সম্পর্কের নিয়মটি সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হয় না— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হায়! হায়!! পদ-অযোগ্য শব্দ বা পদ-নিরপেক্ষ শব্দ (A-Categorematic Word)।

খ দুটি পদ যদি পরস্পর বিরোধী হয় অথচ তারা যদি একত্রে একটি পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থকে (Denotation) প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে বিপরীত পদ (Contrary Term) বলে।
বিপরীত পদ দুটি উভয়ই সদর্থক। কিন্তু দুটি পদ একই সাথে কোনো বস্তুর বেলায় সত্য হতে পারে না। যেমন— সাদা ও কালো পদ দুটি পরস্পর বিপরীত পদ। যাকে আমরা সাদা বলি তাকে কালো বলতে পারি না।

গ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাদল মতিনকে বললো, 'বাংলাদেশে দিন দিন বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বেকারত্বের সংখ্যা কমাতে হলে দেশের শিক্ষার হার বাড়াতে হবে।' তখন মতিন বাদলকে বললো, 'দেশে যতই শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে ততই বেকারত্ব হ্রাস পাবে।'
[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২; সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর। প্রশ্ন নং ২]

ক. পদের উৎপত্তিগত অর্থ কী? ১
খ. 'ফুল হয় সুন্দর' বাক্যটি যুক্তিবাক্য কেন? ২
গ. উদ্দীপকে পদের কোন সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পদের যে সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে তা কী একই প্রকৃতির বলে মনে করো? মন্তব্য দাও। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদের (Term) উৎপত্তিগত অর্থ হলো প্রান্ত বা সীমা।

খ 'ফুল হয় সুন্দর' উদ্দেশ্য (Subject), বিধেয় (Predicate) ও সংযোজক (Copula) এই তিনটি অংশে প্রকাশিত হওয়ায় বাক্যটি যুক্তিবাক্য (Proposition)।

দুটি পদের মধ্যে কোনো সম্পর্কের বর্ণনাকে যুক্তিবাক্য বলে। যেমন, 'ফুল হয় সুন্দর।' এই বাক্যটিতে ফুল ও সুন্দরের মধ্যে একটি সম্পর্ককে স্বীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তিবাক্যে সব সময় উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মাঝখানে সংযোজক ব্যবহৃত হয়। ফুল হয় সুন্দর— বাক্যটিতে ফুল হলো উদ্দেশ্য; সুন্দর হলো বিধেয় এবং হয় হলো সংযোজক। এই বিশেষ আকারের জন্য 'ফুল হয় সুন্দর' বাক্যটি যুক্তিবাক্য বলে গণ্য।

গ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪

চিত্র-১ চিত্র-২

[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. Terminus শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'এবং', 'অথবা' শব্দগুলোকে সহপদযোগ্য শব্দ বলা হয় কেন? ২

গ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ যে বিষয় দুটিকে ইঙ্গিত করেছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা ত্রুটিমুক্ত পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Terminus শব্দের অর্থ শেষ বা প্রান্ত।

খ 'এবং', 'অথবা' শব্দগুলো অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না বলে শব্দগুলোকে সহ-পদযোগ্য শব্দ (Syn-Categorematic Word) বলা হয়।

যে শব্দ নিজে নিজে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না কিন্তু অন্য পদযোগ্য শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে পদ গঠন করতে পারে তাকে সহ-পদযোগ্য শব্দ বলে। সহপদযোগ্য শব্দগুলো নিজেরা পদ নয় কিন্তু তারা পদের অংশ বিশেষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- রাসেল অথবা রবীন্দ্রনাথ হন যুক্তিবিদ।

গ চিত্র-১ এবং চিত্র-২ যে বিষয় দুটিকে ইঙ্গিত করেছে তা হচ্ছে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থ (Connotation)।

কোনো পদের সংখ্যার দিককে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। অর্থাৎ, পরিমাণগত দিক থেকে একটি পদ যে সকল বস্তু বা ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হয় তাকে ব্যক্ত্যর্থ বলে। যেমন: মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল মানুষ'। অন্যদিকে, জাত্যর্থ হচ্ছে কোন পদের গুণগত দিক। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আবশ্যিক ও সাধারণ গুণাবলিকে তার জাত্যর্থ বলে। যেমন: মানুষ পদের জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে জাত্যর্থ হ্রাস পায়। আবার, জাত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পায়।

চিত্র-১ ও ২-এর 'জীব' পদ এর ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল জীব।' যার জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি। আবার, মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে সকল মানুষ। যার ব্যক্ত্যর্থ জীবের তুলনায় কম। কিন্তু এর জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। যা জীবের জাত্যর্থ থেকে বেশি। এরপর আসে 'ছাত্র' পদটির ব্যক্ত্যর্থ মানুষের ব্যক্ত্যর্থের থেকেও কম। কিন্তু তার জাত্যর্থ হলো— জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ছাত্রত্ব। যা মানুষের জাত্যর্থ থেকে বেশি। এভাবে চিত্র -১ ও চিত্র-২-এ 'জীব' 'মানুষ' ও 'ছাত্র' পদের যে সংখ্যার দিককে নির্দেশ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পদ তিনটির ব্যক্ত্যর্থ এবং পৃথকভাবে তাদের যে গুণগুলোর প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে পদগুলোর জাত্যর্থ।

ঘ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫

(ক) *(i)* (খ) (ক) *(iii)* (খ) (ক) *(ii)* (খ)

ক— উদ্দেশ্য
খ— বিধেয়

[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]

ক. যুক্তিবাক্য কাকে বলে? ১

খ. 'পিতা' পদটি সাপেক্ষ পদ কেন? ২

গ. চিত্র (i) যে যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে চিত্র (ii) এবং চিত্র (iii) এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটো পদের মধ্যে সদর্থক বা নঞর্থক যে কোনো প্রকার সম্পর্কের প্রকাশকে যুক্তিবাক্য বলে।

খ 'পিতা' পদটি 'পুত্র' পদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এরা পরস্পর সাপেক্ষ পদ।

যে পদ অন্য কোনো পদের সাহায্য ছাড়া সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করতে পারে না তাকে সাপেক্ষ পদ বলে। যেমন- 'পিতা' একটি সাপেক্ষ পদ। কারণ পিতা পদটির অর্থ বোঝানোর জন্য পুত্র পদটিকে উপস্থিত করতে হয়। মূলত পুত্র না থাকলে কেউ পিতা হতে পারে না।

গ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ পাঠ্যবইয়ের আলোকে চিত্র (ii) বিশেষ নঞর্থক এবং চিত্র (iii) সার্বিক নঞর্থক বাক্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

চিত্র (ii) বিশেষ নঞর্থক বা 'O' যুক্তিবাক্য এবং চিত্র (iii) সার্বিক নঞর্থক বা 'E' যুক্তিবাক্য।

O যুক্তিবাক্য বা বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য হলো যে যুক্তিবাক্যে বিধেয়কে উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে অস্বীকার করা হয়। অন্যদিকে, যে যুক্তিবাক্যে বিধেয়কে সমগ্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। 'O' যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য কিন্তু 'E' যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। 'O' যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য। অন্যদিকে 'E' যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য। 'O' যুক্তিবাক্য পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে না। অপরদিকে E যুক্তিবাক্য পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে। সার্বিক নঞর্থক বা (E) যুক্তিবাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'সার্বিক' এবং গুণগত দিক থেকে 'নঞর্থক' হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা 'O' যুক্তিবাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'বিশেষ' এবং গুণগত দিক থেকে 'নঞর্থক' হয়ে থাকে। 'কোন মানুষ নয় অমর'- 'E' যুক্তিবাক্যের উদাহরণ। অন্যদিকে 'কিছু ফল নয় মিষ্টি'- 'O' যুক্তিবাক্যের উদাহরণ।

পরিশেষে বলা যায়, E ও O যুক্তিবাক্যের মধ্যকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ থাকলেও উভয় বাক্যই যুক্তিবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। চিত্র— ii ও iii-এ O ও E যুক্তিবাক্যের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। যা যুক্তিবিদ্যায় সঠিক যুক্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আলিফ ও আকিব দুই ভাই ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে। আলিফ ICC-এর সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলো ভ্রমণ করে বললো, কিছু দেশের ক্রিকেট অবকাঠামো সুন্দর নয়। অন্যদিকে, আকিব বললো ICC-এর প্রতিটি ধনী দেশের অবকাঠামো হয় সুন্দর। আলিফ ও আলিফের এক বন্ধু জিসান বললো ICC-এর সহযোগী সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপীয় সকল দেশগুলোর অবকাঠামো হয় সুন্দর। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. যুক্তিবাক্য কী? ১

খ. কোন ধরনের যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আকিবের উক্তিটি কোন ধরনের যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলিফ ও জিসানের উক্তি দুটির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তিবাক্য হচ্ছে দুটি পদের মধ্যকার সম্পর্কের বর্ণনা।

খ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়।

পদের ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি ব্যাপ্য হয়। অর্থাৎ গুণের দিক থেকে নঞর্থক যুক্তিবাক্যটি তার বিধেয় পদকে ব্যাপ্য করে। E ও O যুক্তিবাক্য নঞর্থক যুক্তিবাক্য হওয়াই এদের বিধেয় পদ ব্যাপ্য। যেমন- কোনো মানুষ নয় অমর। এটি একটি নঞর্থক যুক্তিবাক্য। তাই এই বাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

গ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে আলিফের উক্তিটিকে O-যুক্তিবাক্য এবং জিসানের উক্তিটিকে A-যুক্তিবাক্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

A-যুক্তিবাক্য একটি সার্বিক এবং সদর্থক যুক্তিবাক্য। যার বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থকে স্বীকার করে। অন্যদিকে O-যুক্তিবাক্য একটি বিশেষ এবং নঞর্থক যুক্তিবাক্য। যার বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে অস্বীকার করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত জিসানের উক্তিটি একটি সার্বিক বাক্য। জিসান এখানে ICC এর সহযোগী সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপীয় সকল দেশের অবকাঠামো সম্পর্কে বলেছে এবং বিধেয়তে সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। যার কারণে এটা একটা সার্বিক এবং সেই সাথে সর্দথক যুক্তিবাক্য। অন্যদিকে আলিফ বলে, ICC- এর কিছু দেশের ক্রিকেট অবকাঠামো নয় সুন্দর। এটি একটি বিশেষ যুক্তিবাক্য এবং এর বিধেয় পদ 'সুন্দর' উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে অস্বীকার করেছে। তাই এটি একটি বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য। জিসানের উক্তিটিতে উদ্দেশ্য 'ICC-এর সহযোগী সকল ইউরোপীয় দেশ' তার সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আলিফের বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে A-যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় পদ অব্যাপ্য। কিন্তু O-যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য হলেও বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

A-যুক্তিবাক্য এবং O-যুক্তিবাক্য দুটি ভিন্ন ধরনের যুক্তিবাক্য। যেখানে A- যুক্তিবাক্য একটি সার্বিক এবং সদর্থক যুক্তিবাক্য। অন্যদিকে O-যুক্তিবাক্য ঠিক তার বিপরীত ভাবে একটি বিশেষ ও নঞর্থক যুক্তিবাক্য। উদ্দীপকে আলিফ ICC এর কিছু দেশের অবকাঠামোর সৌন্দর্য সম্পর্কে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অন্যদিকে জিসান ICC এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপীয় সকল দেশগুলোর অবকাঠামোর সৌন্দর্য সম্পর্কে স্বীকৃতি জানিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ আজকের ক্লাসে এসে প্রশিক্ষক বললেন, মধ্যাহ্নভোজের পর আপনারা হয় চা অথবা কফি পাবেন। একথা শুনে একজন প্রশিক্ষণার্থী বললেন— আমি চা এবং কফি দুটোই পান করব। প্রশিক্ষক হেসে বললেন- আপনারা যে কোনো একটি পাবেন। *[ঢা. বো., কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩; ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নং ২; সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. একটি যুক্তিবাক্যের কয়টি অংশ থাকে? ১

খ. কোন ধরনের বাক্যকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে প্রশিক্ষকের প্রথম বক্তব্যে কোন প্রকারের যুক্তিবাক্যের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি যুক্তিবাক্যের ৩টি অংশ থাকে।

খ যে বাক্যে শর্ত ও বক্তব্য থাকে তাকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে।

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে 'যদি-তাহলে' বা অনুরূপ অর্থ প্রকাশক কোনো যোজক দ্বারা শর্ত উল্লেখ করা হয় তাকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন, যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে মাঠ ভিজবে। এখানে যদি বৃষ্টি হয় দ্বারা শর্ত আর তাহলে মাঠ ভিজবে দ্বারা বক্তব্য প্রকাশ পায় বলে এটি একটি প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য।

গ সৃজনশীল ১৬নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৬নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮

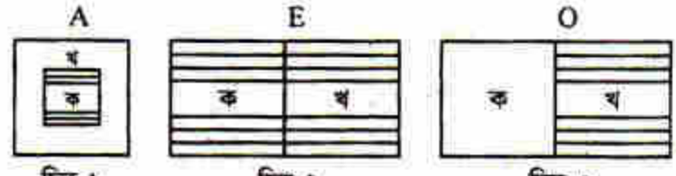

চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

এখানে ক = উদ্দেশ্য

খ = বিধেয়

[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদ কাকে বলে? ১

খ. একটি যুক্তিবাক্যে দুইটি পদ প্রয়োজন কেন? ২

গ. ১নং চিত্রটি কোন যুক্তিবাক্য নির্দেশ করে — ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ২ ও ৩নং চিত্র দুটির পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাকে পদ (Term) বলে।

খ কোনো যুক্তিবাক্যের প্রধান শর্ত দুটি পদ ও সংযোজক হওয়ার কারণে যুক্তিবাক্যে দুইটি পদ আবশ্যক।

কোনো বাক্যকে যুক্তিবাক্য হতে হলে তার উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ অপরিহার্য। দুটি পদের কোনো একটির অভাব হলে তা বাক্য হতে পারে, কিন্তু যুক্তিবাক্য হতে পারে না। যেমন— গোলাপ ফুল হয় সুন্দর। এখানে যুক্তিবাক্যের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য উদ্দেশ্য 'গোলাপ ফুল' এবং বিধেয় 'সুন্দর' অপরিহার্য। তাই যুক্তিবাক্যের অবশ্যই দুটি পদ থাকা আবশ্যক।

গ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের ২নং চিত্র E-যুক্তিবাক্যকে এবং ৩নং চিত্র O-যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। E- যুক্তিবাক্য ও O যুক্তিবাক্যে উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, E- যুক্তিবাক্যর উদ্দেশ্য পদটির পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করায় একে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে। অন্যদিকে, একে O-যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটির আংশিক ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করায় তা বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে। দ্বিতীয়ত, E এবং O উভয়ই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ বিধেয় পদ সম্পর্কে অস্বীকার করায় এই দুটি যুক্তিবাক্যকে নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। তৃতীয়ত, E-যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য। কিন্তু O যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

চিত্র- ২ ও ৩ এ 'ক' হলো উদ্দেশ্য পদ এবং 'খ' হলো বিধেয় পদ। তাই ২নং চিত্রে 'ক' ও 'খ' পদ উভয়ই পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করায় উভয়ই ব্যাপ্যতাকে নির্দেশ করেছে। আবার ৩নং চিত্রে 'ক' এর ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ না করায় অব্যাপ্য এবং খ- এর ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করায় ব্যাপ্য হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

তাই উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ২নং চিত্রে E যুক্তিবাক্য তথা সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য এবং ৩নং চিত্রে O যুক্তিবাক্য তথা বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯

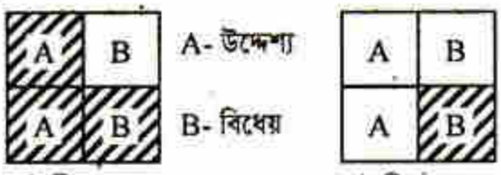

উদ্দীপক-১ উদ্দীপক-২

[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদ কী? ১

খ. পদে জাত্যর্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক-১ কোন যুক্তিবাক্য নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাপ্যতার আলোকে উদ্দীপক-১ ও উদ্দীপক-২ এর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ হলো একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ সমষ্টি।

খ পদের মৌলিক গুণ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে জাত্যর্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

জাত্যর্থ হলো কোনো পদের মৌলিক, অপরিহার্য বা অনিবার্য গুণ। যে মৌলিক ও সাধারণ গুণ ছাড়া ঐ পদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেমন- 'ত্রিভুজ' পদের জাত্যর্থ বা মৌলিক গুণ হলো 'তিনটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র'। এই গুণ ছাড়া ত্রিভুজ অঙ্কন করা যায় না।

গ উদ্দীপক-১ A ও E যুক্তিবাক্য নির্দেশ করছে।

যুক্তিবিদ্যায় গুণ ও পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে A ও E- যুক্তিবাক্য অন্যতম। ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী A- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য, কিন্তু বিধেয় পদ অব্যাপ্য। কারণ A- যুক্তিবাক্য সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য হয় ও বিধেয় পদটি অব্যাপ্য হয়। অন্যদিকে E- যুক্তিবাক্য সার্বিক নঞর্থক হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ ব্যাপ্য হয়।

উদ্দীপক-১ এ দুটি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি দৃষ্টান্ত দুটি বক্স দ্বারা পৃথক। দৃষ্টান্তে উল্লেখ করা হয়েছে A = উদ্দেশ্য এবং B = বিধেয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর অবস্থানের প্রেক্ষপটে ১ম দৃষ্টান্তে A হলো ব্যাপ্য ও B হলো অব্যাপ্য। অন্যদিকে একই মানদন্ডে ২য় দৃষ্টান্তে A ও B উভয় ব্যাপ্য। অর্থাৎ উদ্দীপকে-১ এ একটি হলো A- যুক্তিবাক্য, অন্যটি হলো E- যুক্তিবাক্য।

ঘ উদ্দীপক-১ এ বর্ণিত সর্বিক যুক্তিবাক্য অর্থাৎ A ও E যুক্তিবাক্য এবং উদ্দীপক-২ এ বিশেষ যুক্তিবাক্য অর্থাৎ I ও O যুক্তিবাক্যের নির্দেশ রয়েছে। ব্যাপ্যতার মানদন্ডে উদ্দীপক-১ এর সাদা অংশ 'B' অব্যাপ্য হলেও কালো অংশ A ও B হলো ব্যাপ্য। আবার উদ্দীপক-২ এর কালো অংশ B ব্যাপ্য হলেও সাদা অংশগুলো অব্যাপ্য।

যুক্তিবাক্যগুলো সদর্থক ও নঞর্থক গুণ বিশিষ্ট। উভয় উদ্দীপকে ব্যবহৃত যুক্তিবাক্যের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রকারভেদের রূপান্তর মাত্র। বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্দীপক-১ সার্বিক যুক্তিবাক্যের পদের ব্যাপ্যতার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু উদ্দীপক-২ বিশেষ যুক্তিবাক্যের পদের ব্যাপ্যতার সাথে সম্পর্কিত। উদ্দীপক-১ এ ব্যবহৃত সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য হিসেবে A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। কিন্তু উদ্দীপক-২ এ ব্যবহৃত বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য হিসেবে I যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য। সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য হিসেবে উদ্দীপক-১ এ ব্যবহৃত E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ ব্যাপ্য। কিন্তু বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য হিসেবে O যুক্তিবাক্যের শুধু বিধেয় পদ ব্যাপ্য। উদ্দীপক-১ এ দেখা যায় চারটি বর্গের মধ্যে একটি বর্গ সাদা আর অন্য তিনটি কালো রেখা দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, A যুক্তিবাক্য সার্বিক যুক্তিবাক্য হওয়ায় এর উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হয়েছে কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্য হওয়ায় বিধেয় পদ অব্যাপ্য। তাই উদ্দীপক-১ এ ব্যবহৃত বর্গ (B) সাদা দেখা যায়। নঞর্থক যুক্তিবাক্য হিসেবে E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়েছে। যা উদ্দীপকে অন্য দুটি বর্গকে কালো রেখা দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অন্যদিকে, উদ্দীপক-২ এ ব্যবহৃত চারটি বর্গের মধ্যে মাত্র একটি বর্গ কালো রেখা দ্বারা পূর্ণ কিন্তু অন্য দিকটি সাদা। যার প্রথম দুটি বর্গ I- যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ I- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ অব্যাপ্য। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্গ দুটি O যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করেছে যার উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য। তাই তৃতীয় বর্গটি সাদা। কিন্তু বিধেয় পদটি ব্যাপ্য। যা চতুর্থ বর্গে কালো রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় পদের ব্যাপ্যতা ও অব্যাপ্যতা দুটি নিয়মের সাথে সম্পর্কিত। এ দুটি নিয়ম যথাযথভাবে উদ্দীপক ১ ও ২ এ অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ রাজন বললো, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা যেমন কমে আবার দ্রব্যমূল্য কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফয়েজ বললো, যুক্তিবিদ্যার স্যারও যুক্তির উপাদান অধ্যায়ে এরূপ একটি বিষয় আলোচনা করেছেন। *[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সরল পদ কাকে বলে? ১

খ. বস্তুবাচক ও গুণবাচক পদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ফয়েজের বক্তব্যে যুক্তির উপাদান অধ্যায়ের যে বিষয়ের ইঙ্গিত আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাজনের বক্তব্যে যে বিষয়গুলোর ইঙ্গিত আছে তাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ মাত্র একটি শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে সরল পদ বলে।

খ যে পদ দ্বারা কোন অস্তিত্বশীল বস্তুকে নির্দেশ করা হয় তাকে বস্তুবাচক পদ বলে। পক্ষান্তরে যে পদ দ্বারা কোন গুণকে নির্দেশ করা হয় তাকে গুণবাচক পদ বলে।

বস্তুবাচক পদ হল একটি নাম যা একটি বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন: মানুষ, গরু, বই, খাতা ইত্যাদি পদগুলো বস্তুবাচক পদ। অন্যদিকে গুণবাচক পদ হল একটি নাম যা একটি বস্তুর কোনো গুণের নির্দেশ প্রদানে ব্যবহৃত হয়। যেমন- সততা, সাদাত্ব, মিষ্টত্ব ইত্যাদি পদগুলো গুণবাচক পদ।

গ উদ্দীপকে ফয়েজের বক্তব্যে যুক্তির উপাদান অধ্যায়ের পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং পদের জাত্যর্থের বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে।

কোন পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তু সমূহের উপর আরোপিত হয় সে বস্তু বা বস্তুসমূহকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। ব্যক্ত্যর্থ হলো পদের সংখ্যার দিক। যেমন- 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেই সমস্ত জীব যারা মানুষ নামে পরিচিত। আবার যে পদ সাধারণ বা আবশ্যিক গুণ বা গুণ সমষ্টিকে নির্দেশ করে সেই গুণ বা গুণ সমষ্টিকে পদের জাত্যর্থ বলে। যেমন- 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ হচ্ছে- জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে সব সময় বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে। কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। আবার ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকে ফয়েজের বক্তব্যে পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের মধ্যকার সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার বিপরীতধর্মী সম্পর্ক উল্লেখ করে। এই সম্পর্কের সাথে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ রাজনের বক্তব্যে পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং পদের জাত্যর্থের মধ্যকার সম্পর্কের আলোকপাত করা হয়েছে।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এদের একটি বাড়লে অপরটি কমে এবং একটি কমলে অপরটি বাড়ে। যেমন- জীব পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল জীব'। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ 'সকল মানুষ' আর সভ্য মানুষের ব্যক্ত্যর্থ সকল 'সভ্য মানুষ'। সুতরাং জীব-মানুষ-সভ্যমানুষ এর মধ্যে জীবের ব্যক্ত্যর্থ বেশি। আবার জীবের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি'। মানুষের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'; সভ্য মানুষের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'সভ্যতা'। সুতরাং এখানে সভ্য মানুষের জাত্যর্থ বেশি।

রাজন দ্রব্যমূল্য এবং দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্কে বলে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা যেমন কমে আবার দ্রব্যমূল্য কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তদ্রূপ যুক্তিবিদ্যায় যুক্তির উপাদান অধ্যায়ে দ্রব্যমূল্য এবং দ্রব্যের চাহিদার ন্যায় পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ পদের ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে জাত্যর্থ কমে আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতমুখী সম্পর্কের নির্দেশ করে। যে পদের ব্যক্ত্যর্থ বেশি তার জাত্যর্থ কম এবং যে পদের জাত্যর্থ বেশি তার ব্যক্ত্যর্থ কম। জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে আবার ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে যাবে। সুতরাং রাজনের কথায় পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যকার সম্পর্কের যথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ নিশানের ভাই নিশাত একটি দুর্ঘটনার কারণে কথা বলতে পারত না। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসার পর সে আবার কথা বলতে পারে। সেই আনন্দের খবর জানাতে নিশান পবনের বাড়ীতে গেল। পবন পড়া লেখা করছিল। নিশানের মুখে এই খুশীর সংবাদ; শুনে সে বলল, আজ আর আমি পড়ব না ও চল আমরা শব্দের খেলা খেলি। তখন পবন শব্দ বলা শুরু করে— টেবিল, পাখি, মাছ, থলা ইত্যাদি। পবনকে থামিয়ে নিশান জোড়া-জোড়া শব্দ বলল, মাতা-পিতা, গুরু-শিষ্য, ধনী-গরিব ইত্যাদি। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. পদের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সকল ক্ষেত্রে কি পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নিশাতের চিকিৎসার ধরনে বস্তু ও গুণের অস্তিত্বের ভিত্তিতে কোন পদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পবন ও নিশানের উল্লিখিত শব্দগুলো যে দুই শ্রেণীর পদ নির্দেশ করে তাদের আন্ত-সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাকে পদ Term) বলে।

খ না, সকল ক্ষেত্রেই পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে না।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস বৃদ্ধি সকল ক্ষেত্রে ঠিক থাকে না। যে সব ক্ষেত্রে কোনো পদকে জাতি-উপজাতি, শ্রেণি-উপশ্রেণি আকারে ক্রমিক ভাবে সাজানো যায় না, সে ক্ষেত্রে এ নিয়ম কার্যকর হয় না। কিছু পদের ব্যক্ত্যর্থ সুনির্দিষ্ট থাকে। তাদের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম কার্যকর নয়। তাই কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লেই যে জাত্যর্থ কমে যাবে এমনটি অপরিহার্য নয়।

গ উদ্দীপকে নিশাতের চিকিৎসার ধরনে বস্তু ও গুণের অস্তিত্বের ভিত্তিতে সদর্থক এবং ব্যাহতার্থক পদকে নির্দেশ করে।

যেসব পদ দ্বারা কোনো বস্তু বা গুণের উপস্থিতিকে বোঝায় সেসব পদকে সদর্থক পদ বলে। যেমন: সৎ, জ্ঞানী ইত্যাদি আবার যেসব পদ দ্বারা কোনো বস্তুতে কোনো গুণের বর্তমান অনুপস্থিতি বোঝায় অথচ বস্তুটি স্বাভাবিক ভাবে ওই গুণের অধিকারী হতে পারে সেসব পদকে ব্যাহতার্থক পদ বলে। যেমন: অন্ধ, কালা, বোবা, অচেতন ইত্যাদি।

উদ্দীপকে নিশাত চিকিৎসার মাধ্যমে কথা বলার শক্তি ফিরে পায়। চিকিৎসার মাধ্যমে তার এই শক্তি ফিরে পাওয়া বা এই শক্তির উপস্থিতি হলো সদর্থক পদ। অপরদিকে কথা বলার ক্ষমতা তার মধ্যে বর্তমান থাকার কথা ছিল কিন্তু, দুর্ঘটনার কারণে ক্ষমতার অনুপস্থিতি ব্যাহতার্থকে নির্দেশ করে।

ঘ পবনের উল্লেখিত শব্দগুলো নিরপেক্ষ পদ এবং নিশানের উল্লেখিত শব্দগুলো সাপেক্ষ পদ।

যেসব পদের নিজস্ব অর্থ আছে এবং যেগুলোকে বোঝার জন্য অন্য কোনো পদের সাহায্য নিতে হয় না সেসব পদকে নিরপেক্ষ পদ বলে। যেসব পদের স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো অর্থ নেই এবং যেসব পদের অর্থ বোঝার জন্য অন্য কোনো পদের সাহায্য নিতে হয় সেসব পদকে সাপেক্ষ পদ বলে।

উদ্দীপকে পবনের উচ্চারিত পদগুলো টেবিল, পাখি, মাছ, থালা ইত্যাদি। এগুলোর নিজস্ব অর্থ আছে এবং এগুলোর অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অন্যদিকে নিশানের উল্লেখিত পদগুলো মাতা-পিতা, গুরু শিষ্য ধনী-গরিব ইত্যাদি। এগুলো ভিন্ন অর্থবোধক সাপেক্ষ শব্দ। এক্ষেত্রে প্রতিটি জোড়ার মূল পদ ও তার পরিপূরক পদ পরস্পর ভিন্ন অর্থবোধক এবং এরা ভিন্ন দুটি জিনিসকে নির্দেশ করে।

নিরপেক্ষ পদ ও সাপেক্ষ পদ সংজ্ঞাগত দিক থেকে আলাদা হলেও তাদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক রয়েছে। উভয় ধরনের পদই স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিক থেকে কিছু শব্দকে আলাদা করেছে মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ৩২ তন্দ্রা একটি বাগান দেখে এসে তামান্নাকে দেখিয়ে বলল, এই বাগানের সকল গাছ গোলাপ ফুলের। উত্তরে তামান্না বলল, যদি বাগানটিতে সাথে ডালিয়া ফুলের গাছ থাকত তাহলে সুন্দর দেখাত। তখন তন্দ্রার ছোট ভাই এসে বলল, আমাদের বাড়ীর বাগানটিতে আমি রজনীগন্ধা ও গোলাপ ফুলের গাছ রোপণ করব। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সংযোজক কাকে বলে? ১

খ. বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরের সময় কোন দুটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তন্দ্রার ভাইয়ের বক্তব্য কোন ধরনের যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তন্দ্রা ও তামান্নার বক্তব্যে উল্লেখিত যুক্তিবাক্য দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মাঝখানে বসে যে শব্দ বাক্যের সদর্থক বা নঞর্থক গুণ প্রকাশ করে তাকে সংযোজক বলে।

খ ভাষায় প্রকাশিত যে কোনো বাক্যকে যুক্তিবাক্যের আকারে রূপান্তর করাকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর বলে।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরের সময় দুটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে। প্রথমত, যুক্তিবাক্যে রূপান্তরের পর যেন তার অর্থের কোনো পরিবর্তন না হয়। এবং দ্বিতীয়ত, সদর্থক বা নঞর্থক গুণ আরোপের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মাঝখানে সংযোজক বসাতে হবে। অর্থাৎ যৌক্তিক আকারের জন্য উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয় আকারে সাজাতে হবে।

গ তন্দ্রার ভাইয়ের বক্তব্য সংযোজক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে।

যে যৌগিক যুক্তিবাক্য একাধিক সদর্থক সরল যুক্তিবাক্য দিয়ে গঠিত হয় তাকে সংযোজক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- সকল শিশুই নিষ্পাপ ও সুন্দর এ যুক্তিবাক্যটি বিশ্লেষণ করলে দুটি সদর্থক সরল যুক্তিবাক্য পাওয়া যায়। উদ্দীপকের তন্দ্রার ভাইয়ের বক্তব্যটি হলো- বাগানটিতে আমি রজনীগন্ধা ও গোলাপ ফুলের গাছ রোপণ করব। বাক্যটি একটি সংযোজক যুক্তিবাক্য। এখানে দুটি সদর্থক সরল বাক্য রয়েছে। একটি হলো- বাগানটিতে রজনীগন্ধা ফুলের গাছ রোপণ করব এবং অন্যটি বাগানটি গোলাপ ফুলের গাছ রোপণ করব। সুতরাং তন্দ্রার ভাইয়ের বক্তব্যটি সংযোজক যুক্তিবাক্য।

খ উদ্দীপকে তন্দ্রার বক্তব্যটি একটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য এবং তামান্নার বক্তব্যটি প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে।

যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক কোনো প্রকার শর্তের উপর নির্ভরশীল নয় তাকে নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। এসব বাক্যের বিধেয় শর্তহীনভাবে উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়। যেসব সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে কোনো শর্ত অস্বীকৃত হয়, সেসব সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। এ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক অন্য শর্তের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যসমূহ যদি.....তাহলে দ্বারা নির্দেশিত হয়।

উদ্দীপকে তন্দ্রার বক্তব্যটি হলো এই বাগানের সকল গাছ গোলাপ ফুলের। এই বাক্যের মধ্যে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। তামান্নার বক্তব্যটি হলো- যদি বাগানটিতে ডালিয়া ফুলের গাছ থাকত তাহলে সুন্দর দেখাতো। এখানে শর্তের অবতারণা করা হয়েছে। এটি একটি প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য।

পরিশেষে বলা যায়, পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ ও প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য আলাদা হলেও তারা উভয়ই সম্পর্ক বা সম্বন্ধ অনুসারে যুক্তিবাক্যের দুটি প্রকার।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ রাজন বললো, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা যেমন কমে আবার দ্রব্যমূল্য কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফয়েজ বললো, যুক্তিবিদ্যার স্যারও যুক্তির উপাদান অধ্যায়ে এরূপ একটি বিষয় আলোচনা করেছেন। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. পদ কী? ১

খ. সকল শব্দই পদ নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ফয়েজের বক্তব্যে যুক্তি উপাদান অধ্যায়ের যে বিষয়ের ইঙ্গিত আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাজনের বক্তব্যে যে বিষয়গুলোর ইঙ্গিত আছে তাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দসমষ্টি কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তাকে পদ বলে।

খ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়।

শব্দ হলো অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। কিন্তু পদ হলো কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি। শব্দের সংখ্যা অসংখ্য। অসংখ্য শব্দের মধ্যে যেসব শব্দ কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কেবল ঐসব শব্দকে পদ বলে। যেহেতু সব শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাই সব শব্দ পদ নয়।

গ উদ্দীপকে ফয়েজের বক্তব্যে যুক্তির উপাদান অধ্যায়ের পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং পদের জাত্যর্থের বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে।

কোন পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তু সমূহের উপর আরোপিত হয় সে বস্তু বা বস্তুসমূহকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। ব্যক্ত্যর্থ হলো পদের সংখ্যার দিক। যেমন- 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেই সমস্ত জীব যারা মানুষ নামে পরিচিত। আবার যে পদ সাধারণ বা আবশ্যিক গুণ বা গুণ সমষ্টিকে উক্ত নির্দেশ করে সেই গুণ বা গুণ সমষ্টিকে পদের জাত্যর্থ বলে। যেমন- 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ হচ্ছে- জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে সব সময় বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে। কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। আবার ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকে ফয়েজের বক্তব্যে পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের মধ্যকার সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার বিপরীতধর্মী সম্পর্ক উল্লেখ করে। এই সম্পর্কের সাথে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ রাজনের বক্তব্যে পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং পদের জাত্যর্থের মধ্যকার সম্পর্কের আলোকপাত করা হয়েছে।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এদের একটি বাড়লে অপরটি কমে এবং একটি কমলে অপরটি বাড়ে। যেমন- জীব পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল জীব'। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ 'সকল মানুষ' আর সভ্য মানুষের ব্যক্ত্যর্থ সকল 'সভ্য মানুষ'। সুতরাং জীব-মানুষ-সভ্য মানুষ এর মধ্যে জীবের ব্যক্ত্যর্থ বেশি। আবার জীবের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি'। মানুষের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'; সভ্য মানুষের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'সভ্যতা'। সুতরাং এখানে সভ্য মানুষের জাত্যর্থ বেশি।

রাজন দ্রব্যমূল্য এবং দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্কে বলে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা যেমন কমে আবার দ্রব্যমূল্য কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তদ্রূপ যুক্তিবিদ্যায় যুক্তির উপাদান অধ্যায়ে দ্রব্যমূল্য এবং দ্রব্যের চাহিদার ন্যায় পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ পদের ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে জাত্যর্থ কমে আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতমুখী সম্পর্কের নির্দেশ করে। যে পদের ব্যক্ত্যর্থ বেশি তার জাত্যর্থ কম এবং যে পদের জাত্যর্থ বেশি তার ব্যক্ত্যর্থ কম। জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে আবার ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে যাবে। সুতরাং রাজনের কথায় পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যকার সম্পর্কের যথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪

ক	খ	গ	ঘ
■ □	■ ■	□ □	□ ■

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]

ক. সম্বন্ধ অনুসারে পদ কত প্রকার? ১

খ. 'বিপরীত পদ' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য'— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক বেশ গভীর— আলোচনা করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্বন্ধ অনুসারে পদ দুই প্রকার।

খ দু'টি পদ যদি পরস্পর বিরোধী হয় অথচ তারা যদি একত্রে একটি পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থকে (Denotation) প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে বিপরীত পদ (Contrary Term) বলে।

বিপরীত পদ দুটি উভয়ই সদর্থক। কিন্তু দুটি পদ একই সাথে কোনো বস্তুর বেলায় সত্য হতে পারে না। যেমন— সাদা ও কালো পদ দু'টি পরস্পর বিপরীত পদ। এ দুটি পদ পরস্পর বিরোধী। যাকে আমরা সাদা বলি তাকে কালো বলতে পারি না। আবার, যাকে কালো বলি তাকে সাদা বলতে পারি না। তবে পদ দু'টি সর্বব্যাপক নয়। সব কিছুই এদের আওতাভুক্ত নয়। রং এর জগতে এ দুটি রং ছাড়া আরও বহু রং আছে, সাদা ও কালো যেখানে প্রযোজ্য নয় সেখানে অন্য একটি রং প্রযোজ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে, সকাল ও বিকাল, টক ও মিষ্টি, গোল ও চ্যাপ্টা ইত্যাদি বিপরীত পদ।

গ 'সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য'— উদ্দীপকের উক্তিটি যথার্থ।

যে সকল যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাকে সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। সদর্থক যুক্তিবাক্য দুই প্রকার—১. সার্বিক সদর্থক এবং ২. বিশেষ সদর্থক। সকল মানুষ হয় 'মরণশীল' এটি একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। এখানে 'মরণশীল' বিধেয় পদটি কেবলমাত্র 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থের জন্য স্বীকার করা হয়েছে।

কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণীই মরণশীল। তাই 'মরণশীল' পদটি এখানে আংশিক ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করেছে। ফলে পদটি অব্যাপ্য। আবার, 'কিছু ফুল হয় সাদা' এটি একটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য। এখানে 'সাদা' বিধেয় পদটি 'ফুল' উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি, সাদা ফুল কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক ফুলকেই নির্দেশ করে তাই, 'সাদা' বিধেয় পদটি আংশিক ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে। আমরা জানি, যে সকল পদ আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করে তা অব্যাপ্য। তাই 'সাদা' বিধেয় পদটি অব্যাপ্য।

উদ্দীপকে 'ক' সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যকে এবং 'গ' বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। সুতরাং, উভয় সদর্থক হওয়ায় তাদের বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয়টি হলো পদের ব্যাপ্যতা। পদের ব্যাপ্যতার সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক বেশ গভীর— উক্তিটি যথার্থ।

কোনো পদ একই অর্থে যে বিশেষ বস্তু বা বস্তুসমষ্টির ওপর প্রযোজ্য হয়, সেই বস্তু বা বস্তুসমষ্টির সংখ্যা বা পরিমাণই হলো ওই পদের ব্যক্ত্যর্থ। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ হলো পদের সংখ্যা বা পরিমাণের দিক। যেমন— 'মানুষ' পদটি দ্বারা সমগ্র মানুষ শ্রেণির সংখ্যাকে বোঝায়। আবার আমরা যখন বলি 'কিছু ফুল' ফুল শ্রেণির একটি অংশকে নির্দেশ করে।

অপরদিকে, কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ তাদের ব্যক্ত্যর্থগত দিক থেকে ঐ বাক্যে যতটুকু বিস্তৃতি লাভ করে তাকেই পদের ব্যপ্তি বা ব্যাপ্যতা বলে। এক্ষেত্রে পদটি সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে তাকে পূর্ণব্যাপ্য বা ব্যাপ্য পদ বলে। যেমন— 'সকল দার্শনিক' আবার পদটি যদি আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয় তাকে আংশিক ব্যাপ্য বা অব্যাপ্য পদ বলে। যেমন— 'কিছু ফুল'। অর্থাৎ ব্যাপ্যতা হলো মূলতঃ ব্যক্ত্যর্থের পরিমাণ। ব্যক্ত্যর্থকে বাদ দিয়ে ব্যাপ্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে পদের ব্যক্ত্যর্থ নেই সেই পদ ব্যাপ্য হবে না। ব্যাপ্যতা যেহেতু ব্যক্ত্যর্থের পরিমাণের ওপর নির্ভর করেই নির্ধারিত হয়, তাই এদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

সুতরাং, উদ্দীপকের আলোকে আমরা বলতে পারি, ব্যাপ্যতার সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক কেবল গভীর নয় বরং ব্যাপ্যতা নির্ধারণে ব্যক্ত্যর্থ অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ উদ্দীপক- ১:

আইসক্রিম	হয়	ঠান্ডা

উদ্দীপক- ২:

আইসক্রিম	ঠান্ডা

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]

ক. শব্দ কাকে বলে? ১

খ. ক্রেতা পদটিকে কেন সাপেক্ষ পদ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপক-১-এ প্রতিফলিত প্রত্যেকটি অংশকে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক-১ ও ২-এর মধ্যে কোন পদ্ধতিটি যুক্তিবিদ্যার সর্বদা গ্রহণযোগ্য এবং কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি অক্ষর বা কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি যা কোনো একটি অর্থ প্রকাশ করে তাকে শব্দ বলে?

খ 'ক্রেতা' পদটিকে সাপেক্ষ পদ বলা হয় কারণ এটি অর্থের দিক থেকে স্বনির্ভর নয়।

যে পদ তার অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য পদের ওপর নির্ভরশীল তাকে সাপেক্ষ পদ বলে। 'ক্রেতা' পদটি একটি সাপেক্ষ পদ। কেননা 'বিক্রেতা' পদটি ছাড়া এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অন্য পদের সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থ প্রকাশ করতে না পারার কারণে 'ক্রেতা' পদটি সাপেক্ষ পদ।

গ উদ্দীপক ১-এ যথাক্রমে উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয় পদকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

যুক্তিবাক্যে তিনটি পদ থাকে। যথা— উদ্দেশ্য পদ, সংযোজক ও বিধেয় পদ। যুক্তিবাক্যের যে পদ সম্বন্ধে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে উদ্দেশ্য পদ বলে। পাশাপাশি যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিধেয় পদ বলে। আর যে শব্দটি উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে সংযোজন বলে। যেমন- দুধ হয় সাদা। এখানে 'দুধ' হলো উদ্দেশ্যে পদ, 'সাদা' হলো বিধেয় পদ এবং 'হয়' সংযোজক।

উদ্দীপক- ১-এ 'আইসক্রিম' হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ। কেননা এখানে এটির সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে। 'ঠান্ডা' হলো বিধেয় পদ। কেননা এ পদটি উদ্দেশ্যের উপর আরোপ করা হয়েছে। আর 'হয়' হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সংযোজক।

ঘ উদ্দীপক-১ ও ২ এর মধ্যে উদ্দীপক-১ যুক্তিবিদ্যায় সর্বদা গ্রহণযোগ্য।

যে শব্দ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা স্পষ্টভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় তাকে বাক্য বলে। যেমন– দৃশ্যটি খুব সুন্দর। অন্যদিকে যুক্তিবাক্য হলো দুটি পদের মধ্যে স্বীকৃত বা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক কোনো সম্পর্কের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি। যেমন– কলমটি হয় লাল। অর্থাৎ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সংযোজকের প্রয়োজন হয়।

যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে যুক্তিসংক্রান্ত বিদ্যা। যুক্তির বৈধতা ও অ-বৈধতা যাচাই করা এবং বৈধ যুক্তি গঠন করাই যুক্তিবিদ্যার কাজ। আর এই যুক্তি গঠিত হয় যুক্তিবাক্য দিয়ে। অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা পুরোপুরি যুক্তিবাক্যের উপর নির্ভর করে। আর এই যুক্তিবাক্য গঠিত হয় উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়ের সমন্বয়ে। উদ্দীপক-১ এ যুক্তিবাক্য নির্দেশ করা হয়েছে। তাই এটি যুক্তিবিদ্যার অপরিহার্য অঙ্গ। অন্যদিকে উদ্দীপক- ২-এ সাধারণ বাক্য নির্দেশ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তিবাক্য যুক্তিবিদ্যায় সর্বদা গ্রহণযোগ্য হলেও সাধারণ বাক্যের অবদানও কম নয়। কেননা একটি সাধারণ বাক্য রূপান্তরের মাধ্যমে যুক্তিবাক্যে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ তাহসীন ও শায়ান কলেজ লাইব্রেরিতে বসে বিভিন্ন বই দেখছিল। তাহসীন একটি বই হাতে নিয়ে বলল, বইটি হয় সুন্দর। শায়ান তখন তার দিকে মনোযোগ দিলে বলল, কিছু বই নয় সুন্দর।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. শব্দ কাকে বলে? ১

খ. সব বাক্য যুক্তিবাক্য নয় কেন? ২

গ. তাহসীনের বাক্যটি কোন ধরনের যুক্তিবাক্য? ৩

ঘ. তাহসীন ও শায়ানের উক্তিতে কোন ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান? আলোচনা কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক বা একাধিক বর্ণের সমষ্টি যখন কোনো অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে শব্দ বলে।

খ যুক্তিবাক্যের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত না হওয়ার কারণে সকল বাক্যকে যুক্তিবাক্য বলা যায় না।

একটি যুক্তিবাক্যে দুটি পদ থাকে। যথা- ১. উদ্দেশ্য পদ ও ২. বিধেয় পদ। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ সংযোজকের দ্বারা যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্য গঠন করে। তাই যুক্তিবাক্য সবসময় 'উদ্দেশ্য-সংযোজক-বিধেয়' আকারে প্রকাশিত হয়। যেহেতু সকল বাক্য 'উদ্দেশ্য-সংযোজক-বিধেয়' আকারে প্রকাশিত হয় না, তাই সকল বাক্য যুক্তিবাক্য নয়।

গ তাহসীনের বাক্যটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে।

যেসব বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্যের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয় সেসব বাক্যকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যে (Particular Affirmative Proposition) বলে। এরূপ বাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'বিশেষ' এবং গুণগত দিক থেকে 'সদর্থক' হয়ে থাকে। যেমন- 'কিছু মানুষ হয় কবি' এ বাক্যে বিধেয় 'কবি' উদ্দেশ্য 'মানুষ' শ্রেণির আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।

উদ্দীপকে তাহসীনের বক্তব্যটি হলো- 'বইটি হয় সুন্দর'। এ বাক্যে 'সুন্দর' বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য 'বই' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। তাই তাহসীনের বক্তব্যটি একটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য।

ঘ উদ্দীপকে তাহসীনের উক্তিটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য এবং শায়ানের উক্তিটি বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বা 'I' বাক্য বলে। উদাহরণস্বরূপ– 'কিছু কবি হন দার্শনিক'। এখানে বিধেয় 'দার্শনিক' পদকে উদ্দেশ্য 'কবি' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। অপরদিকে যে সকল যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে অস্বীকার করে তাকে নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা 'O' বাক্য বলা হয়। যেমন- 'কিছু মানুষ নয় সৎ'। এখানে বিধেয় পদ 'সৎ' কে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষের' আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

উদ্দীপকের তাহসীনের বক্তব্যটি হলো 'বইটি হয় সুন্দর'। আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায়, এটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য। অন্যদিকে, শায়ানের বক্তব্যটি হলো 'কিছু বই নয় সুন্দর'। যা বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যের প্রতিফলন।

সুতরাং, তাহসীন ও শায়ানের বক্তব্য পরিমাণগত দিক থেকে উভয়ই বিশেষ যুক্তিবাক্য। কিন্তু, এদের পার্থক্য হলো গুণগত দিক থেকে। তাহসীনের বক্তব্য হলো সদর্থক এবং শায়ানের বক্তব্য হলো নঞর্থক।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ অর্থনীতির শিক্ষক বরকত স্যার বললেন, বাজারে দ্রব্যের সরবরাহ বাড়লে দাম কমে যায়। আবার সরবরাহ কমলে দাম বাড়ে। একজন ছাত্র তখন বলল, স্যার যুক্তিবিদ্যায়ও এ ধরনের একটি বিষয় আছে। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বিবরণমূলক যুক্তিবাক্য কাকে বলে? ১

খ. সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য কেন? ২

গ. বরকত স্যারের কথায় যুক্তিবিদ্যার কোন বিষয়টির ইঙ্গিত এসেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টির হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল তাকে বিবরণমূলক যুক্তিবাক্য বলে।

খ সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্যপদ সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয়, তাই এটি ব্যাপ্য।

কোনো যুক্তিবাক্যে একটি পদ তার সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে তাকে ব্যাপ্য পদ বলে। আবার, যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশক পদকে যেহেতু ব্যাপ্য বলা হয়, সেহেতু সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য।

গ উদ্দীপকে বরকত স্যারের বক্তব্যে যুক্তির উপাদান অধ্যায়ের পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং পদের জাত্যর্থের বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে।

কোন পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তু সমূহের উপর আরোপিত হয় সে বস্তু বা বস্তুসমূহকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। ব্যক্ত্যর্থ হলো পদের সংখ্যার দিক। যেমন- 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেই সমস্ত জীব যারা মানুষ নামে পরিচিত। আবার যে পদ সাধারণ বা আবশ্যিক গুণ বা গুণ সমষ্টিকে নির্দেশ করে সেই গুণ বা গুণ সমষ্টিকে পদের জাত্যর্থ বলে। যেমন- 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ হচ্ছে- জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে সব সময় বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে। কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। আবার ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকে বরকত স্যারের বক্তব্যে পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের মধ্যকার সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার বিপরীতধর্মী সম্পর্ক উল্লেখ করে। এই সম্পর্কের সাথে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং পদের জাত্যর্থের মধ্যকার সম্পর্কের আলোকপাত করা হয়েছে।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এদের একটি বাড়লে অপরটি কমে এবং একটি কমলে অপরটি বাড়ে। যেমন- জীব পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল জীব'। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ 'সকল মানুষ' আর সভ্য মানুষের ব্যক্ত্যর্থ সকল 'সভ্য মানুষ'। সুতরাং জীব-মানুষ-সভ্যমানুষ এর মধ্যে জীবের ব্যক্ত্যর্থ বেশি। আবার জীবের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি'। মানুষের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'; সভ্য মানুষের জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'সভ্যতা'। সুতরাং এখানে সভ্য মানুষের জাত্যর্থ বেশি।

উদ্দীপকে দ্রব্যমূল্য এবং দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্কে বলা হয়েছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা যেমন কমে আবার দ্রব্যমূল্য কমলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তদ্রূপ যুক্তিবিদ্যায় যুক্তির উপাদান অধ্যায়ে দ্রব্যমূল্য এবং দ্রব্যের চাহিদার ন্যায় পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ পদের ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে জাত্যর্থ কমে আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতমুখী সম্পর্কের নির্দেশ করে। যে পদের ব্যক্ত্যর্থ বেশি তার জাত্যর্থ কম এবং যে পদের জাত্যর্থ বেশি তার ব্যক্ত্যর্থ কম। জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে আবার ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে যাবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ আজ ফাইনাল খেলা মেয়েদের সাফ অনূর্ধ্ব ১৮ টুর্নামেন্টে। আজ হয় বাংলাদেশ নয়তো নেপাল জয়ী হবে। দ্বিতীয়বর্ষে মাসুরা পারভীন জয়সূচক গোলটি করে। বাংলাদেশের মেয়েদের মুখগুলোতে ঝলমল করে ওঠে হাসি। সাব্বাস বাংলাদেশ। যদি মাসুরা গোলটি না করত তবে বাংলাদেশ হারতো। বোঝা গেল আজ দিনটি নেপালের নয়। *[কদমি ক্রস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. জাত্যর্থক পদ কাকে বলে? ১

খ. অনেকার্থক পদ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রেখাঙ্কিত শব্দ গুলোর মধ্যে শ্রেণিপার্থক্য নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে সম্বন্ধ অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ দুইই আছে তাকে জাত্যর্থক পদ বলে।

খ যে পদের একাধিক অর্থ থাকে তাকে অনেকার্থক পদ বলে। অনেকার্থক পদ ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ একই পদ এক বাক্যে এক অর্থে এবং অন্য বাক্যে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- অর্থ, তীর, গজ ইত্যাদি। এই পদগুলোর প্রত্যেকের একাধিক অর্থ আছে। এরা এক এক সময় এক এক অর্থ প্রকাশ করে।

গ উদ্দীপকের হাসি হচ্ছে পদযোগ্য শব্দ, গোলটি হচ্ছে সহপদযোগ্য শব্দ এবং সাব্বাস হচ্ছে পদনিরপেক্ষ শব্দ।

যেসব শব্দ অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তাকে 'পদযোগ্য শব্দ' বলে। উদ্দীপকের কলম, সুন্দর শব্দগুলো পদযোগ্য শব্দ। আবার যেসব শব্দের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, যারা অর্থপূর্ণভাবে নিজে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তবে অন্যান্য পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করে, সেসব শব্দকে 'সহ পদযোগ্য শব্দ' বলে। কাজেই এ জাতীয় শব্দকে সামগ্রিকভাবে নয়, বরং আংশিকভাবে পদ বলা যেতে পারে। যেমন: টি, টা, খানি ইত্যাদি। উদ্দীপকের কলমটি, খাতাখানি হলো সহ পদযোগ্য শব্দ।

যেসব শব্দের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, যেগুলো এককভাবে বা অন্য কোনো পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়েও কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, সেসব শব্দকে 'পদ নিরপেক্ষ' বা 'পদ অযোগ্য শব্দ' বলে। যেমন- উদ্দীপকের বাহ, আহা ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দ বাক্যের অলংকরণে বা বাক্যের গুরুত্ব বোঝাতে অথবা মনের আবেগ প্রকাশের লক্ষ্যে কেবল বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

ঘ উদ্দীপক থেকে সম্বন্ধ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক কোনো প্রকার শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়, তাকে নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: 'ফুল হয় সুন্দর'– এ যুক্তিবাক্যে 'ফুল' এবং 'সুন্দরের' মধ্যে কোনো শর্তের অবতারণা করা হয়নি। অন্যদিকে যে যুক্তিবাক্যের উক্তি বা বক্তব্য শর্তের অধীন তাকে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: যদি সে পরিশ্রমী হয় তাহলে সফলতা লাভ করবে।' সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য ও বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য। যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য 'যদি ... তবে' বা তার সমার্থক কোনো শর্ত দ্বারা নির্দেশিত হয় তা হলো প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য। আর 'হয় ... না হয়' অথবা 'তা' ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত বাক্যকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে।

উদ্দীপকে 'আজ হয় বাংলাদেশ নয়তো নেপাল জয়ী হবে'– বাক্যটি বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য এবং 'যদি মাসুরা গোলটি না করতো তবে বাংলাদেশ হারতো' বাক্যটি প্রাকল্পিক।

সুতরাং বলা যায় যে, সম্বন্ধ অনুসারে বাক্য সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ দুই প্রকার। সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যকে আবার প্রাকল্পিক এবং বৈকল্পিক দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ শ্যামল তার ছেলেকে বলল, সব কুকুর প্রভুভক্ত। কোন কুকুরই রাতে ঘুমায় না। তবে কিছু দারোয়ান রাতে ঘুমায়। তাই কিছু কুকুর দারোয়ান ভক্ত নয়।' *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অবধারণ কী? ১

খ. সব বাক্য যুক্তিবাক্য নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বাক্যগুলো কিভাবে পদের ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুসরণ করে-ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গুণ ও পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবধারণ হলো দুটি ধারণার মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্বীকার বা অস্বীকার করার মানসিক প্রক্রিয়া।

খ যুক্তিবাক্যের গঠন পদ্ধতি অনুসরণ না করায় সকল বাক্যকে যুক্তিবাক্য (Proposition) বলা যায় না।

একটি যুক্তিবাক্যে তিনটি উপাদান থাকে ১. উদ্দেশ্য, ২. বিধেয় ও ৩. সংযোজক। এই তিনটি উপাদান যখন একত্র হয়ে স্বীকৃতিসূচক বা অস্বীকৃতিসূচক সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তাকে যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'সকল ফুল হয় সুন্দর' এখানে 'ফুল' উদ্দেশ্য পদ, 'সুন্দর' বিধেয় পদ এবং 'হয়' সংযোজক। তাই এটি একটি যুক্তিবাক্য। সুতরাং সকল বাক্য উদ্দেশ্য + সংযোজক + বিধেয় এই আকারে গঠিত না হওয়ায় তাদেরকে যুক্তিবাক্য বলা যায় না।

গ উদ্দীপকে সার্বিক সদর্থক, সার্বিক নঞর্থক, বিশেষ সদর্থক ও বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যের কথা বলা হয়েছে।

A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য, কিন্তু বিধেয় পদটি অব্যাপ্য। যেমন- সকল মানুষ হয় মরণশীল। এ যুক্তিবাক্যে মানুষ পদটিকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কাজেই বাক্যটিকে 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্য হয়েছে। আবার O যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদটি অব্যাপ্য,কিন্তু বিধেয় পদটি ব্যাপ্য। যেমন- কিছু ছাত্র নয় মেধাবী। এ বাক্যে ছাত্র পদটিকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ছাত্র শ্রেণির একটি অংশকে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই ছাত্র পদটি অব্যাপ্য।

উদ্দীপকে, বলা হয়েছে, সব কুকুর হয় প্রভুভক্ত। এ যুক্তিবাক্যে কুকুর পদটিকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই বাক্যটিতে 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্য হয়েছে। আবার কিছু কুকুর দারোয়ান ভক্ত নয়, যুক্তিবাক্যটিতে 'কুকুর' পদটিকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কুকুর শ্রেণির অংশকে অস্বীকার করা হয়েছে যারা দারোয়ান ভুক্ত নয়। কাজেই এ যুক্তিবাক্যের 'কুকুর' পদটি অব্যাপ্য।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাবার বক্তব্যের বিষয় হলো গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিন্যাস।

গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে- যুক্তিবাক্যকে সার্বিক সদর্থক, সার্বিক নঞর্থক, বিশেষ সদর্থক ও বিশেষ নঞর্থক এই চারভাগে ভাগ করা যায়। এই চার প্রকার যুক্তিবাক্যকে যথাক্রমে A, E, I এবং O দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ (Predicate) উদ্দেশ্য পদের (Subject) সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Affirmative Proposition) বা A বাক্য বলে। যেমন- 'সকল মানুষ হয় মরণশীল।' এখানে বিধেয় পদ 'মরণশীল' কে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' এর সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Negative Proposition) বা E বাক্য বলে। যেমন- 'কোনো মানুষ নয় অমর' এখানে বিধেয় 'অমর' পদকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

আবার, যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Affirmative Preposition) বা I বাক্য বলে। যেমন- 'কিছু ফুল হয় লাল' এই যুক্তিবাক্যে 'লাল' বিধেয় পদকে 'ফুল' উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে, যেসব যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Negative Proposition) বা O বাক্য বলে। যেমন- 'কিছু মানুষ নয় সৎ' এই যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'সৎ' পদকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বাবার বক্তব্যে উল্লিখিত গুণ ও পরিমাণের একত্রে বর্ণনা উপরের গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিন্যাসের অনুরূপ।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, উপর্যুক্ত আলোচনাই হলো গুণ ও পরিমাণের যৌথ নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিন্যাসের বিশ্লেষিত রূপ।

প্রশ্ন ▶ ৪০ ১নং যুক্তিবাক্য → সব ফুল হয় লাল
২নং যুক্তিবাক্য → কিছু ফুল হয় লাল
৩নং যুক্তিবাক্য → কিছু ফুল নয় লাল

[ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সরল পদ কাকে বলে? ১

খ. "সকল পদ শব্দ কিন্তু সকল শব্দ পদ নয়" কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন যুক্তিবাক্যটি সার্বিক যুক্তিবাক্য এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ৩টি যুক্তিবাক্যে 'লাল' পদটির ব্যাপ্যতার বিষয়টি তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ মাত্র একটি শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে সরল পদ বলে।

খ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়।

শব্দ হলো অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। কিন্তু পদ হলো কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন

শব্দ বা শব্দ সমষ্টি। শব্দের সংখ্যা অসংখ্য। অসংখ্য শব্দের মধ্যে যেসব শব্দ কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কেবল ঐসব শব্দকে পদ বলে। যেহেতু সব শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাই সব শব্দ পদ নয়।

গ উদ্দীপকে ১নং যুক্তিবাক্যটি হলো সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Affirmative Proposition) বা A বাক্য।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয়কে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের বাক্য পরিমাণগত দিক থেকে 'সার্বিক' এবং গুণগত দিক থেকে 'সদর্থক' হয়ে থাকে। যেমন— 'সকল দার্শনিক হয় মরণশীল'। এখানে 'মরণশীল' বিধেয় পদকে 'দার্শনিক' উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই এটি একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। এরূপ বাক্যে পরিমাণসূচক শব্দ হিসেবে 'সব' বা 'সকল' এবং গুণ প্রকাশক শব্দ হিসেবে 'হয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

উদ্দীপকে, ১নং যুক্তিবাক্যে বলা হয়েছে, আসলে 'সব ফুল হয় লাল।' এর যৌক্তির রূপ হলো 'সব ফুল হয় লাল।' এখানে, বিধেয় 'লাল' পদটিকে উদ্দেশ্য 'ফুল' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাই ১নং যুক্তিবাক্য হলো সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য।

ঘ উদ্দীপকে ১নং যুক্তিবাক্যটি সার্বিক সদর্থক, ২নং যুক্তিবাক্যটি বিশেষ সদর্থক এবং ৩নং যুক্তিবাক্যটি বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করে নেয়া হয় তাকে সার্বিক সদর্থক বা A বাক্য বলে। যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ সদর্থক বা I বাক্য বলে এবং যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্যের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ নঞর্থক বা O বাক্য বলে।

A বাক্যে বিধেয় পদ অব্যাপ্য হয়। উদ্দীপকের ১নং বাক্যটিতে দেখা যায়। – 'সব ফুল হয় লাল'। এখনে 'লাল' পদটি সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে প্রকাশিত হয়নি। কেননা আরো অনেক জিনিস লাল হতে পারে। তাই ১নং বাক্যে 'লাল' পদটি অব্যাপ্য। ২নং বাক্যটিতে দেখা যায়– 'কিছু ফুল হয় লাল'। এটি I বাক্য যার কোনো পদই ব্যাপ্য নয়। এখানে 'লাল' শ্রেণির একটি বিশেষ অংশকে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই 'লাল' পদটি অব্যাপ্য। ৩নং বাক্যটিতে দেখা যায়– 'কিছু ফুল নয় লাল'। এটি একটি O বাক্য যার বিধেয় পদ ব্যাপ্য। বাক্যটিতে 'লাল' পদটি সার্বিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা লাল নয় এমন সমগ্র জিনিসের মধ্যেই কিছু ফুল অন্তর্ভুক্ত। তাই 'লাল' পদটি এখানে ব্যাপ্য।

সুতরাং উদ্দীপকের ৩টি বাক্য অনুযায়ী 'লাল' পদটির ব্যাপ্যতা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সার্বিক সদর্থক এবং বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য এবং বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

প্রশ্ন ▶ ৪১ শমীম শাহীনকে বলল বাংলাদেশে দিন দিন বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বেকারত্বের সংখ্যা কমাতে হলে দেশের শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। শামীমের বক্তব্য শ্রবণ করে শাহীন বলল দেশে যতই শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে ততোই বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

[ঢাকা সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. যুক্তিবাক্য কাকে বলে? ১

খ. পদ ও শব্দের পার্থক্য নির্দেশ করো। ২

গ. উদ্দীপকে পদের কোন সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পদের সম্পর্কের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি পদের মধ্যকার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিমূলক কোনো সম্পর্কের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতিকে যুক্তিবাক্য বলে।

খ শব্দ (Word) ও পদের (Term) মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যথা–

যে কোনো অর্থপূর্ণ বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে শব্দ বলে। পক্ষান্তরে, যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদ বলে।

যুক্তিবিদ্যায় শব্দ তিন প্রকার। যথা: ১. পদযোগ্য শব্দ, ২. সহ-পদযোগ্য শব্দ, এবং ৩. পদ-নিরপেক্ষ শব্দ। অপরদিকে, যুক্তিবিদ্যায় পদ দুই প্রকার। যথা— ১. উদ্দেশ্য পদ ও ২. বিধেয় পদ।

গ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থের (Connotation) সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যক্ত্যর্থ ও জাতর্থ্যের সম্পর্ককে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল মানুষ' এখন অন্যান্য প্রাণীকে এর সাথে যুক্ত করলে এর ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে দাঁড়াবে সকল প্রাণী। কিন্তু এতে করে মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ পড়ে সকল প্রাণীর জাত্যর্থ দাঁড়াবে শুধু জীববৃত্তিতে। কারণ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি নেই। আবার ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। মানুষ শ্রেণি থেকে অসৎ মানুষদের বাদ দিলে এর সংখ্যা বা ব্যক্ত্যর্থ কমে দাঁড়াবে সকল সৎ মানুষ। মানুষের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে আরেকটি জাত্যর্থ এসে যোগ হয়ে সকল সৎ মানুষের জাত্যর্থ হবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ জাত্যর্থ বেড়ে যাবে। এতে, প্রমাণ করা গেল যে, ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে।

'মানুষ' পদের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন এর সাথে সততা যোগ করলে জাত্যর্থ দাঁড়াবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। ফলে এ তিনটি জাত্যর্থধারী পদের ব্যক্ত্যর্থ হবে সকল সৎ মানুষ। আর এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে। কারণ এখানে অসৎ মানুষেরা বাদ পড়েছে। ফলে প্রমাণিত হলো যে, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে। মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিলে এর জাত্যর্থ দাঁড়াবে কেবল জীববৃত্তি। এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে গিয়ে সকল মানুষ থেকে সকল প্রাণীতে দাঁড়াবে। কারণ জীববৃত্তি নামক গুণটি সকল প্রাণীতেই বর্তমান। আর সকল প্রাণীর সংখ্যা সকল মানুষের চেয়ে বেশি। সুতরাং এতে প্রমানিত হলো যে, জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকে শিক্ষার হার বাড়লে বেকারত্ব কমে। আবার শিক্ষার হার কমলে বেকারত্ব বাড়ে। অর্থাৎ শিক্ষার হারের সাথে বেকারত্বের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। যা ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের অনুরূপ।

ঘ উদ্দীপকে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক ফুটেছে তা সকল ক্ষেত্রে যথার্থ নয়।

ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস বৃদ্ধির নিয়মটি গাণিতিক অনুপাতের বেলায় খাটে না। কারণ এ ধরনের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধি সব ক্ষেত্রে একই অনুপাতে ঘটে না। ঠিক কতটা জাত্যর্থ বাড়লে কতটা ব্যক্ত্যর্থ কমবে এ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেমন— মানুষ পদটির সাথে জ্ঞানী গুণটি যোগ করলে ব্যক্ত্যর্থ শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। কিন্তু মানুষ পদটির সাথে শ্বেতবর্ণ গুণটি যোগ করলে ব্যক্ত্যর্থ শতকরা ৯০ ভাগের বদলে মাত্র ৬০ ভাগ কমে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে কিন্তু জাত্যর্থ ঠিকই থেকে যায়। যেমন— একটি গ্রহে যদি হঠাৎ মানুষ আবিষ্কৃত হয় তবে এ যাবৎ আমরা মানুষের যে ব্যক্ত্যর্থ বা সংখ্যা জানি তা নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বেড়ে যাবে কিন্তু জাত্যর্থ বা গুণ একই থেকে যাবে।

একইভাবে কিছু ক্ষেত্রে জাত্যর্থ (গুণ) বাড়ে কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ (পরিমাণ) ঠিকই থেকে যায়। যেমন- গবেষণা দ্বারা সোনার মধ্যে অতিরিক্ত গুণ আবিষ্কৃত হলো। এখানে জাত্যর্থ বাড়ল। কিন্তু ব্যক্ত্যর্থের পরিবর্তন হলে সেই পদটি

সম্পূর্ণ নতুন পদে পরিণত হয়। ফলে নিয়মটি সেখানে খাটে না, যেমন— মানুষ পদের জাত্যর্থ কমিয়ে শুধুমাত্র জীববৃত্তি করলে, জীববৃত্তি গুণ সম্পন্ন পদটি হবে জীব। ফলে 'মানুষ' পদটির অবসান ঘটবে।

সুতারাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকলেও এই সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে সত্য বলা যায় না। কেবলমাত্র ক্রমিকভাবে সাজানো জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্পর্কটি প্রযোজ্য হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪২ | A | E | I | O

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদের ব্যাপ্যতা কাকে বলে? ১

খ. সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত A ও E বাক্য দুটির ক্ষেত্রে পদের ব্যাপ্যতার কোন নিয়ম প্রযোজ্য হবে তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে A, E, I ও O বাক্যে পদের ব্যাপ্যতার ধারণা বর্ণনা করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদের প্রসারতাকে পদের ব্যাপ্যতা বলে।

খ যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে, তাই সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য।

যেমন: সব মানুষ হয় মরণশীল। এটি একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য। কেননা 'মরণশীল' বিধেয়টি উদ্দেশ্য মানুষ পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়। এটি মানুষ সম্পর্কে একটি নতুন তথ্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত A ও E বাক্য দুটির ক্ষেত্রে পদের ব্যাপ্যতার দুটি নিয়মই প্রযোজ্য।

A যুক্তিবাক্য হলো সার্বিক সদর্থক যুক্তি বাক্য। এখানে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ ব্যাপ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- সকল দার্শনিক হয় জ্ঞানী। এখানে দার্শনিক পদটি ব্যাপ্য হয়েছে এবং জ্ঞানী পদটি অব্যাপ্য। E যুক্তি বাক্য হলো সার্বিক নঞর্থক যুক্তি বাক্য। সার্বিক যুক্তিবাক্য হওয়ায় এর উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। আবার নঞর্থক হওয়ার জন্য এর বিধেয় পদ ব্যাপ্য। যেমন: কোনো মানুষ নয় অমর। এখানে উদ্দেশ্য পদ মানুষ ব্যাপ্য হয়েছে এবং বিধেয় পদ 'অমর' পদটিও ব্যাপ্য।

উদ্দীপকে বর্ণিত A ও E বাক্য দুটি যথাক্রমে সার্বিক সদর্থক এবং সার্বিক নঞর্থক হওয়ায় বাক্য দুটির ক্ষেত্রে পদের ব্যাপ্যতার ১ম ও ২য় নিয়ম প্রযোজ্য হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে আলোকে A হলো সার্বিক পদর্থক যুক্তিবাক্য, E হলো সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য, I হলো বিশেষ পদর্থক যুক্তিবাক্য এবং D হলো বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক সদর্থক বা A যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: 'সকল মানুষ হয় দ্বিপদী'। এখানে 'দ্বিপদী' বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। E যুক্তিবাক্য হলো সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য। এ যুক্তি বাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছুকে অস্বীকার করে। যেমন: 'কোনো মানুষ নয় অমর।' ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক নঞর্থক বা E যুক্তিবাক্যের উভয় পদ ব্যাপ্য। I যুক্তিবাক্য হলো বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য। বিশেষ যুক্তিবাক্য হওয়ার জন্য এর উদ্দেশ্য পদটি অব্যাপ্য। অন্যদিকে পদর্থক বাক্য হওয়ার জন্য এর বিধেয় পদটি অব্যাপ্য। তাই I যুক্তিবাক্যের কোনো পদই ব্যাপ্য নয়। যেমন: কিছু ফুল হয় লাল।' আবার O যুক্তিবাক্য বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য। বিশেষ হওয়ার কারণে এর উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য। কিন্তু নঞর্থক হওয়ার জন্য এর বিধেয় পদ ব্যাপ্য। যেমন: 'কিছু আম নয় মিষ্টি।' এখানে O যুক্তিবাক্যের ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুসারে বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

উদ্দীপকে A বাক্যে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য

E বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ ব্যাপ্য

I বাক্যে কোনো পদই ব্যাপ্য নয়

O বাক্যে বিধেয় পদ ব্যাপ্য

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে A, E, I ও O যুক্তিবাক্য ৪টির কোনটিতে কখনো উদ্দেশ্য পদ, কোনোটিতে বিধেয় পদ, আবার কোনোটিতে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য।

প্রশ্ন ▶ ৪৩

ক	খ	গ	ঘ
▨	▨ ▨		▨

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদ নিরপেক্ষ শব্দ কাকে বলে? ১

খ. যুক্তিবাক্য ও অবধারনের ২টি পার্থক্য লেখ। ২

গ. 'সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয়পদ অব্যাপ্য' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক বেশ গভীর — আলোচনা কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শব্দ কখনো কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাকে পদ নিরপেক্ষ শব্দ বলে।

খ যুক্তিবাক্য (Proposition) এবং অবধারণের (Judgement) মধ্যে পার্থক্য আছে।

দুটি ধারণার মধ্যকার কোনো সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি অথবা সংযোগমূলক মানসিক অবস্থা হলো অবধারণ। পক্ষান্তরে, দুটো পদের মধ্যে সম্পর্ক জ্ঞাপক ভাষায় প্রকাশিত রূপ হলো যুক্তিবাক্য। আবার, অবধারণ যুক্তির অংশ হতে পারে না। কেননা, তার অবস্থান মনে। সেটি অনুমানের বিষয় হতে পারে। কিন্তু যুক্তিবাক্য যুক্তির অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ 'সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য'— উক্তিটি যথার্থ।

যে সকল যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাকে সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। সদর্থক যুক্তিবাক্য দুই প্রকার—১. সার্বিক সদর্থক এবং ২. বিশেষ সদর্থক। সকল মানুষ হয় 'মরণশীল' এটি একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। এখানে 'মরণশীল' বিধেয় পদটি কেবলমাত্র 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থের জন্য স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণীই মরণশীল। তাই 'মরণশীল' পদটি এখানে আংশিক ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করেছে। ফলে পদটি অব্যাপ্য। আবার, 'কিছু ফুল হয় সাদা' এটি একটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য। এখানে 'সাদা' বিধেয় পদটি 'ফুল' উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি, সাদা ফুল কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক ফুলকেই নির্দেশ করে তাই, 'সাদা' বিধেয় পদটি আংশিক ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে। আমরা জানি, যে সকল পদ আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করে তা অব্যাপ্য। তাই 'সাদা' বিধেয় পদটি অব্যাপ্য।

উদ্দীপকে 'ক' সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যকে এবং 'গ' বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। সুতরাং, উভয় সদর্থক হওয়ায় তাদের বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয়টি হলো পদের ব্যাপ্যতা। পদের ব্যাপ্যতার সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক বেশ গভীর— উক্তিটি যথার্থ।

কোনো পদ একই অর্থে যে বিশেষ বস্তু বা বস্তুসমষ্টির ওপর প্রযোজ্য হয়, সেই বস্তু বা বস্তুসমষ্টির সংখ্যা বা পরিমাণই হলো ওই পদের ব্যক্ত্যর্থ। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ হলো পদের সংখ্যা বা পরিমাণের দিক। যেমন—

'মানুষ' পদটি দ্বারা সমগ্র মানুষ শ্রেণির সংখ্যাকে বোঝায়। আবার আমরা যখন বলি 'কিছু ফুল' ফুল শ্রেণির একটি অংশকে নির্দেশ করে।

অপরদিকে, কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ তাদের ব্যক্ত্যর্থগত দিক থেকে ঐ বাক্যে যতটুকু বিস্তৃতি লাভ করে তাকেই পদের ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যতা বলে। এক্ষেত্রে পদটি সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে তাকে পূর্ণব্যাপ্য বা ব্যাপ্য পদ বলে। যেমন— 'সকল দার্শনিক'। আবার পদটি যদি আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয় তাকে আংশিক ব্যাপ্য বা অব্যাপ্য পদ বলে। যেমন— 'কিছু ফুল'। অর্থাৎ ব্যাপ্যতা হলো মূলতঃ ব্যক্ত্যর্থের পরিমাণ। ব্যক্ত্যর্থকে বাদ দিয়ে ব্যাপ্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে পদের ব্যক্ত্যর্থ নেই সেই পদ ব্যাপ্য হবে না। ব্যাপ্যতা যেহেতু ব্যক্ত্যর্থের পরিমাণের ওপর নির্ভর করেই নির্ধারিত হয়, তাই এদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

সুতরাং, উদ্দীপকের আলোকে আমরা বলতে পারি, ব্যাপ্যতার সাথে ব্যক্ত্যর্থের সম্পর্ক কেবল গভীর নয় বরং ব্যাপ্যতা নির্ধারণে ব্যক্ত্যর্থ অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ ঈদের কেনাকাটা করতে গিয়ে মা রিয়াকে বলল, হয় শাড়ি কিনবে না হয় জামা। কিন্তু রিয়া তার মাকে বলল, আমি শাড়ি ও জামা দুটোই কিনতে চাই।

[সাফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদের ব্যক্ত্যর্থ কাকে বলে? ১

খ. জাত্যর্থক পদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে রিয়ার মায়ের বক্তব্য কোন ধরনের যুক্তিবাক্যের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রিয়া ও তার মায়ের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো পদ একই অর্থে যে বিশেষ বস্তু বা বস্তুসমষ্টির উপর প্রযোজ্য হয়, সেই বস্তু বা বস্তুসমষ্টির সংখ্যা বা পরিমাণই হলো ওই পদের ব্যক্ত্যর্থ।

খ যে পদের একই সাথে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ই আছে তাকে জাত্যর্থক পদ (Connotative Term) বলে।

জাত্যর্থক পদ দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তু একই সাথে তাদের সংখ্যা ও গুণ উভয়কেই প্রকাশ করে। যেমন- 'মানুষ' একটি জাত্যর্থক পদ। এর ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সব মানুষ' যা মানুষের সংখ্যার দিক এবং এর জাত্যর্থ হলো 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি', যা মানুষের আবশ্যিক গুণের দিক। অর্থাৎ, 'মানুষ' পদটি ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থ উভয়কেই প্রকাশ করতে পারে বলেই এটি জাত্যর্থক পদ।

গ উদ্দীপকে রিয়ার মায়ের বক্তব্যে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের (Disjunctive Proposition) প্রতিফলন ঘটেছে।

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে দুই বা ততোধিক সরল যুক্তিবাক্য পরস্পর বিকল্প হিসেবে 'হয়-না হয়', 'বা', 'অথবা', 'কিংবা' ইত্যাদি জাতীয় অর্থ প্রকাশক শব্দ দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যে দুটি পৃথক বিকল্পের সম্ভাবনাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দুটি বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়। যেমন- লোকটি হয় সৎ না হয় অসৎ। এখানে লোকটি যদি সৎ হয় তবে সে অসৎ নয়। আবার যদি অসৎ হয় তবে সে সৎ নয়।

উদ্দীপকে মা রিয়াকে বলেন, তার হয় শাড়ি না হয় জামা নিতে হবে। এখানে দুটি বিকল্প আছে। একটি শাড়ি অন্যটি জামা। রিয়া যদি শাড়ি নেয় তবে জামা নিতে পারবে না। অর্থাৎ এখানে দুটি বিকল্প 'হয়-না হয়' শর্ত দ্বারা যুক্ত এবং এদের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে। তাই রিয়ার মায়ের বক্তব্য বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।

ঘ উদ্দীপকে রিয়ার বক্তব্য সংযৌগিক যুক্তিবাক্যকে এবং মায়ের বক্তব্য বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। এই দু'ধরনের বাক্যের তুলনামূলক সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হলো।

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে একাধিক বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ থাকে এবং এগুলো 'হয়-না হয়' কিংবা 'অথবা' এসব আকারে যুক্ত থাকে তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- সুমন হয় মেধাবী না হয় বোকা। আবার, যৌগিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি সরল বচন সদর্থক হলে তাকে সংযৌগিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: তাপস হয় সৎ ও বুদ্ধিমান।

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য এবং সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের সাদৃশ্য হলো এরা উভয়ই দুই বা ততোধিক সরল বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। উদ্দীপকে মায়ের বক্তব্য 'রিয়া হয় শাড়ি না হয় জামা পাবে' বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যটির দুটি সরল বাক্য ১. রিয়া লাল শাড়ি পাবে ও ২. অথবা রিয়া জামা পাবে এর সমন্বয়ে গঠিত। আবার, রিয়ার বক্তব্যের সংযৌগিক বাক্যটি 'আমি শাড়ি ও জামা দুটি পোশাকই নিব' দুটি সরল বাক্য- ১. আমি শাড়ি নিব, ২. আমি জামা নিব এর সমন্বয়ে গঠিত।

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য ও সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের বৈসাদৃশ্য হলো, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে দুটি বিকল্পের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়। যেমন- উদ্দীপকে মায়ের মতে, রিয়া হয় শাড়ি পাবে নয়তো জামা পাবে। কিন্তু সংযৌগিক যুক্তিবাক্যে উভয় বিকল্পই একইসাথে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। যেমন- উদ্দীপকে রিয়া শাড়ি ও জামা উভয় পোশাকই নিবে।

আবার, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে চিহ্ন হিসেবে অথবা, হয়-না হয় ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন- উদ্দীপকে রিয়া হয় জামা না হয় শাড়ি পাবে। কিন্তু, সংযৌগিক যুক্তিবাক্যে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় ও, এবং ইত্যাদি। যেমন- উদ্দীপকে রিয়া শাড়ি ও জামা উভয় পোশাকই নিবে।

সুতরাং, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য ও সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের তুলনামূলক আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, এদের মধ্যে সাদৃশ্যের ও বৈসাদৃশ্যের উভয় সম্পর্কই রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ চিত্র: ১ চিত্র: ২

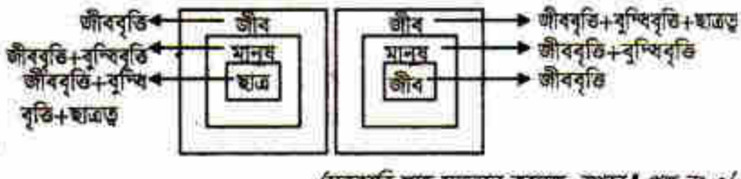

[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পদ বলতে কি বুঝ? ১

খ. পদের দুটো দিক কি কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর যে বিষয়কে ইঙ্গিত করেছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ সমষ্টি হলো পদ (Term)।

খ পদের দুটো দিক হলো ব্যক্ত্যর্থ (সংখ্যা বা পরিমাণের দিক) এবং জাত্যর্থ (গুণের দিক)।

একটি পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের ওপর প্রযোজ্য হয় তাকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। অর্থাৎ, ব্যক্ত্যর্থ হলো একটি পদের সংখ্যা, ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতির দিক। আবার, একটি পদ যে আবশ্যিক বা সাধারণ গুণ বা গুণাবলি প্রকাশ করে সেই গুণ বা গুণাবলিকে উক্ত পদের জাত্যর্থ বলে। অর্থাৎ জাত্যর্থ হলো পদের অপরিহার্য গুণাবলি।

গ চিত্র-১ এবং চিত্র-২ যে বিষয় দুটিকে ইঙ্গিত করেছে তা হচ্ছে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থ (Connotation)।

কোনো পদের সংখ্যার দিককে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। অর্থাৎ, পরিমাণগত দিক থেকে একটি পদ যে সকল বস্তু বা ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হয় তাকে

ব্যক্ত্যর্থ বলে। যেমন: মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল মানুষ'। অন্যদিকে, জাত্যর্থ হচ্ছে কোন পদের গুণগত দিক। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আবশ্যিক ও সাধারণ গুণাবলিকে তার জাত্যর্থ বলে। যেমন: মানুষ পদের জাত্যর্থ হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে জাত্যর্থ হ্রাস পায়। আবার, জাত্যর্থ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পায়।

চিত্র-১ ও ২-এর 'জীব' পদ এর ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল জীব।' যার জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি। আবার, মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে সকল মানুষ। যার ব্যক্ত্যর্থ জীবের তুলনায় কম। কিন্তু এর জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। যা জীবের জাত্যর্থ থেকে বেশি। এরপর আসে 'ছাত্র' পদটির ব্যক্ত্যর্থ মানুষের ব্যক্ত্যর্থের থেকেও কম। কিন্তু তার জাত্যর্থ হলো— জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ছাত্রত্ব। যা মানুষের জাত্যর্থ থেকে বেশি। এভাবে চিত্র -১ ও চিত্র-২-এ 'জীব' 'মানুষ' ও 'ছাত্র' পদের যে সংখ্যার দিককে নির্দেশ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পদ তিনটির ব্যক্ত্যর্থ এবং পৃথক পৃথকভাবে তাদের যে গুণগুলোর প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে পদগুলোর জাত্যর্থ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির, সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে।

একটি পদের দুটি দিক থাকে। একটি হলো ব্যক্ত্যর্থ বা সংখ্যাগত দিক এবং অন্যটি হলো জাত্যর্থ বা পরিমাণগত দিক। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে অপরিহার্য বা আবশ্যিক সম্পক বিদ্যমান। তবে এই সম্পর্ক বিপরীতিমুখী। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতিমুখী সম্পর্কের চারটি দিক রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ যখন বৃদ্ধি পায় তখন পদটির জাত্যর্থ কমে যায়। যেমন— 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে 'জীব' হলে জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে কমে কেবল 'জীববৃত্তি' হয়। আবার, যখন কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যায় তখন পদটির জাত্যর্থ বৃদ্ধি পায়। যেমন— 'জীব' পদটির ব্যক্ত্যর্থ কমে যখন কেবল 'মানুষ' হয় তখন জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি' থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' হয়। জাত্যর্থের দিক থেকে যখন একটি পদের জাত্যর্থ বৃদ্ধি পায় তখন তার ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পায়। যেমন— 'মানুষ' পদটির জাত্যর্থ 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে বাড়িয়ে 'জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষা' করা হলে ব্যক্ত্যর্থ কমে 'সকল মানুষ' থেকে কেবল 'শিক্ষিত মানুষ' হয়। আবার, যখন কোনো পদের জাত্যর্থ কমে যায় তখন পদটির ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পায়। যেমন— 'শিক্ষিত মানুষ' পদটির জাত্যর্থ কমিয়ে জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষা থেকে কেবল 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি' করা হলে ব্যক্ত্যর্থ 'শিক্ষিত মানুষ' থেকে বেড়ে 'সকল মানুষ' হয়।

উদ্দীপকে চিত্র-১ এ জীব, মানুষ এবং ছাত্র পদের ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে এবং চিত্র-২ এ জাত্যর্থের দিক থেকে বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের নির্দেশ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, এদের একটির হ্রাস বা বৃদ্ধিতে অন্যটির বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ কলেজের শিক্ষা সফরে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড গিয়ে জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শিহাব বলল, "বাহ! কি চমৎকার পরিবেশ"। শিহাবের বন্ধু সাগর বলল, "আহ! আরো আগে যদি এখানে আসতে পারতাম।"

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদ কী? ১

খ. পদের ব্যাপ্যতার নিয়ম উল্লেখ কর। ২

গ. উদ্দীপকের বাক্যগুলোতে চিহ্নিত শব্দগুলোকে পদ বলা যায় না কেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পদ ও শব্দের পার্থক্য নিরূপণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে পদ বলে।

খ যুক্তিবাক্যের কোন পদ ব্যাপ্য এবং কোন পদ অব্যাপ্য তা নির্ণয় করার জন্য যুক্তিবিদরা ব্যাপ্যতার দুটি নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।

সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য, কিন্তু বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নয়। ব্যাপ্যতার এ নিয়ম অনুযায়ী, কোনো বিশেষ বাক্যেরই উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নয়। আবার, নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য, কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য নয়। ব্যাপ্যতার এ নিয়ম অনুযায়ী সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাক্যগুলোতে চিহ্নিত শব্দগুলো পদ-নিরপেক্ষ শব্দ (A-Categorematic Word)। তাই এগুলো পদ নয়।

যেসব শব্দের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, যেগুলো এককভাবে বা অন্য কোনো পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়েও কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, সেসব শব্দকে পদ নিরপেক্ষ বা পদ-অযোগ্য শব্দ বলে। যেমন— বাহ্, আহা, হায় হায়, সাবাস, হুররে ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দ বাক্যের অলংকরণে বা বাক্যের গুরুত্ব বোঝাতে অথবা মনের আবেগ প্রকাশের লক্ষ্যে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'বাহ্, কী সুন্দর দৃশ্য!' এ শব্দগুলো বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় গঠনে অপরিহার্য নয়। তাই এ শব্দগুলোকে পদ হিসেবে গণ্য করা যায় না।

উদ্দীপকের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত বাহ্, চমৎকার, আহ্ প্রত্যেকটি শব্দই পদ-নিরপেক্ষ শব্দ। তাই এগুলো পদ নয়।

ঘ নিচে উদ্দীপকের উল্লিখিত শব্দগুলো অনুসরণে পদ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হলো—

অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা অক্ষরসমষ্টিকে বলা হয় শব্দ (Word)। অপরপক্ষে, এক বা একাধিক শব্দ সমষ্টি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহারযোগ্য হলে হয় পদ (Term)। অর্থাৎ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়, যেহেতু সব শব্দ বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, 'কলমটি খুব সুন্দর' এ বাক্যটিতে 'কলমটি' এবং 'সুন্দর' শব্দদ্বয় পদ হলেও 'খুব' শব্দটি পদ নয়। কারণ এটি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় নি।

শব্দ যত বড়ই হোক না কেন, প্রত্যেক শব্দই একটি মাত্র শব্দ। পক্ষান্তরে, পদ একটি শব্দ দ্বারা গঠিত হতে পারে, আবার একাধিক শব্দের দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন- 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার' এটি একটি পদ, কিন্তু এখানে শব্দ আছে তিনটি।

পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট বলে কোনো পদের একাধিক অর্থ থাকতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে; যেমন- 'গজ' শব্দটির অর্থ একদিকে 'মাপের একক', অন্যদিকে 'গজ' শব্দের অর্থ 'হাতি'। অর্থাৎ পদের চেয়ে শব্দের ব্যাপকতা বেশি। কারণ পদের ব্যবহার কেবল বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভাষা ও চিন্তন ক্রিয়ার সব ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার চলে।

সুতরাং, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, প্রকৃতিগতভাবে পদ ও শব্দের মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও ব্যবহারের দিক থেকে এরা আলাদা।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ মানুষ তার মনের ভাব নানাভাবে প্রকাশ করতে পারে। যেমন- আহা! দৃশ্যটি মর্মান্তিক অথবা যদি তুমি পড়াশুনা কর তাহলে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করবে ইত্যাদি।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইটএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। প্রশ্ন নং ৩]

ক. 'Term' শব্দের অর্থ কি? ১

খ. হুররে শব্দটি পদ নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে, "সকল পদই শব্দ কিন্তু সকল শব্দ পদ নহে"। ৩

ঘ. "যদি তুমি পড়াশুনা কর তাহলে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করবে" উদ্দীপকটি কোন ধরনের যুক্তিবাক্য? তা ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Term শব্দের অর্থ হলো প্রান্ত বা শেষ।

খ হুররে শব্দটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তাই শব্দটি পদ নয়।

যেসব শব্দের নিজস্ব কোন অর্থ নেই, যেগুলো এককভাবে বা অন্য কোন পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়েও কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হতে পারে না সেসব শব্দকে পদ নিরপেক্ষ বা পদ অযোগ্য শব্দ বলে। এ শব্দগুলো পদ নয়।

গ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়।

শব্দ হলো অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। কিন্তু পদ হলো কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি। শব্দের সংখ্যা অসংখ্য। অসংখ্য শব্দের মধ্যে যেসব শব্দ কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কেবল ঐসব শব্দকে পদ বলে। যেহেতু সব শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হতে পারে না, তাই সব শব্দ পদ নয়।

উদ্দীপকে আহা! দৃশ্যটি মর্মান্তিক। এখানে 'আহা' শব্দটি একটি শব্দ কিন্তু পদ নয়। কেননা উক্ত শব্দটি কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হতে পারে না। তাই বলা যায়, সকল পদই শব্দ কিন্তু সকল শব্দ পদ নহে।

ঘ "যদি তুমি পড়াশোনা কর তাহলে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করবে" উদ্দীপকটি সাপেক্ষ বা শর্তযুক্ত যুক্তিবাক্য।

যে যুক্তিবাক্যে কোন শর্ত সাপেক্ষে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, তাকে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক সব সময়েই একটি শর্তের অধীনে ন্যস্ত থাকে। যেমন- 'যদি তুমি পরিশ্রম কর তাহলে তুমি কৃতকার্য হবে। এখানে কৃতকার্য হওয়া ব্যাপারটি পরিশ্রম করা শর্তের উপর নির্ভরশীল।

"যদি পড়াশুনা কর তাহলে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করবে" উদ্দীপকটিতে দেখা যায়, ভাল ফলাফলের বিষয়টি পড়াশুনা করা শর্তটির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কেননা পড়াশুনা করলেই কেবল ভাল ফলাফল সম্ভব। তাই উদ্দীপকের যুক্তবাক্যটি একটি সাপেক্ষ বা শর্তযুক্ত বাক্য।

উপরোক্ত আলোচনার শেষে বলা বাহুল্য যে, উদ্দীপকের শর্তযুক্ত যুক্তিবাক্যের অবতারণা লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ দৃশ্যকল্প ১ : সকল মানুষ হয় মরণশীল।
দৃশ্যকল্প ২ : কিছু মানুষ হয় কবি।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইটএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। প্রশ্ন নং ৪]

ক. যুক্তিবাক্যের অংশগুলো কি কি? ১
খ. AsEbInOp প্রতীকগুলোর প্রচলিত অর্থ লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যাপ্যতার মূল নিয়ম লিখ। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প ১ এবং দৃশ্যকল্প ২ এর সাহায্যে A, E, I এবং O যুক্তিবাক্যে কোন কোন পদ ব্যাপ্য? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি যুক্তিবাক্যের ৩টি অংশ। যথা- i. উদ্দেশ্য ii. বিধেয় ও iii. সংযোজক।

খ যুক্তিবিদ Swinburne প্রবর্তিত পদের ব্যাপ্যতার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সূত্রটি হলো- AsEbInOp।

AsEbInOp প্রতীকগুলোর প্রচলিত অর্থ হলো- A - Subject, E - both, I- none, O - predicate।

গ যুক্তিবিদেরা পদের ব্যাপ্যতার দুটি নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।

পদের ব্যাপ্যতার মূল নিয়ম দুটি। যথা: ১. সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য; কিন্তু বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নয়, অব্যাপ্য। অর্থাৎ পরিমাণের দিক থেকে সার্বিক যুক্তিবাক্যটি তার উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে। ২. নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি ব্যাপ্য কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য নয়, অব্যাপ্য। অর্থাৎ গুণের দিক থেকে নঞর্থক যুক্তিবাক্যটি তার বিধেয় পদকে ব্যাপ্য করে। নিচের উদাহরণে A ও I বাক্যে ব্যাপ্যতার নিয়ম উল্লেখ করা হলো-

যুক্তিবাক্য	দৃষ্টান্ত	উদ্দেশ্যপদ	বিধেয়পদ
A-সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য	সকল মানুষ হয় মরণশীল	ব্যাপ্য	অব্যাপ্য
I-বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য	কিছু মানুষ হয় কবি	অব্যাপ্য	অব্যাপ্য

পরিশেষে উদ্দীপকের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তিবাক্যের ব্যাপ্যতার ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত নিয়ম দুটি মেনে চলা হয়।

ঘ কোন পদ যখন তার সামগ্রিক ব্যক্ত্যর্থকে গ্রহণ করে কোন যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে পদের ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তি বলে। দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর সাহায্যে A, E, I, O যুক্তিবাক্যে কোন কোন পদ ব্যাপ্য তা ব্যাখ্যা করা হলো–

ব্যাপ্যতার নিয়মটি ব্যাপ্যতার ছকে A, E, I, O বাক্যে দেখানো হলো-

যুক্তিবাক্য	দৃষ্টান্ত	উদ্দেশ্যপদ	বিধেয়
A-সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য	সকল মানুষ হয় মরণশীল	ব্যাপ্য	অব্যাপ্য
E-সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য	কোন মানুষ নয় অমর	ব্যাপ্য	ব্যাপ্য
I-বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য	কিছু মানুষ হয় কবি	অব্যাপ্য	অব্যাপ্য
O-বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য	কিছু মানুষ নয় কবি	অব্যাপ্য	ব্যাপ্য

উদ্দীপকের আলোকে দেখা যায়, A যুক্তিবাক্য উদ্দেশ্যকে ব্যাপ্ত করে, E যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়কে ব্যাপ্ত করে, I যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় কোনটিকেই ব্যাপ্ত করে না এবং O যুক্তিবাক্য শুধুমাত্র বিধেয়কে ব্যাপ্ত করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্ত এবং I যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় কোনটিই ব্যাপ্ত নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪৯

[আহম্মদ উল্লিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদ কী? ১
খ. সকল শব্দ পদ নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র '২' এ কোনধরনের বাক্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যাপ্যতার আলোকে চিত্র (১) ও চিত্র (৩)-এর পারস্পরিক সম্পর্কের তুলনা ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে পদ বলে।

খ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়।

শব্দ হলো অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। কিন্তু পদ হলো কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি। শব্দের সংখ্যা অসংখ্য। অসংখ্য শব্দের মধ্যে যেসব শব্দ কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কেবল ঐসব শব্দকে পদ বলে। যেহেতু সব শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাই সব শব্দ পদ নয়।

গ চিত্র (ii)-এ সার্বিক নঞর্থক বাক্যের (Universal Negative Proposition) প্রয়োগ ঘটেছে।

যেসব যুক্তিবাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্যের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়ে থাকে তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যগুলো পরিমাণগত দিক থেকে সার্বিক এবং গুণগত দিক থেকে নঞর্থক হয়ে থাকে। যেমন— 'কোনো মানুষ নয় নিখুঁত' এ বাক্যে বিধেয় ' নয় নিখুঁত' পদকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। সার্বিক নঞর্থক বাক্যে পরিমাণসূচক শব্দ হিসেবে 'কোনো' কথাটি ব্যবহৃত হয় এবং গুণ প্রকাশক শব্দ হিসেবে 'নয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে-সার্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং নঞর্থক বাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য হওয়ায় এই বাক্যের উভয় পদই ব্যাপ্য।

উদ্দীপকে চিত্র (ii)-এর নির্দেশিত বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য হওয়ায় এটি সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য।

ঘ চিত্র (i) সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য এবং চিত্র (iii) বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে।

যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'সকল মানুষ হয় দ্বিপদী' এখানে 'দ্বিপদী' বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

আবার, যে সকল যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— 'কিছু ফুল নয় লাল' এখানে 'লাল' বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্য 'ফুল' পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। এখন আমরা জানি ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ এবং নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

উদ্দীপকে চিত্র (i) হলো সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য অর্থাৎ নিয়মানুসারে এর উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। অপরদিকে, চিত্র (iii) বিশেষ নঞর্থক বাক্য হওয়ায় নিয়মানুসারে এর বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

সুতারাং, ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য ও বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যের সম্পর্ক হলো উভয় বাক্যেই ব্যাপ্য পদ আছে। তবে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদ এবং বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

প্রশ্ন ▶ ৫০ ঢাকা শহরের মশার উপদ্রব কমানোর লক্ষ্যে এক গোল টেবিল বৈঠক আলোচনা শেষে আলোচকরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, ড্রেন ও নালা যত বেশি পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে, মশার উপদ্রব তত কমবে। মশার যন্ত্রণা কমাতে ড্রেন ও নালা বেশি করে পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে নজর দিতে হবে। *[কুমিল্লা সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. যুক্তিবিদ্যায় পদ কী? ১

খ. 'টি' শব্দটি পদ নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে পদের কোন সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পদের যে সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে তা কি একই প্রকৃতির বলে মনে কর? মন্তব্যসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ হলো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ সমষ্টি।

খ টি হলো সহপদ যোগ্য শব্দ।

যেসব শব্দ নিজে নিজে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না তবে অন্য কোনো শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে সহপদযোগ্য শব্দ বলে। সহ পদযোগ্য শব্দগুলো একা একা যুক্তিবাক্যে বসতে পারে না। তবে সহ পদযোগ্য শব্দগুলো পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে পদে পরিণত হতে পারে। যেমন- কলমটি। এখানে 'কলম' পদটির সাথে টি যুক্ত হয়েছে। তাই টি শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হবে, অন্যথায় নয়।

গ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থের (Connotation) সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যক্ত্যর্থ ও জার্তথ্যের সম্পর্ককে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল মানুষ' এখন অন্যান্য প্রাণীকে এর সাথে যুক্ত করলে এর ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে দাঁড়াবে সকল প্রাণী। কিন্তু এতে করে মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ পড়ে সকল প্রাণীর জাত্যর্থ দাঁড়াবে শুধু জীববৃত্তিতে। কারণ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি নেই। আবার ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। মানুষ শ্রেণি থেকে অসৎ মানুষদের বাদ দিলে এর সংখ্যা বা ব্যক্ত্যর্থ কমে দাঁড়াবে সকল সৎ মানুষ। মানুষের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে আরেকটি জাত্যর্থ এসে যোগ হয়ে সকল সৎ মানুষের জাত্যর্থ হবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ জাত্যর্থ বেড়ে যাবে। এতে, প্রমাণ করা গেল যে, ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে।

মানুষ পদের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন এর সাথে সততা যোগ করলে জাত্যর্থ দাঁড়াবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। ফলে এ তিনটি জাত্যর্থধারী পদের ব্যক্ত্যর্থ হবে সকল সৎ মানুষ। আর এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে। কারণ এখানে অসৎ মানুষেরা বাদ পড়েছে। ফলে প্রমাণিত হলো যে, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে। মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিলে এর জাত্যর্থ দাঁড়াবে কেবল জীববৃত্তি। এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে গিয়ে সকল মানুষ থেকে সকল প্রাণীতে দাঁড়াবে। কারণ জীববৃত্তি নামক গুণটি সকল প্রাণীতেই বর্তমান। আর সকল প্রাণীর সংখ্যা সকল মানুষের চেয়ে বেশি। সুতরাং এতে প্রমানিত হলো যে, জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে ড্রেন ও নালা যত বেশি পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে, মশার উপদ্রব তত কমবে। অর্থাৎ ড্রেন ও নালার সাথে মশার উপদ্রবের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। যা ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের অনুরূপ।

ঘ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। সংগতকারণে এই সম্পর্ক ভিন্ন প্রকৃতির।

কোনো পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের ওপর আরোপিত হয়, সে বস্তু বা বস্তুসমূহকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। আর কোনো পদ যে সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ বা গুণ সমষ্টিকে নির্দেশ করে, সেই গুণ বা গুণ সমষ্টি হলো ঐ পদের জাত্যর্থ। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি বাড়লে অন্যটি কমে, এবং একটি কমলে অন্যটি বাড়ে। নিচে এই বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখানো হলো—

পদের ব্যক্ত্যর্থ	পদ	পদের জাত্যর্থ
সকল জীব	জীব	জীববৃত্তি
সকল মানুষ	মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি
সকল সৎ মানুষ	সৎ মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা

ছক অনুসারে যদি মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থের সাথে অন্যান্য জীব যোগ হয় তাহলে ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে হয় সব জীব। কিন্তু জাত্যর্থ কমে হয় জীববৃত্তি। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। আবার যদি মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে সৎ মানুষ হয়। তাহলে জাত্যর্থ বেড়ে হয় জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে, যদি মানুষ পদের জাত্যর্থের সাথে সততা গুণটি যোগ করি তাহলে ব্যক্ত্যর্থ কমে যায়। কারণ অসৎ মানুষ বাদ পড়ে। অর্থাৎ, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার যদি মানুষ পদের জাত্যর্থ থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ দেওয়া হয় তাহলে জাত্যর্থ কমে হয় শুধু জীববৃত্তি। কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে হয় সব জীব। অর্থাৎ জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায় ড্রেন ও নালা যত পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে, মশার উপদ্রব তত কমবে। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সুতরাং ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক একই প্রকৃতির নয় এদের সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

প্রশ্ন ▶ ৫১ ছোট্ট টুবু তার ফুপুর সাথে বেড়াতে বের হলো। পার্কের পাশে থাকা দোকানে যেয়ে টুবুকে তার ফুপু বলল "তুমি হয় চিপস না হয় আইসক্রীম খাবে।" টুবু বলল, "আমি চিপস-আইসক্রীম দুটোই খাবো।"

[কুমিল্লা সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ফুপুর বক্তব্যে যুক্তিবাক্যের কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে টুবু ও তার ফুপুর বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Term।

খ নামবাচক পদগুলোর কেবল ব্যক্ত্যর্থ আছে জাত্যর্থ নেই, তাই এগুলো অজাত্যর্থক পদ (Non – Connotative Term)।

যেসব পদের কেবল ব্যক্ত্যর্থ থাকে অথবা কেবল জাত্যর্থ থাকে, কিন্তু উভয়ই একসাথে থাকে না, সেসব পদকে অজাত্যর্থক পদ বলে। এরূপ পদ কেবল তার সংখ্যার দিক অথবা কেবল তার গুণের দিক প্রকাশ করে। যেমন— রনি, সুমন, কাকলি এগুলো নামবাচক পদ। এই পদগুলো কোনো গুণের নির্দেশক নয়, তাই এদের ব্যক্ত্যর্থ থাকলেও জাত্যর্থ নেই। আর জাত্যর্থ না থাকার কারণেই নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক পদ।

গ উদ্দীপকে ফুপুর বক্তব্যে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের (Disjunctive Proposition) প্রতিফলন ঘটেছে।

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে দুই বা ততোধিক সরল যুক্তিবাক্য পরস্পর বিকল্প হিসেবে 'হয়-না হয়', 'বা', 'অথবা', 'কিংবা' ইত্যাদি জাতীয় অর্থ প্রকাশক শব্দ দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যে দুটি পৃথক বিকল্পের সম্ভাবনাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দুটি বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়। যেমন— লোকটি হয় সৎ না হয় অসৎ। এখানে লোকটি যদি সৎ হয় তবে সে অসৎ নয়। আবার যদি অসৎ হয় তবে সে সৎ নয়।

উদ্দীপকে, ফুপু টুবুকে বলেন তার হয় চিপস না হয় আইসক্রিম নিতে হবে। এখানে দুটি বিকল্প আছে। একটি চিপস অন্যটি আইসক্রিম। টুবু যদি চিপস নেয় তবে আইসক্রিম নিতে পারবে না। আবার, সে যদি আইসক্রিম নেয় তবে চিপস নিতে পারবে না। অর্থাৎ এখানে দুটি বিকল্প 'হয়-না হয়' শর্ত দ্বারা যুক্ত এবং এদের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে। তাই টুবুর ফুপুর বক্তব্য বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।

ঘ উদ্দীপকে টুবুর বক্তব্য সংযৌগিক যুক্তিবাক্যকে এবং ফুপুর বক্তব্য বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। এই দু'ধরনের বাক্যের তুলনামূলক সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হলো।

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে একাধিক বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ থাকে এবং এগুলো 'হয়-না হয়' কিংবা 'অথবা' এসব আকারে যুক্ত থাকে তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন— সুমন হয় মেধাবী না হয় বোকা। আবার, যৌগিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি সরল বচন সদর্থক হলে তাকে সংযৌগিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: তাপস হয় সৎ ও বুদ্ধিমান।

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য এবং সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের সাদৃশ্য হলো এরা উভয়ই দুই বা ততোধিক সরল বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। উদ্দীপকে ফুপুর বক্তব্য 'টুবুর হয় চিপস না হয় আইসক্রিম পাবে' বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যটির দুটি সরল বাক্য ১. চিপস ও ২. অথবা আইসক্রিম পাবে এর সমন্বয়ে গঠিত। আবার, টুবুর বক্তব্যের সংযৌগিক বাক্যটি 'আমি আইক্রিম ও চিপস দুটোই নিব' দুটি সরল বাক্য- ১. আমি চিপস নিব, ২. আমি আইসক্রিম নিব এর সমন্বয়ে গঠিত।

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য ও সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের বৈসাদৃশ্য হলো, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে দুটি বিকল্পের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়। যেমন— উদ্দীপকে ফুপুর মতে, টুবু হয় চিপস পাবে নয়তো আইসক্রিম পাবে। কিন্তু সংযৌগিক যুক্তিবাক্যে উভয় বিকল্পই একইসাথে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। যেমন— উদ্দীপকে টুবু চিপস ও আইসক্রিম দুটোই নিবে। আবার, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে চিহ্ন হিসেবে অথবা, হয়-না হয় ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন— উদ্দীপকে টুবু চিপস না হয় আইসক্রিম পাবে। কিন্তু, সংযৌগিক যুক্তিবাক্যে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় ও, এবং ইত্যাদি। যেমন— উদ্দীপকে টুবু চিপস ও আইসক্রিম উভয় নিবে।

সুতরাং, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য ও সংযৌগিক যুক্তিবাক্যের তুলনামূলক আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি এদের মধ্যে সাদৃশ্যের ও বৈসাদৃশ্যের উভয় সম্পর্কই রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫২ শিক্ষক ক্লাসে এসে পদ সম্পর্কিত আলোচনায় বললেন, পদকে দুদিক থেকে বিবেচনা করা যায়। একটি হচ্ছে পদের সংখ্যার দিক এবং আরেকটি হচ্ছে গুণের দিক। এদের পারস্পরিক সম্পর্কও বিদ্যমান, যা একটি নিয়মের অধীন। এগুলো ভালভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে। পদের সাহায্যে একটি যুক্তিবাক্যে সাধারণত নিম্নোক্ত উপায়ে গঠিত হয়–

$$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$$

[নোয়াখালী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. "মানুষ" পদের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. ওপরের গঠিত যুক্তিবাক্যে-A এবং C কোন কোন পদের নির্দেশক? ২

গ. উদ্দিপকে বর্ণিত দিকের আলোকে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি বলতে কী বোঝো? ৩

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোক A, E, I, O যুক্তিবাক্যে কোন পদ কোথায় ব্যাপ্য-অব্যাপ্য? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা হলো মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।' এখানে মানুষ পদের জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ২টি মুখ্য।

খ ওপরের গঠিত যুক্তিবাক্যে A হলো উদ্দেশ্য পদ। উদ্দেশ্য পদ হলো সেই অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যার মাধ্যমে একটি যুক্তিবাক্যে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। অন্যদিকে যুক্তিবাক্যে C হলো বিধেয় পদ। যে অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে একটি যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, সেই শব্দ সমষ্টিকে বলে বিধেয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে আমরা দেখতে পাই পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি।

ব্যক্তর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি বলতে আমরা বুঝি জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে এবং জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। যেমন : সৎ মানুষ থেকে মানুষ আমরা মানুষ এবং জীব এভাবে অগ্রসর হলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়বে। কেননা সৎ মানুষের তুলনায় মানুষের সংখ্যা বেশি। আবার মানুষের তুলনায় জীবের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে জাত্যর্থ কমতে শুরু করে। কেননা সৎ মানুষের জাত্যর্থের (জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি+ সততা) তুলনায় মানুষের (জীববৃত্তি +বুদ্ধিবৃদ্ধি) কম। আবার মানুষের জাত্যর্থের চেয়ে জীবের (জীববৃত্ত) আরও কম।

উদ্দীপকে শিক্ষকের বক্তব্য অনুযায়ী পদকে দু'দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। একটি হচ্ছে পদের সংখ্যার দিক যা ব্যক্ত্যর্থকে নির্দেশ করে এবং আরেকটি হচ্ছে গুণের দিক যা পদের জাত্যর্থকে নির্দেশ করে।

ঘ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে A,E,I,O যুক্তিবাক্যে A বাক্যে উদ্দেশ্য পদ, E বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ, I বাক্যে কোনো পদ ব্যাপ্য নয় এবং O বাক্যে বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

A সার্বিক সদর্থক বাক্য। সার্বিক হিসেবে A বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং সদর্থক হিসেবে এর বিধেয় পদ অব্যাপ্য। যেমন: সকল মানুষ হয় দ্বিপদ।" এখানে উদ্দেশ্য 'মানুষ'পদটি ব্যাপ্য। E সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য। সার্বিক হিসেবে E বাক্যের উদ্দেশ্যপদ এবং নঞর্থক হিসাবে বিধেয় পদ উভয়ই ব্যাপ্য। যেমন: কোনো জীব নয় অমর। এখানে উদ্দেশ্য 'জীব' এবং বিধেয় 'অমর' উভয়ই ব্যাপ্য। I বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য। বিশেষ হিসেবে I বাক্যের উদ্দেশ্য পদ এবং সদর্থক হিসেবে বিধেয় পদ উভয়ই অব্যাপ্য। যেমন: 'কিছু মানুষ হয় সুন্দর।' এখানে উদ্দেশ্য 'মানুষ' এবং বিধেয় 'সুন্দর' উভয়ই অব্যাপ্য হয়েছে। O বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য। বিশেষ হিসেবে O বাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য এবং নঞর্থক হিসেবে এর বিধেয় পদ ব্যাপ্য। যেমন : কিছু মানুষ নয় সুন্দর। এখানে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটি আংশিক অর্থে অব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ 'সুন্দর' পদটি ব্যাপ্য হয়েছে'।

উদ্দীপকে A বাক্যটিতে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য কারণ এটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। E বাক্যটিতে উভয় পদ ব্যাপ্য। কারণ, এটি সার্বিক নঞর্থক বাক্য। I বাক্যে কোন পদই ব্যাপ্য নয়। কারণ এটি বিশেষ সদর্থক। O বাক্যে বিধেয় পদ ব্যাপ্য। কারণ এটি বিশেষ নঞর্থক।

পরিশেষে বলা যায় যে, A, E, I, O যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয় গুণ ও পরিমাণের পার্থক্যের কারণে।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ X, Y, Z-এই তিনজন বন্ধু ঢাকা চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেলো। সেখানে তারা বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সিংহ, বানর, জিরাফ, হরিণ এবং নানা রকমের পাখি দেখলো। X বললো, "বাঘ হয় হিংস্র"। Y বললো, "কিছু বানর নয় শান্ত"। Z বললো, "সকল প্রাণী হয় উপকারি।"

[নোয়াখালী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. একটি যুক্তিবাক্যে সংযোজকের ভূমিকা কী? ১

খ. সদর্থক ও নঞর্থক যুক্তিবাক্য কী? ২

গ. উদ্দিপক Y ও Z এর বক্তব্যে কোন ধরনের যুক্তিবাক্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. Y ও Z এর বক্তব্য ছাড়াও অন্যান্য যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা করো। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি যুক্তিবাক্যে সংযোজকের ভূমিকা উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যকার স্বীকৃতিসূচক বা অস্বীকৃতিসূচক সম্পর্ক স্থাপন করা। যেমন: সকল ফুল হয় সুন্দর।

খ যে যুক্তি বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাকে সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: 'ফুল হয় সুন্দর' এই যুক্তিবাক্যটিতে উদ্দেশ্য 'ফুল' সম্পর্কে বিধেয় 'সুন্দর' পদটিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আর যে যুক্তিবাক্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়, তাকে নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: 'পাথর নয় নরম'। এখানে উদ্দেশ্য 'পাথর' পদটি সম্পর্কে বিধেয় 'নরম' পদটিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

গ উদ্দীপক Y ও Z এর বক্তব্যে যথাক্রমে সার্বিক সদর্থক (A) বিশেষ নঞর্থক (O) যুক্তিবাক্যর প্রতিফলন ঘটেছে।

যে যুক্তি বাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে অস্বীকার করে তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা O বাক্য বলা হয়। অর্থাৎ O বাক্য গুণের দিক থেকে নঞর্থক এবং পরিমাণের দিক থেকে বিশেষ। যেমন: কিছু মানুষ নয় সৎ।' এখানে বিধেয় 'সৎ' পদটি উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটির অংশবিশেষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। আবার যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থকে স্বীকার করে তাকে সার্বিক সদর্থক বা A বাক্য বলে। যেমন : সকল দার্শনিক হন জ্ঞানী।' এখানে বিধেয় জ্ঞানী' পদটিকে উদ্দেশ্য 'দার্শনিক' পদের সমগ্র সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে Y এর বাক্যটি হলো 'কিছু বানর নয় শান্ত।' O বাক্যে বিধেয় 'শান্ত' উদ্দেশ্য 'বানর' শ্রেণির আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে অস্বীকৃত হয়েছে। উদ্দীপকে Z যুক্তি বাক্যটি হলো সার্বিক সদর্থক A যুক্তিবাক্য। যেমন : 'সকল প্রাণী হয় উপকারী।' এখানে, বিধেয় 'উপকারি' উদ্দেশ্য 'প্রাণী' শ্রেণির সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।

ঘ Y ও Z ছাড়া অন্য যুক্তিবাক্যগুলো হলো সার্বিক নঞর্থক বা E বাক্য এবং বিশেষ সদর্থক বা I বাক্য।

যে যুক্তিবাক্যর বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্তর্থকে অস্বীকার করে তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। অর্থাৎ E বাক্য গুণের দিক থেকে নঞর্থক এবং পরিমাণের দিক থেকে সার্বিক। যেমন : কোনো যুক্তিবিদ নন কল্পনাবিলাসী। এখানে বিধেয় 'কল্পনাবিলাসী'। পদটিকে উদ্দেশ্য 'যুক্তিবিদ' পদের সমগ্র সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে স্বীকার করে তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তি বাক্য বা I বাক্য বলে। I বাক্য গুণের দিক থেকে সদর্থক এবং পরিমাণের দিক থেকে বিশেষ। যেমন: কিছু কবি হন দার্শনিক।' এখানে বিধেয় 'দার্শনিক' পদটি উদ্দেশ্য 'কবি' পদটির অংশবিশেষ সম্পর্কে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সাবিক নঞর্থক (E) বাক্য এবং বিশেষ সদর্থক (I) যুক্তিবাক্য ২টি গুণ ও পরিমাণ অনুসারে এবং ব্যাপ্যতার ভিত্তিতে দুরকম হওয়ায় এদের গঠনগত ভিন্নতা দেখা যায় যা উদ্দীপক অনুযায়ী অ ও ঙ যুক্তিবাক্যের ব্যতিক্রম।

পরিশেষে বলা যায় যে, Y ও Z যুক্তিবাক্য দুটি হলো যথাক্রমে সার্বিক সদর্থক (A) এবং বিশেষ নঞর্থক (O)। কিন্তু গুণ ও পরিমাণ অনুসারে অন্য দুটি যুক্তিবাক্য হলো E ও I যুক্তিবাক্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ 'মানুষ' পদের অর্থকে দুভাগে প্রকাশ করা যেতে পারে, যেমন সংখ্যাগত ও গুণগত। সংখ্যার দিক থেকে বলা যায় সকল মানুষ আর গুণের দিক থেকে বুদ্ধি বৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদ কী? ১

খ. এবং, ও অথবা শব্দগুলোকে সহপদযোগ্য শব্দ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদের দুটি দিকের সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদের দুটি দিকের সম্পর্কের নিয়মটি সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হয় না- উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থপূর্ণ শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে; তাকে পদ বলে।

খ 'এবং', 'অথবা', 'ও' শব্দগুলো অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না বলে শব্দগুলোকে সহ-পদযোগ্য শব্দ (Syn-Categorematic Word) বলা হয়।

যে শব্দ নিজে নিজে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না কিন্তু অন্য পদযোগ্য শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে পদ গঠন করতে পারে তাকে সহ-পদযোগ্য শব্দ বলে। সহপদযোগ্য শব্দগুলো নিজেরা পদ নয় কিন্তু তারা পদের অংশ বিশেষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- রাসেল অথবা রবীন্দ্রনাথ হন যুক্তিবিদ।

গ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থের (Connotation) সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যক্ত্যর্থ ও জার্তথ্যের সম্পর্ককে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল মানুষ' এখন অন্যান্য প্রাণীকে এর সাথে যুক্ত করলে এর ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে দাঁড়াবে সকল প্রাণী। কিন্তু এতে করে মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ পড়ে সকল প্রাণীর জাত্যর্থ দাঁড়াবে শুধু

জীববৃত্তিতে। কারণ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি নেই। আবার ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। মানুষ শ্রেণি থেকে অসৎ মানুষদের বাদ দিলে এর সংখ্যা বা ব্যক্ত্যর্থ কমে দাঁড়াবে সকল সৎ মানুষ। মানুষের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে আরেকটি জাত্যর্থ এসে যোগ হয়ে সকল সৎ মানুষের জাত্যর্থ হবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ জাত্যর্থ বেড়ে যাবে। এতে, প্রমাণ করা গেল যে, ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে।

মানুষ পদের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন এর সাথে সততা যোগ করলে জাত্যর্থ দাঁড়াবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। ফলে এ তিনটি জাত্যর্থধারী পদের ব্যক্ত্যর্থ হবে সকল সৎ মানুষ। আর এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে। কারণ এখানে অসৎ মানুষেরা বাদ পড়েছে। ফলে প্রমাণিত হলো যে, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে। মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিলে এর জাত্যর্থ দাঁড়াবে কেবল জীববৃত্তি। এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে গিয়ে সকল মানুষ থেকে সকল প্রাণীতে দাঁড়াবে। কারণ জীববৃত্তি নামক গুণটি সকল প্রাণীতেই বর্তমান। আর সকল প্রাণীর সংখ্যা সকল মানুষের চেয়ে বেশি। সুতরাং এতে প্রমানিত হলো যে, জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকে শিক্ষার হার বাড়লে বেকারত্ব কমে। আবার শিক্ষার হার কমলে বেকারত্ব বাড়ে। অর্থাৎ শিক্ষার হারের সাথে বেকারত্বের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যা ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের অনুরূপ।

ঘ উক্ত ছকগুলোতে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক ফুটেছে তা সকল ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস বৃদ্ধির নিয়মটি গাণিতিক অনুপাতের বেলায় খাটে না। কারণ এ ধরনের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধি সব ক্ষেত্রে একই অনুপাতে ঘটে না। ঠিক কতটা জাত্যর্থ বাড়লে কতটা ব্যক্ত্যর্থ কমবে এ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেমন— মানুষ পদটির সাথে জ্ঞানী গুণটি যোগ করলে ব্যক্ত্যর্থ শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। কিন্তু মানুষ পদটির সাথে শ্বেতবর্ণ গুণটি যোগ করলে ব্যক্ত্যর্থ শতকরা ৯০ ভাগের বদলে মাত্র ৬০ ভাগ কমে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে কিন্তু জাত্যর্থ ঠিকই থেকে যায়। যেমন— একটি গ্রহে যদি হঠাৎ মানুষ আবিষ্কৃত হয় তবে এ যাবৎ আমরা মানুষের যে ব্যক্ত্যর্থ বা সংখ্যা জানি তা নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বেড়ে যাবে কিন্তু জাত্যর্থ বা গুণ একই থেকে যাবে।

একইভাবে কিছু ক্ষেত্রে জাত্যর্থ (গুণ) বাড়ে কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ (পরিমাণ) ঠিকই থেকে যায়। যেমন- গবেষণা দ্বারা সোনার মধ্যে অতিরিক্ত গুণ আবিষ্কৃত হলো। এখানে জাত্যর্থ বাড়ল। কিন্তু ব্যক্ত্যর্থের পরিবর্তন হলে সেই পদটি সম্পূর্ণ নতুন পদে পরিণত হয়। ফলে নিয়মটি সেখানে খাটে না, যেমন— মানুষ পদের জাত্যর্থ কমিয়ে শুধুমাত্র জীববৃত্তি করলে, জীববৃত্তি গুণ সম্পন্ন পদটি হবে জীব। ফলে মানুষ পদটির অবসান ঘটবে।

সুতারাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকলেও এই সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে সত্য বলা যায় না। কেবলমাত্র ক্রমিকভাবে সাজানো জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্পর্কটি প্রযোজ্য হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ করিম 'কলম' কিনতে বাজারে গেল। করিম 'কলমটি' নিয়ে বাজার থেকে আসার সময় 'মানুষগুলো' হাসছিল। করিম বিরক্ত হয়ে বলল, 'ছি! ছি!' এভাবে মানুষকে হেয় করে হাসা-হাসি করা উচিত নয়।

[স্যার আশুতোষ সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৩]

ক. শব্দ কাকে বলে? ১

খ. সকল শব্দকে পদ বলা হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে চিহ্নিত শব্দগুলো দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চিহ্নিত শব্দগুলো যা বোঝানো হয়েছে তাদের পরিচয় উল্লেখপূর্বক পার্থক্য নির্দেশ করো। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক বা একাধিক বর্ণের সমষ্টি যখন কোনো অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে শব্দ বলে।

খ সব শব্দকে পদ বলা যায় না।

অর্থ প্রকাশক এক বা একাধিক বর্ণের সমষ্টি হলো শব্দ। আর বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যেসব শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন— 'চিনি হয় মিষ্টি' এ যুক্তিবাক্যটিতে চিনি ও মিষ্টি শব্দ দুটো পদযোগ্য শব্দ হলেও হয় শব্দটি পদযোগ্য নয়। এ কারণে বলা হয় সব শব্দকে পদ বলা যায় না।

গ উদ্দীপকে চিহ্নিত 'কলম', 'কলমটি' 'মানুষগুলো' এবং ছি! ছি! শব্দগুলো দ্বারা পদযোগ্য শব্দ, সহ-পদযোগ্য শব্দ এবং পদ নিরপেক্ষ শব্দকে বোঝানো হয়েছে।

যে শব্দ অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়াই কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- চাঁদ, ফুল ইত্যাদি। আবার, যে শব্দ স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তবে অন্য কোনো শব্দ বা পদের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিধেয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তাকে সহপদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন-টি টা প্রভৃতি। অন্যদিকে যে শব্দ স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, এমনকি কোনো পদের সাহায্য নিয়েও কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্যবা বিধেয় হতে পারে না তাকে পদ অযোগ্য বা পদ নিরপেক্ষ শব্দ বলে। যেমন- ছি! ছি!, আহা, মরি! মরি! ইত্যাদি।

উদ্দীপকে 'কলম শব্দটি স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য, বিধেয় বা উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়ই হতে পারে। তাই এটি পদযোগ্য শব্দ। আবার 'কলমটি' এবং 'মানুষগুলো' শব্দের 'টি' এবং 'গুলো' শব্দ স্বাধীনভাবে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য, বিধেয় বা উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় হিসেবে হতে পারে না। তাই এগুলো পদযোগ্য শব্দ। অপরদিকে ছি ছি! শব্দ কখনোই পদ হওয়ার যোগ্যতা না রাখায় এগুলো পদ নিরপেক্ষ শব্দ।

ঘ উদ্দীপকে চিহ্নিত 'কলমটি' এবং 'মানুষগুলো' এবং ছি! ছি! শব্দগুলো যথাক্রমে পদযোগ্য শব্দ, সহ পদযোগ্য শব্দ এবং পদ নিরপেক্ষ শব্দ যাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়াই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে পদযোগ্য শব্দ। আবার, সহপদযোগ্য শব্দ স্বতন্ত্রভাবে পদ হতে পারে না। তবে অন্য শব্দের সাহায্যে পদ হয়। অপরদিকে পদ নিরপেক্ষ শব্দ স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য কারো সাহায্য নিলেও পদ হতে পারে না।

উদ্দীপকের 'কলম' শব্দটি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে পদ হয়। কিন্তু 'টি' শব্দটি একা পদ হতে পারে না। পদ হওয়ার জন্য তাকে অন্য শব্দের সাহায্য নিতে হয়। যেমন- কলম শব্দের সাহায্যে 'টি শব্দটি নতুন শব্দের সৃষ্টি করে যা পদ হবার যোগ্যতা অর্জন করে। একইভাবে পদে 'গুলো শব্দটি 'মানুষ' শব্দের সাহায্যে পদ যোগ্য শব্দ হয়ে ওঠে। অপরদিকে 'ছি! ছি!' শব্দ অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হতে পারে না, আবার অন্যের সাহায্য নিলেও পদ হয় না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পদ হবার যোগ্যতার ভিত্তিতেই মূলত শব্দের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'বেকারত্ব দূরীকরণ' শীর্ষক এক কর্মশালায় উপস্থিত বক্তারা নানাভাবে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন। সভায় বিশেষ অতিথি বলেন, 'দেশে দিন দিন বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বেকারত্বের সংখ্যা কমাতে হলে দেশের শিক্ষার হার বাড়াতে হবে।' প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, 'দেশে যতই শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে ততই বেকারত্ব হ্রাস পাবে।'

[স্যার আশুতোষ সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদ কী? ১
খ. 'টি' শব্দটি পদ নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে পদের কোন সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে উল্লেখ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পদের যে সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে তা কি একই প্রকৃতির বলে মনে করো? মন্তব্য দাও। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ অর্থপূর্ণ শব্দ বা সমষ্টি যা কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

খ সহ-পদযোগ্য শব্দ হওয়ায় 'টি' শব্দটি পদ নয়।
যে শব্দ স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তবে অন্য কোনো শব্দ বা পদের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তাকে সহপদযোগ্য শব্দ বলে।'টি' শব্দটির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু অন্য কোনো পদ যেমন- বইটি এর সাথে যুক্ত হয়ে পদযোগ্য শব্দ হয়।

গ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) ও জাত্যর্থের (Connotation) সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে।
ব্যক্ত্যর্থ ও জার্তথ্যের সম্পর্ককে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল মানুষ' এখন অন্যান্য প্রাণীকে এর সাথে যুক্ত করলে এর ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে দাঁড়াবে সকল প্রাণী। কিন্তু এতে করে মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ পড়ে সকল প্রাণীর জাত্যর্থ দাঁড়াবে শুধু জীববৃত্তিতে। কারণ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি নেই। আবার ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। মানুষ শ্রেণি থেকে অসৎ মানুষদের বাদ দিলে এর সংখ্যা বা ব্যক্ত্যর্থ কমে দাঁড়াবে সকল সৎ মানুষ। মানুষের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে আরেকটি জাত্যর্থ এসে যোগ হয়ে সকল সৎ মানুষের জাত্যর্থ হবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ জাত্যর্থ বেড়ে যাবে। এতে, প্রমাণ করা গেল যে, ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে।
মানুষ পদের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন এর সাথে সততা যোগ করলে জাত্যর্থ দাঁড়াবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। ফলে এ তিনটি জাত্যর্থধারী পদের ব্যক্ত্যর্থ হবে সকল সৎ মানুষ। আর এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে। কারণ এখানে অসৎ মানুষেরা বাদ পড়েছে। ফলে প্রমাণিত হলো যে, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে। মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিলে এর জাত্যর্থ দাঁড়াবে কেবল জীববৃত্তি। এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে গিয়ে সকল মানুষ থেকে সকল প্রাণীতে দাঁড়াবে। কারণ জীববৃত্তি নামক গুণটি সকল প্রাণীতেই বর্তমান। আর সকল প্রাণীর সংখ্যা সকল মানুষের চেয়ে বেশি। সুতরাং এতে প্রমানিত হলো যে, জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।
উদ্দীপকে শিক্ষার হার বাড়লে বেকারত্ব কমে। আবার শিক্ষার হার কমলে বেকারত্ব বাড়ে। অর্থাৎ শিক্ষার হারের সাথে বেকারত্বের বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যা ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের অনুরূপ।

ঘ উদ্দীপকে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। সংগতকারণে এই সম্পর্ক ভিন্ন প্রকৃতির।
কোনো পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের ওপর আরোপিত হয়, সে বস্তু বা বস্তুসমূহকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। আর কোনো পদ যে সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ বা গুণ সমষ্টিকে নির্দেশ করে, সেই গুণ বা গুণ সমষ্টি হলো ঐ পদের জাত্যর্থ। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি বাড়লে অন্যটি কমে, এবং একটি কমলে অন্যটি বাড়ে। নিচে এই বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখানো হলো—

পদের ব্যক্ত্যর্থ	পদ	পদের জাত্যর্থ
সকল জীব	জীব	জীববৃত্তি
সকল মানুষ	মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি
সকল সৎ মানুষ	সৎ মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা

ছক অনুসারে যদি মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থের সাথে অন্যান্য জীব যোগ হয় তাহলে ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে হয় সব জীব। কিন্তু জাত্যর্থ কমে হয় জীববৃত্তি। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। আবার যদি মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে সৎ মানুষ হয়। তাহলে জাত্যর্থ বেড়ে হয় জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে, যদি মানুষ পদের জাত্যর্থের সাথে সততা গুণটি যোগ করি তাহলে ব্যক্ত্যর্থ কমে যায়। কারণ অসৎ মানুষ বাদ পড়ে। অর্থাৎ, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার যদি মানুষ পদের জাত্যর্থ থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ দেওয়া হয় তাহলে জাত্যর্থ কমে হয় শুধু জীববৃত্তি। কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে হয় সব জীব। অর্থাৎ জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষার হার বাড়লে বেকারত্ব হ্রাস পায়। আবার, শিক্ষার হার হ্রাস পেলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
সুতরাং ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক একই প্রকৃতির নয় এদের সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ স্কুল ছুটির পর মা ছেলে অর্নবকে নিয়ে দোকানে গিয়ে বলল, 'হয় আইসক্রিম, না হয় ড্রিংকস তুমি পাবে।' একথা শুনে অর্নব মাকে বলল, 'আমি আইসক্রিম ও ড্রিংকস দুটোই চাই।' তখন মা বললেন, 'তুমি যে কোনো একটিই পাবে।'

[স্যার আশুতোষ সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫]

ক. যুক্তিবাক্য কাকে বলে? ১
খ. কোন ধরনের বাক্যকে প্রাকল্পিক বাক্য বলে? ২
গ. উদ্দীপকে মা এর বক্তব্যে কোন প্রকারের যুক্তিবাক্যের ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মা ও অর্নবের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুটি পদের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিমূলক সম্পর্কের বর্ণনাকে যুক্তিবাক্য বলে।

খ যে বাক্যে 'যদি– তবে' শর্ত থাকে তাকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে।
যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে 'যদি-তাহলে' বা অনুরূপ অর্থ প্রকাশক কোনো যোজক দ্বারা শর্ত উল্লেখ করা হয় তাকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে মাঠ ভিজবে। এখানে 'যদি বৃষ্টি হয়' দ্বারা শর্ত আর 'তাহলে মাঠ ভিজবে' দ্বারা বক্তব্য প্রকাশ পায় বলে এটি একটি প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মা এর বক্তব্যে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের ইঙ্গিত রয়েছে।
যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে দুই বা ততোধিক সরল যুক্তিবাক্য পরস্পর বিকল্প হিসেবে 'হয়-না হয়', 'বা', 'অথবা', 'কিংবা' ইত্যাদি জাতীয় অর্থ প্রকাশক শব্দ দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের বাক্যে দুটি পৃথক বিকল্পের সম্ভাবনাকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দুটি বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়। যেমন— লোকটি হয় সৎ না হয় অসৎ। এখানে লোকটি যদি সৎ হয় তবে সে অসৎ নয়। আবার যদি অসৎ হয় তবে সে সৎ নয়।
উদ্দীপকে স্কুল ছুটির পরে অর্নবের মা বলল, হয় আইসক্রিম না হয় ড্রিংকস তুমি পাবে। এখানে দুটি বিকল্প আছে। একটি হলো আইসক্রিম অন্যটি হলো ড্রিংকস্ অর্নব যদি আইসক্রিম খায় তবে ড্রিংকস পান করতে পারবে না। আবার ড্রিংকস করলে আইসক্রিম খেতে পারবে না। অর্থাৎ এখানে দুটি বিকল্প হয় না হয়' শর্ত দ্বারা যুক্ত এবং এদের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে। তাই, মায়ের বক্তব্যটি বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।

ঘ উদ্দীপকে মায়ের বক্তব্য বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য এবং অর্নবের বক্তব্য সংযৌগিক যুক্তিবাক্য।

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে এ একাধিক বিকল্প সম্ভাবনা উল্লেখ থাকে এবং এগুলো হয় না হয় কিংবা 'অথবা' এসব আকারে যুক্ত থাকে, তাকে বৈকল্পিত যুক্তিবাক্য বলে। বৈকল্পিত যুক্তিবাক্যে দুটি বিকল্পের একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়। যেমন- সুমন হয় মেধাবী না হয় বোকা। অপরদিকে যৌগিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি সরল বচন সদর্থক হলে তাকে সংযৌগিক যুক্তিবাক্য বলে। সংযৌগিক যুক্তিবাক্যে উভয় বিকল্পই একই সাথে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। যেমন– তাপস হয় সৎ ও বুদ্ধিমান।

উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্নবের মা বলে আইসক্রিম অথবা ড্রিংকস খাবে। এ দুটি সরল বাক্যের সমন্বয় ঘটলেও একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়ে যাবে। অর্থাৎ হয় আইসক্রিম খাবে নয়তো ড্রিংকস খাবে যা বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য অপরদিকে অর্নব বলে আমি আইসক্রিম ও ড্রিংকস দুটোই চাই। বক্তব্যে আমি আইসক্রিম চাই ও আমি ড্রিংকস চাই। দুটি সরল বাক্য পাওয়া যায় এবং উভয় বিকল্পই একইসাথে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। অর্থাৎ আইসক্রিম ও ড্রিংকস উভয়ই নিতে পারে।

সুতরাং বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য ও সংযৌগিক যুক্তিবাক্যে উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, এদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয় সম্পর্কই আছে।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ পলাশের যুক্তিবিদ্যা পড়তে খুবই ভালো লাগে। সে ক্লাসে পদের ব্যাপ্যতা পড়ছিল। পলাশ বলল, যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পদের ব্যাপ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কিছু নিয়ম রয়েছে এবং A, E, I, O যুক্তিবাক্যে এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

[স্যার আশুতোষ সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম ▌ প্রশ্ন নং ৬]

ক. পদের ব্যাপ্যতা কী? ১

খ. ব্যাপ্যপদ ও অব্যাপ্যপদ কী? ২

গ. উদ্দীপকে 'এর কিছু নিয়ম রয়েছে'– দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, উল্লেখ কর। ৩

ঘ. A, E, I, O যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা দেখাও। সুইনবার্ণের AsEbInOP (এসিবিনপ) ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদের ব্যাপ্যতা হলো পদের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি।

খ ব্যাপ্যতার ভিত্তিতে যুক্তিবাক্যের ব্যাপ্যপদ ও অব্যাপ্য পদ এ দুভাগে ভাগ করা হয়।

একটি যুক্তিবাক্যে যখন কোনো পদ তার সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়, তখন ঐ পদকে ব্যাপ্য পদ বলে। যেমন- সকল মানুষ হয় মরণশীল' এ বাক্যটিতে 'মানুষ' পদটি এর সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আবার একটি যুক্তিবাক্যে যখন কোনো পদ আংশিক ব্যক্ত্যর্থের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে অব্যাপ্য পদ বলে। যেমন- 'কিছু মানুষ হয় উচ্চশিক্ষিত' এই বাক্যটিতে 'মানুষ' পদটি এর সমগ্র ব্যক্ত্যর্থের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়নি।

গ উদ্দীপকে এর কিছু নিয়ম রয়েছে' দ্বারা পদের ব্যাপ্যতার নিয়মকে বোঝানো হয়েছে।

যুক্তিবিদগণ যুক্তিবাক্যের কোন পদ ব্যাপ্য আর কোন পদ অব্যাপ্য তা নির্ণয় করার জন্য দুটি নিয়ম আবিষ্কার করেছেন যা ব্যাপ্যতার নিয়ম নামে পরিচিত। প্রথম নিয়মানুসারে সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য কিন্তু বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নয়। যেমন- সকল মানুষ হয় জীব। এ বাক্যের 'সকল' শব্দটি 'মানুষ' শ্রেণির অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি মানুষকে নির্দেশ করে যা ব্যাপ্য পদ। ব্যাপ্যতার এ নিয়ম অনুযায়ী কোনো বিশেষ বাক্যেরই উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নয়। অর্থাৎ I এবং o যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্যপদ ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী ব্যাপ্য হতে পারে না।

ব্যাপ্যতার দ্বিতীয় নিয়ম অনযায়ী নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য। কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য নয়। যেমন- কিছু মানুষ নয় সৎ, এ নঞর্থক বাক্যের বিধেয় এখানে পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, অস্বীকৃতি সর্বদা সামগ্রিক অর্থে প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ, নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য। এ নিয়ম অনুযায়ী সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য নয়। অর্থাৎ A এবং I যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী ব্যাপ্য হতে পারে না।

ঘ A, E, I, O যুক্তিবাক্যের পদের ব্যাপ্যতাকে যুক্তিবিদ সুইনবার্ন AsEbInOp (এসিবিনপ) সূত্র আকারে প্রকাশ করেন।

ব্যাপ্যতার নিয়মানুসারে সার্বিক বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং নঞর্থক বাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়। সেক্ষেত্রে A বা সার্বিক সদর্থক বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য, E বা সার্বিক নঞর্থক বাক্যের উভয় পদ ব্যাপ্য, I বা বিশেষ সদর্থক বাক্যের উভয় পদ অব্যাপ্য এবং O বা বিশেষ নঞর্থক বাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

যুক্তিবিদ সুইনবার্ন তার AsEbInOp সূত্রের মাধ্যমে A, E, I এবং O যুক্তিবাক্যো ব্যাপ্যতার বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন । এখানে, As দ্বারা বোঝায় A বাক্যের Subject বা উদ্দেশ্য ব্যাপ্য। Eb দ্বারা বোঝায় E বাক্যের Both বা উভয় পদ ব্যাপ্য। In দ্বারা বোঝায় I বাক্যের None বা কোনো পদ ব্যাপ্য নয় এবং Op দ্বারা বোঝায় O বাক্যের Predicate বা বিধেয় পদ ব্যাপ্য। সুইনবার্ন এই সূত্রটি প্রবর্তন করেছিলেন মূলত ব্যাপ্যতার প্রয়োগকে সঠিক ও সহজভাবে তুলে ধরার জন্য।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, A,E,I,O বাক্যে পদের ব্যাপ্যতার ভিন্নতা রয়েছে এবং সুইনবার্নের AsEbInOp সূত্রটি এই ভিন্নতাকেই সহজবোধ্যভাবে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ নিচের চিত্রগুলো লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

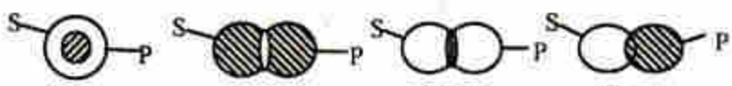

চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩ চিত্র-৪

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ▌ প্রশ্ন নং ৪]

ক. বস্তুবাচক পদ কাকে বলে? ১

খ. বাক্য যুক্তিবাক্য কী একই? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. চিত্র-২ দ্বারা পদের কোন যুক্তিবাক্য প্রতিফলিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'চিত্রগুলো আদর্শ যুক্তিবাক্য' -উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ কোনো বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তিকে বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক পদ বলে।

খ না, বাক্য ও যুক্তিবাক্য এক নয়।

বাক্য বলতে আমরা ইংরেজিতে Sentence কে বুঝি, মনের ভাব প্রকাশ যোগ্য শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে। অন্য দিকে দুটি পদের মধ্যে কোনো সদর্থক বা নঞর্থক যেকোনো প্রকার সম্পর্কের প্রকাশক যুক্তিবাক্য বলে। বাক্যের দুটি অংশই যথেষ্ট। কিন্তু যুক্তিবাক্যর ৩টি অংশ থাকতে হয়।

গ চিত্র-২ দ্বারা পদের সার্বিক নঞর্থক বা E যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে।

সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য গুণের দিক থেকে নঞর্থক এবং পরিমাণের দিক থেকে সার্বিক। অর্থাৎ, এখানে উদ্দেশ্য পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়। ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী এই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ ব্যাপ্য। কারণ সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। আবার, যুক্তিবাক্য নঞর্থক বিধায় এই যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদও ব্যাপ্য।

উদ্দীপকের চিত্র-২ E যুক্তিবাক্যকে নির্দেশ করে। তাই ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ ব্যাপ্য।

ঘ "চিত্রগুলো আদর্শ যুক্তিবাক্য"- উক্তিটি যথার্থ।

চিত্র-১ হলো সার্বিক সদর্থক (A) বাক্য। যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্তর্থকে স্বীকার করে তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বা A বাক্য বলা হয়। যেমন : সকল দার্শনিক হন জ্ঞানী। চিত্র-২ হলো সার্বিক নঞর্থক (E) যুক্তিবাক্য। যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্তর্থকে অস্বীকার করে, তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা E বাক্য বলে। যেমন : কোনো যুক্তিবিদ নন কল্পনাবিলাসী। চিত্র-৩ হলো বিশেষ সদর্থক (I) বাক্য। যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্তর্থকে স্বীকার করে তাকে বিশেষ সদর্থক বা (O) যুক্তিবাক্য বলে। যেমন: কিছু কবি হন দার্শনিক। যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্তর্থকে অস্বীকার করে তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা O বাক্য বলা হয়। যেমন : কিছু মানুষ নয় সৎ।

উদ্দীপকের চিত্র-১ সার্বিক সদর্থক A যুক্তিবাক্য, চিত্র-২ সার্বিক নঞর্থক E যুক্তিবাক্য, চিত্র-৩ বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (I) এবং চিত্র-৪ বিশেষ নঞর্থক (O) যুক্তিবাক্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বিধায় উক্তিটি যথার্থ।

পরিশেষে বলা যায় যে, চিত্র-১, ২, ৩ ও ৪ এর সংজ্ঞা ও উদাহরণের নিমিত্তে বলা যায় যে, "চিত্রগুলো আদর্শ যুক্তিবাক্য" উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৬০ নিচের চিত্রগুলো লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

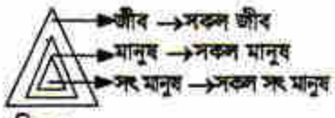

চিত্র-১

চিত্র-২

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সরল যুক্তিবাক্য কাকে বলে? ১

খ. চেতনার প্রাথমিক স্তর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্র-২ দ্বারা পদের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে যুক্তিবাক্যে একটিমাত্র অবধারণ প্রকাশিত হয় বা একটিমাত্র উক্তি বিবৃত হয়, তকে সরল যুক্তিবাক্য বলে।

খ চেতনার প্রাথমিক স্তর বলতে বোঝায় যেখান থেকে চেতন বা চিন্তা শুরু হয়।

অবধারণ হলো চেতনার প্রাথমিক স্তর। যখন আমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে অবগত হই তখন তার (পদের) জাত্যর্থ সম্পর্কে চিন্তা করে বা অভিজ্ঞতা নিয়ে অবধারণ গঠন করি। অবধারনের সাহায্যে আমরা দুটি সার্বিক ধারণা বা প্রত্যয়কে মনে মনে তুলনা করে তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করি।

গ চিত্র-২ দ্বারা পদের জাত্যর্থ ও ব্যক্ত্যর্থের বিপরীতমুখী সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে।

মানুষ পদের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন এর সাথে সততা যোগ করলে জাত্যর্থ দাঁড়াবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। ফলে এ ৩টি জাত্যর্থধারী পদের ব্যক্ত্যর্থ হবে সকল সৎ মানুষ। আর এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে। কারণ এখানে অসৎ মানুষেরা বাদ পড়েছে। আবার জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে। মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিলে এর জাত্যর্থ দাঁড়াবে কেবল জীববৃত্তি। এতে করে মানুষ পদের ব্যক্তর্থ বেড়ে গিয়ে সকল মানুষ থেকে সকল প্রাণীতে দাঁড়াবে। কারণ জীববৃত্তি নামক গুণটি সকল প্রাণীতেই বর্তমান। আর সকল প্রাণীর সংখ্যা সকল মানুষের চেয়ে বেশি। সুতরাং, এতে প্রমাণিত হলো যে, জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকের চিত্র-২ এ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী হ্রাস বৃদ্ধির সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের চিত্র-১ ও চিত্র-২ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে। সংগতকারণে এই সম্পর্ক ভিন্ন প্রকৃতির।

কোনো পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের ওপর আরোপিত হয়, সে বস্তু বা বস্তুসমূহকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। আর কোনো পদ যে সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ ও গুণ সমষ্টিকে নির্দেশ করে, সেই গুণ বা গুণ সমষ্টি হলো ঐ পদের জাত্যর্থ। পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি বাড়লে অন্যটি কমে এবং একটি কমলে অন্যটি বাড়ে। চিত্র-১ ও ২নং এ যদি মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থর সাথে অন্যান্য জীব যোগ হয় তাহলে ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে হয় সকল জীব। কিন্তু জাত্যর্থ কমে হয় জীববৃত্তি। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে। আবার যদি মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে সৎ মানুষ হয় তাহলে জাত্যর্থ বেড়ে হয় জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে। অন্যদিকে, যদি মানুষ পদের জাত্যর্থের সাথে সততা গুণটি যোগ করি তাহলে ব্যক্ত্যর্থ কমে যা। কারণ, অসৎ মানুষ বাদ পড়ে। অর্থাৎ জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে। আবার যদি মানুষ পদের জাত্যর্থ থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে জাত্যর্থ কমে হয় শুধু জীববৃত্তি। কিন্তু ব্যক্তর্থ বেড়ে হয় সব জীব। অর্থাৎ জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

উদ্দীপকের চিত্র-১ ও ২নং এ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক একই প্রকৃতির নয়, এদের সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

প্রশ্ন ▶ ৬১ ক্লাসে লেখার সময় মিতুল দেখলে তার ব্যাগে কোনো কলম নেই। সে তার বন্ধু দীপার কাছে একটি কলম চাইল। দীপা তাকে যে কলমটি দিল তা দেখে শিমুল বলল 'বাহ' তোমার কলমটি খুব সুন্দর। এবং মনে মনে ভাবল 'আহা' আমার যদি এমন একটি কলম থাকত। এরপর সে তার খাতাটি বের করে লিখতে শুরু করল।

[সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ। প্রশ্ন নং ৬]

ক. পদ কী? ১

খ. শব্দের শ্রেণীবিন্যাস দেখাও। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত কলম, কলমটি বাহ, সুন্দর, আহা, খাতাটি কোন ধরনের শব্দ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ব্যক্ত শব্দগুলো অনুসরণে পদ ও শব্দের পার্থক্য কি নিরূপণ করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ হলো কোনো যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি।

খ যুক্তিবিদ্যায় শব্দ সমূহকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা- পদযোগ্য শব্দ, সহপদযোগ্য শব্দ ও পদ-নিরপেক্ষ শব্দ।

যে শব্দ অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় হতে পারে তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। যে শব্দ অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় হতে পারে না তাকে সহপদযোগ্য শব্দ বলে। যে শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় হতে পারে না তাকে পদ নিরপেক্ষ শব্দ বলে।

গ উদ্দীপকে ব্যবহৃত শব্দগুলো পদযোগ্য, সহপদযোগ্য ও পদনিরপেক্ষ শব্দ। নিচে শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করা হলো—

পদের অন্যতম একটি প্রকরণ হচ্ছে পদযোগ্য শব্দ। যে শব্দ অন্য কোন শব্দের সাহায্য ছাড়াই কোন যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তাই পদযোগ্য শব্দ। যেমন- চিনি হয় মিষ্টি। এ যুক্তিবাক্যে চিনি ও মিষ্টি শব্দ দুটি পদযোগ্য শব্দ। শব্দের দ্বিতীয় শ্রেণিবিভাগ হলো সহপদযোগ্য শব্দ। যেসব শব্দের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় হতে পারে না তাকে সহপদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- টি, টা, খানা, খানি ইত্যাদি শব্দের শ্রেণিবিন্যাসের শেষভাগ হলো পদনিরপেক্ষ শব্দ। যে শব্দের নিজের

কোন অর্থ নেই এবং কোনো পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়েও কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ হতে পারে না, তাকে পদনিরপেক্ষ শব্দ বলে। যেমন— বাহ, আহা ইত্যাদি পদনিরপেক্ষ শব্দ।

উদ্দীপকে বর্ণিত শব্দের শ্রেণিবিন্যাস থেকে বলা যায় যে, কেবল পদযোগ্য শব্দগুলো সম্পূর্ণরূপে এবং সহপদযোগ্য শব্দগুলো আংশিকভাবে পদ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু পদনিরপেক্ষ শব্দগুলো কোনোভাবেই পদ হওয়ার যোগ্য নয়।

ঘ নিচে উদ্দীপকের উল্লিখিত শব্দগুলো অনুসরণে পদ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হলো—

অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা অক্ষরসমষ্টিকে বলা হয় শব্দ (Word)। অপরপক্ষে, এক বা একাধিক শব্দ সমষ্টি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহারযোগ্য হলে হয় পদ (Term)। অর্থাৎ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়, যেহেতু সব শব্দ বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, 'কলমটি খুব সুন্দর' এ বাক্যটিতে 'কলমটি' এবং 'সুন্দর' শব্দদ্বয় পদ হলেও 'খুব' শব্দটি পদ নয়। কারণ এটি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় নি।

শব্দ যত বড়ই হোক না কেন, প্রত্যেক শব্দই একটি মাত্র শব্দ। পক্ষান্তরে, পদ একটি শব্দ দ্বারা গঠিত হতে পারে, আবার একাধিক শব্দের দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন- 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার' এটি একটি পদ, কিন্তু এখানে শব্দ আছে তিনটি।

পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট বলে কোনো পদের একাধিক অর্থ থাকতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে; যেমন- 'গজ' শব্দটির অর্থ একদিকে 'মাপের একক', অন্যদিকে 'গজ' শব্দের অর্থ 'হাতি'। অর্থাৎ পদের চেয়ে শব্দের ব্যাপকতা বেশি। কারণ পদের ব্যবহার কেবল বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভাষা ও চিন্তন ক্রিয়ার সব ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার চলে।

সুতরাং, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, প্রকৃতিগতভাবে পদ ও শব্দের মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও ব্যবহারের দিক থেকে এরা আলাদা।

প্রশ্ন ▶ ৬২

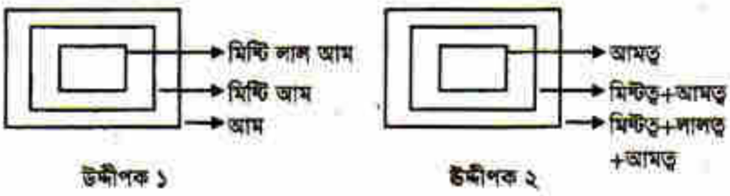

উদ্দীপক ১ উদ্দীপক ২

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নং ৩]

ক. অজাত্যর্থক পদ কী? ১

খ. সব শব্দ পদ নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক ১ এ কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যুক্তিবিদ্যার আলোকে উদ্দীপক-১ ও উদ্দীপক-২ এর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পদ কেবল ব্যক্ত্যর্থ বা জাত্যর্থ প্রকাশ করে, তাই অজাত্যর্থক পদ।

খ সব পদ শব্দ হলেও সব শব্দ পদ নয়।

শব্দ হলো অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। কিন্তু পদ হলো কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি। শব্দের সংখ্যা অসংখ্য। অসংখ্য শব্দের মধ্যে যেসব শব্দ কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে কেবল ঐসব শব্দকে পদ বলে। যেহেতু সব শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাই সব শব্দ পদ নয়।

গ উদ্দীপকে ব্যক্ত্যর্থের প্রতিফলন ঘটেছে।

একটি পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের ওপর প্রযোজ্য হয় তাকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে। ব্যক্ত্যর্থ একটি পদের সংখ্যার দিক প্রকাশ করে। যেমন- মানুষ পদটির ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে সকল মানুষ। কেননা, 'মানুষ' পদ দ্বারা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সকল মানুষ বোঝায় বা সকল মানুষের ওপর মানুষ পদটি প্রযোজ্য হয়। তেমনি 'বই' পদটির ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল বই'। কেননা এর দ্বারা, ইতিহাস, দর্শনের বইকে বোঝায় না বরং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সকল বইকে বোঝায়। তাই বইটি সকল বইয়ের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হয়।

উদ্দীপক ১ এ রয়েছে, 'আম' যার ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল আম', 'মিষ্টি আম' যার ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল মিষ্টি আম' এবং 'লাল মিষ্টি আম' যার ব্যক্ত্যর্থ হলো 'সকল লাল মিষ্টি আম'।

ঘ উদ্দীপক ১ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও উদ্দীপক ২ পদের জাত্যর্থকে নির্দেশ করে।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করলে উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়- i. উভয়ে পদের সাথে সম্পৃক্ত ii. উভয়ের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান iii. উভয়ই পদের বিশেষ দিককে প্রকাশ করে। বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়- i. ব্যক্ত্যর্থ পদের সংখ্যার দিককে প্রকাশ করে আর জাত্যর্থ পদের গুণের দিককে প্রকাশ করে। ii. ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ হ্রাস পায় আর জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ হ্রাস পায়। iii. ব্যক্ত্যর্থ যৌক্তিক বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত আর জাত্যর্থ-যৌক্তিক সংজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত।

উদ্দীপকে ১ এ রয়েছে আম, মিষ্টি আম ও লাল আম। যেগুলো আমের সংখ্যা প্রকাশ করে। আবার উদ্দীপক ২ এ রয়েছে আমত্ব, মিষ্টত্ব+আমত্ব, মিষ্টত্ব+লালত্ব+আমত্ব যেগুলো আমের গুণ প্রকাশ করে। অতএব বলা যায়, উভয় উদ্দীপকে যথাক্রমে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থকে প্রকাশ করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্ত্যর্থ-জাত্যর্থ পদের সংখ্যা ও গুণকে নির্দেশ করে। ফলে একটি বৃদ্ধি পেলে অন্যটি হ্রাস পায় অথবা বিপরীতক্রমে।

প্রশ্ন ▶ ৬৩ কামরুল সাহেব তার ছেলে সুমনকে নিয়ে ঢাকা নিউ মার্কেটে গেলেন। সেখানে সাদা ও অ-সাদা রঙের পোশাক দেখিয়ে কামরুল সাহেব সুমনকে বলল, তোমাকে হয় সাদা, না হয় অ-সাদা রঙের পোশাকই নিতে হবে। কামরুল সাহেবের কথা শ্রবণ করে সুমন বলল, আমি সাদা ও কালো রঙের দুটি পোশাকই নিব।

[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পদ কী? ১

খ. সকল শব্দই কি পদ? আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কামরুল সাহেবের বক্তব্যে কোন বিষয়টির প্রতিফলন রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে সুমন ও কামরুল সাহেবের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে পদ বলে।

খ না, সকল শব্দকে পদ বলা যায় না।

আমরা জানি, যে শব্দ কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে পদ বলে। যেমন- 'ফুল হয় সুন্দর'। এ যুক্তিবাক্যে 'ফুল' ও 'সুন্দর' শব্দ দুটি যথাক্রমে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ। কিন্তু, 'হয়' উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ না হওয়ায় এটি হলো শব্দ। তাই সকল পদকে শব্দ বলা গেলেও সকল শব্দকে পদ বলা যায় না।

ঘ উদ্দীপকে কামরুল সাহেবের বক্তব্যে বিরুদ্ধ পদের প্রতিফলন রয়েছে।

দুটি পদ যদি সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিচ্ছেদক হয় এবং তারা যদি মিলিতভাবে কোন ব্যাপক পদের সমুদয় ব্যক্ত্যর্থকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে, তাহলে তাদেরকে বিরুদ্ধ পদ বলে। এরূপ পদ-যুগলের মাঝখানে তৃতীয় কোন বিকল্প থাকে না। যেমন- সাদা ও অ-সাদা। এই পদ-যুগলটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। সাদা ও অ-সাদা পদ দুটি পরস্পরবিরোধী। এরা উভয়ে একই সাথে একই বস্তুতে প্রযোজ্য নয়। তবে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুই এ দুটি পদের আওতাভুক্ত। যে কোন দুটি বস্তুর কথাই ধরি না কেন, সেটি হয় সাদা হবে, না হয় অ-সাদা হবে। তাছাড়া সাদা ও অ-সাদা এর মাঝখানে এমন কোন বর্ণ নেই যা সাদাও নয় আবার অ-সাদাও নয়। অনুরূপভাবে সৎ ও অ-সৎ, মিষ্টি ও অ-মিষ্টি, দয়ালু ও অ-দয়ালু ইত্যাদি বিরুদ্ধ পদ।

উদ্দীপকে কামরুল সাহেব সাদা ও অ-সাদা যে দুটি শব্দের অবতারণা করেছেন তা হলো বিরুদ্ধপদ। বিরুদ্ধ পদ হলো সেই পদ যে পদ একই সাথে একই বস্তুতে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই শব্দ দুটি বিরুদ্ধ পদ।

ঙ পাঠ্যবইয়ের আলোকে সুমন ও কামরুল সাহেবের বক্তব্যে বিপরীত পদ ও বিরুদ্ধ পদের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। নিচে বিপরীত পদ ও বিরুদ্ধ পদের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

পদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তবে দুটি ভিন্ন অর্থবোধক পদের পাশাপাশি উপস্থিতির ফলে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. বিপরীত পদ ও ২. বিরুদ্ধ পদ। বিরুদ্ধ পদ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং ঐ পদ দুটি মিলিতভাবে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করে। যেমন- 'সবুজ ও অ-সবুজ' মিলিতভাবে সম্পূর্ণ রং-এর ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করে। তাই পদ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। অন্যদিকে, বিপরীত পদ একটি অন্যটির বিপরীত কিন্তু এর দ্বারা কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয় না। তাই বলা যায়, যদি দুটি পরস্পরবিরোধী পদ এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যে, এদের দ্বারা কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয় না, তাহলে পদ দুটিকে পরস্পর বিপরীত পদ বলে। যেমন- 'লাল ও নীল'-এই পদ দুটি রং শ্রেণির সম্পন্ন ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে না। তাই পদ দুটি পরস্পর বিপরীত পদ।

উদ্দীপকে কামরুল সাহেব যে পদ দুটির উল্লেখ করেছেন সেখানে সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয়েছে। কেননা সাদা ও অসাদা মিলে সব রঙের সকল ব্যক্ত্যর্থকেই তিনি প্রকাশ করেছেন। তাই পদ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। আবার, সুমন যে পদ দুটির উল্লেখ করেছে তাতে বিপরীত অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। সাদা ও কালো পদ দুটির মাধ্যমে সব রঙের ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ পায় না। তাই পদ দুটি পরস্পর বিপরীত।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বিরুদ্ধ ও বিপরীত পদ পদের ভিন্ন দুটি রূপ।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ তথ্য-১: কলম→চিনি→সাদা

তথ্য-২: শ্রেণি→কমিটি→জনতা

[নিটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. পদের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সব শব্দকে পদ বলা যায় না কেন? ২

গ. তথ্য-১ এর শব্দগুলো কোন শব্দের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য-২ এর পদগুলো কোন পদের অন্তর্ভুক্ত? উত্তরের স্বপক্ষে তোমার মতামত তুলে ধর। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Term।

খ না, সকল শব্দকে পদ বলা যায় না।

আমরা জানি, যে শব্দ কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে পদ বলে। যেমন- 'ফুল হয় সুন্দর'। এ যুক্তিবাক্যে 'ফুল' ও 'সুন্দর' শব্দ দুটি যথাক্রমে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ। কিন্তু, 'হয়' উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ না হওয়ায় এটি হলো শব্দ। তাই সকল পদকে শব্দ বলা গেলেও সকল শব্দকে পদ বলা যায় না।

গ তথ্য-১ এর শব্দগুলো পদযোগ্য শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

যে শব্দ অন্য কোন শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই কোন যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। পদযোগ্য শব্দগুলো একা একাই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কলম, চিনি, সাদা, মিষ্টি ইত্যাদি। "চিনি হয় মিষ্টি" এই যুক্তিবাক্যে 'চিনি' শব্দটি একা একাই উদ্দেশ্যরূপে এবং 'মিষ্টি' শব্দটি একা একাই বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এরা উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হবার জন্যে অন্য কোন শব্দের সাহায্য গ্রহণ করেনি। সুতরাং এরা উভয়েই পদযোগ্য শব্দ। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পদযোগ্য শব্দই পদরূপে বিবেচিত। আর ব্যাকরণসম্মত শব্দের মধ্যে ইংরেজি Nouns, Pronouns (Relative Pronoun ছাড়া), Adjectives, Participles ইত্যাদি পদযোগ্য শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

তথ্য-১ এর আলোকে বলা যায় যে, উক্ত শব্দগুলো পদযোগ্য শব্দ। কেননা শব্দগুলো কোন পদের সাহায্য ছাড়াই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় হতে পারে।

ঘ তথ্য-২ এর পদগুলো সমষ্টিবাচক পদের অন্তর্ভুক্ত।

যে পদ দ্বারা সীমিত সংখ্যক কতগুলো সমজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে না বুঝিয়ে সমষ্টিগতভাবে বোঝানো হয় তাকে সমষ্টিবাচক পদ বলে। যুক্তিবিদ কেইনিস-এর মতে "একটি সমষ্টিবাচক পদ হল সেই পদ যা একই জাতীয় বস্তুর একটি সমষ্টির উপর আরোপিত এবং সমষ্টি একটি একক সমগ্ররূপে গঠিত বলে বিবেচিত।" সমষ্টিবাচক পদ হলো একই জাতীয় কতগুলো ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টিগত নাম। এখানে বস্তুগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে বোঝানো হয় না। বরং তাদেরকে একটি গোটা সমষ্টি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- শ্রেণি, গ্রন্থাগার, সেনাদল, জুরি, জনতা, কমিটি ইত্যাদি পদগুলো সমষ্টিবাচক পদ। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সমষ্টিকে একটি শ্রেণি বলে। একজন বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীকে পৃথকভাবে শ্রেণি বলা যায় না। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলিত রূপই হচ্ছে শ্রেণি। তদ্রূপ, কতগুলো গ্রন্থের সমষ্টিকে গ্রন্থাগার, কয়েকজন সৈনিকের সমষ্টিকে সেনাদল, বিচারে সাহায্যকারী কয়েকজন লোকের সমষ্টিকে জুরি বলে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত শ্রেণি-কমিটি-জনতা পদগুলো সমষ্টিবাচক পদ। কেননা শ্রেণি পদটি দ্বারা অনেক ছাত্রের সমষ্টি। কমিটি পদটি দ্বারা কয়েকজন সদস্যের সমষ্টি এবং জনতা পদটির মাধ্যমে অসংখ্য লোকের সমষ্টিকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, সমষ্টিবাচক পদ হলো একই জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর সার্বিক নাম।

৮৫. হেতু পদকে কোনটি দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়? /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল/
ক L দ্বারা খ S দ্বারা
গ P দ্বারা ঘ M দ্বারা **ঘ**

৮৬. অসমষ্টিবাচক পদের অন্য নাম কী? [জ্ঞান] /নুরুন্নিসা মহিলা কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা/
ক বিশিষ্ট পদ খ ব্যষ্টিবাচক পদ
গ সাধারণ পদ ঘ বস্তুবাচক পদ **খ**

৮৭. 'মানুষ' শব্দটি কোন পদ? [জ্ঞান] /মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়/
ক জটিল খ যৌগিক
গ সরল ঘ অনেকার্থক **গ**

৮৮. বচন ও বাক্যের সাথে পদের সম্পর্ক— [অনুধাবন] /দক্ষিণ সুরমা কলেজ, সিলেট/
i. অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত
ii. অঙ্গাঅঙ্গিভাবে আবদ্ধ
iii. সাধারণভাবে যুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৮৯. যুক্তিবাক্যে পদ বলতে বোঝায়— [অনুধাবন] /সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ/
i. সংযোজকের পূর্বের শব্দকে
ii. সংযোজকের পরের শব্দকে
iii. বাক্যে ব্যবহৃত সব শব্দকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯০. পদ বলতে বোঝায়— [অনুধাবন] /বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/
i. মানুষ
ii. কাগজ
iii. কলম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯১. জাতি ও উপজাতি পদ দুটি— /দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা/
ক নিরপেক্ষ পদ খ সাধারণ পদ
গ অসাধারণ পদ ঘ সাপেক্ষ পদ **ঘ**

৯২. পদযোগ্য শব্দ কোনটি? /বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর/
ক পাখি খ গুলো
গ খানি ঘ এবং **ক**

৯৩. যে পদ একটি মাত্র শব্দ দ্বারা গঠিত, তাকে কী বলে? [জ্ঞান] /ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক বিশিষ্ট পদ খ সাধারণ পদ
গ সরল পদ ঘ যৌগিক পদ **গ**

৯৪. একটি পদে ব্যক্ত্যর্থ জাত্যর্থ উভয়ই উপস্থিত থাকলে, তাকে কী পদ বলে? [জ্ঞান] /ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক সার্বিক পদ খ জাত্যর্থক পদ
গ অজাত্যর্থক পদ ঘ বহুর্থক পদ **খ**

৯৫. 'সততা' শব্দটি একটি— [প্রয়োগ] /ঢাকা কলেজ, ঢাকা/
ক বস্তুবাচক পদ খ সমষ্টিবাচক পদ
গ গুণবাচক পদ ঘ জাত্যর্থক পদ **গ**

৯৬. সাপেক্ষ পদের উদাহরণ হলো— [প্রয়োগ] /বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/
i. প্রেমিক
ii. স্বামী
iii. প্রজা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৭. শব্দ ও পদের বিশ্লেষণী ও মৌলিক দিক হলো— [উচ্চতর দক্ষতা] /শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ/
i. সকল পদই শব্দ
ii. সকল শব্দ পদ নয়
iii. উভয়ই যুক্তিবাক্যে অবস্থান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৮. ব্যক্ত্যর্থ বলতে পদের কোন দিককে বুঝায়? [অনুধাবন] /সরকারি বজাবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা/
ক গুণের দিক
খ সংখ্যা বা পরিমাণের দিক
গ জাত্যর্থের দিক
ঘ প্রয়োগের দিক **খ**

Teachingbd.com

৯৯. নিচের কোনটি জাত্যর্থক পদ? [অনুধাবন] /সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা/

ক সততা খ মিষ্টত্ব

গ লন্ডন ঘ মানুষ **ঘ**

১০০. মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে— [অনুধাবন] /সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা/

ক মানুষ সকল খ মানুষগণ

গ সকল মানুষ ঘ মানুষেরা **গ**

১০১. ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্পর্ক— [অনুধাবন] /দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ/

ক বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধি

খ একমুখী হ্রাস-বৃদ্ধি

গ চক্রাকারে ঘোরা

ঘ বস্তু ও গুণকে স্পষ্ট করে **ক**

১০২. 'মানুষ' পদের জাত্যর্থ কী? [প্রয়োগ] /লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ/

ক বিচার ক্ষমতা ও দক্ষতা

খ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি

গ চিন্তাশীলতা ও বিচক্ষণতা

ঘ জীববৃত্তি ও কর্মক্ষমতা **খ**

১০৩. দার্শনিক পদের জাত্যর্থ হলো— [অনুধাবন] /মাদ্রিদিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মাদারিপুর/

i. জীববৃত্তি

ii. বুদ্ধিবৃত্তি

iii. জ্ঞানানুরাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৪. ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ আলোচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— [অনুধাবন] /লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ/

i. ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে

ii. ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে

iii. ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ অপরিবর্তিত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৫. মামুন স্যার ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের আলোচনায় বলেন, এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো— [অনুধাবন] /বিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ/

i. অনিবার্য

ii. বিপরীত মুখী

iii. অপরিহার্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মনিরের বাবা বাজার থেকে আধা কেজি কামরাঙ্গা আনে এবং এ ফলটির বিভিন্ন গুণাগুণ মনিরের কাছে ব্যক্ত করে। /রোকেয়া আহসান কলেজ, ঢাকা/

১০৬. উদ্দীপকের ফল এবং এর গুণাগুণ ব্যক্ত করার সাথে যুক্তিবিদ্যার কোন বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে? [প্রয়োগ]

ক সহানুমান

খ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

গ কার্যকারণ সম্পর্ক

ঘ আবর্তন ও প্রতিবর্তন **খ**

১০৭. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির ক্ষেত্রে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. অপরিবর্তনীয়

ii. চিরন্তন

iii. একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii

গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০৮. বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যের প্রতীকী রূপ কোনটি? [জ্ঞান] /সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা/

ক A খ E

গ I ঘ O **গ**

১০৯. A-সকল ফুল হয় লাল

O - কিছু ফুল নয় লাল

উপরের দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে কোন প্রকার-বিরোধিতার সম্পর্ক বিদ্যমান? [প্রয়োগ] /সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা/

ক অসম বিরোধিতা

খ বিপরীত বিরোধিতা

গ অধীন বিপরীত বিরোধিতা

ঘ বিরুদ্ধ বিরোধিতা **খ**

Teachingbd.com

১১০. যুক্তিবিদ্যায় কোনটি যুক্তিবাক্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়? [জ্ঞান] /সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজ, ঢাকা/
ক A, B, C, D খ A, E, I, O
গ ক, খ, গ, ঘ ঘ P, Q, R, S **খ**

১১১. 'এখন ঠান্ডা' এর যৌগিক রূপ কোনটি? [প্রয়োগ] /দনিয়া কলেজ, ঢাকা/
ক A- সময়টি হয় ঠান্ডা
খ A- ঋতুটি হয় ঠান্ডা
গ A- আবহাওয়াটা হয় ঠান্ডা
ঘ A- এখন হয় ঠান্ডা **ক**

১১২. সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে বলা যায় যে— [অনুধাবন] /ভাসমতাজা ডিগ্রী কলেজ, আদমতাজা, চয়াডাঙ্গা/
i. উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য
ii. বিধেয় পদ ব্যাপ্য
iii. বিধেয় পদ অব্যাপ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১১৩. 'সিংহ হয় পশুর রাজা'- এই যুক্তিবাক্যটিতে— [প্রয়োগ] /চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম/
i. উদ্দেশ্য পদ হলো 'সিংহ'
ii. বিধেয় পদ হলো 'পশুর রাজা'
iii. সংযোজক হলো 'হয়'
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
যুক্তিবিদ্যার ছাত্র নিলয় স্যারকে বলল, স্যার আমরা কীভাবে যুক্তিবাক্যের গঠন এবং যুক্তিবাক্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারি? স্যার বলেন, আমাদেরকে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন উপাদান বা অংশ সম্পর্কে জানতে হবে।

১১৪. উদ্দীপকে বর্ণিত যুক্তিবাক্য বিশ্লেষণ করার যথার্থ উপায় কোনটি? [প্রয়োগ]
ক পদের দিক থেকে খ আকারের দিক থেকে
গ অর্থের দিক থেকে ঘ প্রয়োগের দিক থেকে **ক**

১১৫. উদ্দীপকে আলোচ্য যুক্তিবাক্য গঠনে যেসব উপাদান নির্দেশ করে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. উদ্দেশ্য পদ
ii. সংযোজক
iii. বিধেয় পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১১৬. পদের ব্যাপ্যতার কয়টি নিয়ম আছে? [জ্ঞান] /সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপগঞ্জ, ফুলনা/
ক একটি খ দুইটি
গ তিনটি ঘ চারটি **ঘ**

১১৭. দুটি পদই অব্যাপ্য কোন যুক্তিবাক্যের? [জ্ঞান] /সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপগঞ্জ, ফুলনা/
ক A যুক্তিবাক্য খ E যুক্তিবাক্য
গ I যুক্তিবাক্য ঘ O যুক্তিবাক্য **গ**

১১৮. কোন বাক্যের উভয় পদই ব্যাপ্য? [জ্ঞান] /সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ/
ক A খ E
গ I ঘ O **খ**

১১৯. নিচের কোন যুক্তিবাক্যটির উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় অব্যাপ্য? [জ্ঞান] /ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও/
ক A খ E
গ I ঘ O **ক**

১২০. "কিছু ছাত্র হয় মেধাবী"- যুক্তিবাক্যটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— [উচ্চতর দক্ষতা] /ঢাকা সিটি কলেজ/
i. যুক্তিবাক্যটি বিশেষ সদর্থক
ii. যুক্তিবাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অব্যাপ্য
iii. যুক্তিবাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় ব্যাপ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১২১. ১নং চিত্র কোন যুক্তিবাক্যের পদের ব্যাপ্যতা নির্দেশ করে? [প্রয়োগ]
ক A-যুক্তিবাক্য খ E-যুক্তিবাক্য
গ I-যুক্তিবাক্য ঘ O-যুক্তিবাক্য **ক**

১২২. উদ্দীপকে ২নং চিত্রের সাথে ৩নং চিত্রের কী ধরনের অমিল রয়েছে? [উচ্চতর দক্ষতা]
i. উদ্দেশ্য ব্যাপ্য বিধেয় অব্যাপ্য
ii. উদ্দেশ্য ব্যাপ্য বিধেয় ব্যাপ্য
iii. উদ্দেশ্য অব্যাপ্য বিধেয় অব্যাপ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com